দশমঃ স্কন্ধঃ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।
যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্॥

২। দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ম্।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা॥

৩। নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ॥

৪। ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত॥

৫। মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধুনামসুরদ্রুহাম্।
জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দ্দুন্দুভয়ঃ সমম্॥

১-৫। অন্বয়ঃ অথ (মঙ্গলার্থে) যর্হি (যদা) সর্ব্বগুণোপেতঃ (সর্ব্বগুণসম্পন্নঃ) পরমশোভনঃ কালঃ (সময়ঃ সমুপাগতঃ) শান্তর্ক্ষগ্রহতারকং (শান্তানি প্রসন্নানিঋক্ষাণি চ অশ্বিণ্যাদীনি নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চ রব্যাদয়ঃ তারকাশ্চ যস্মিন্ তৎ) এব অজনজন্মর্ক্ষং(অজনঃ শ্রীভগবান্ তস্মাজ্জন্ম যস্য সঃ অজনজন্মা প্রজাপতি তস্য ঋক্ষং রোহিণী নক্ষত্রঞ্চ সমাগতমিত্যর্থঃ) (আসীদিতি শেষঃ)।

[যর্হি চ ভগবদাবির্ভাবসন্নিহিত সময়ে] দিশঃ প্রসেদুঃ (প্রসন্ন অভবন্) গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ং (সমুজ্জ্বল তারকারাজিসুশোভিতং আসীদিতি শেষঃ) মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রাম ব্রজাকরা (মঙ্গলেন ভূয়িষ্ঠানি বহুলানি পুরাণি নগরাণি গ্রামাঃ জনপদাঃ ব্রজাঃ আকরাঃ রত্নাদি প্রসবস্থানানি যস্যাং তাদৃশী-বভূব)।

[যর্হি চ শ্রীভগবদাবির্ভাবসময়ে] নদ্যঃ প্রসন্নসলিলাঃ হ্রদাঃ জলরুহশ্রিয়ঃ (বিকসিত কমলাঃ) বন-রাজয়ঃ দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকাঃ (বিহঙ্গ ভৃঙ্গকুল কূজনগুঞ্জনমুখরিত বিকশিত কুসুমপুঞ্জাঃ আসন্ ইতি শেষঃ)।

যর্হি চ শ্রীভগবদাবির্ভাব কালে] সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ (পুণ্যং পবিত্রং গন্ধং বহতি ইতি তাদৃশঃ) শুচিঃ বায়ুঃ ববৌ (প্রবাহিতবান্) তত্র দ্বিজাতীনাং (সাগ্নিকব্রাহ্মণানাং) শান্তাঃ (নির্ব্বাপিত প্রায়াঃ) অগ্নয়শ্চ (হোমকুণ্ডস্থা-বহ্নয়শ্চ) সমিন্ধত (প্রজজ্বলুঃ)।

অজনে (বিষ্ণৌ) জায়মানে(আবির্ভাব সন্নিহিত সময়ে) তস্মিন্ (কালে) অসুরদ্রুহাং (অসুরদ্বেষিণাং) সাধুনাং মনাংসি (চিত্তানি) প্রসন্নানি আসন্। দিবি দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (স্বয়মেবাবাদ্যন্ত)।

১–৫। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর শান্তভাব ধরা নক্ষত্রগ্রহতারকা সম্মিলিত কৃষ্ণজন্ম-নক্ষত্র যেই এসে গেল, অমনি সে-সময়টি হয়ে উঠল সর্বগুণময় পরমশোভন। দশদিক্ অতিশয় প্রসন্নতায় হাস্যোজ্জ্বল হল। আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। মঙ্গলে ভরে উঠল নগর গ্রাম-ব্রজমণ্ডল—এতে, আর রত্নপ্রসবা খনিতে সমৃদ্ধিমান্ হয়ে উঠল পৃথিবী। নদীসকলের জল সুনির্মল হল। বনরাজি পাখী ও অলিকুলের শ্রুতিমধুর নাদে ধ্বনিত হতে লাগল এবং পুষ্পগুচ্ছে সুশোভন হল। নির্মল সুখসেব্য মলয়-মারুত পুষ্পগন্ধ বহন করে মৃদুমৃদু বইতে লাগল। ব্রাহ্মণগণের নির্বাপিতপ্রায় হোমাগ্নি দক্ষিণাবর্তে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। এইরূপ রমণীয় সময়ে কৃষ্ণজন্ম আসন্ন হলে স্বর্গে দুন্দুভিসকল যুগপৎ বেজে উঠল।

১–৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ১। সর্ব্বগুণোপেতত্বাদেব পরম-শোভনঃ যর্হীত্যাদিকং তৈর্যোজিতং, তত্র যর্হ্যজনে জায়মানে তৎসন্নিহিতসময়ে তাদৃগজনজন্মর্ক্ষাদিকমাসীৎ, যর্হি চ জনার্দ্দনে জায়-মানে তজ্জন্মসময় এব চ তাদৃগ্ দুন্দুভিনাদাদিকমাসীৎ, তদা দেবক্যামাবিরাসীদিতি বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। যদ্যপ্যেবং সার্দ্ধৈরষ্টভিরেকমেব বাক্যং স্যাত্তথাপি সুবোধত্বায় তদন্তর্বাক্যানি পৃথক্ পৃথগঙ্কয়িত্বৈব ব্যাখ্যেয়ানি, সার্দ্ধাষ্টত্বেঽপ্যষ্টমশ্লোকগতেনেতি তদ্ব্যাখ্যা পরার্দ্ধস্য তদন্তর্ভাববিবক্ষয়া শান্তর্ক্ষাদিকত্বং, তস্মিংস্তু রোহিণীদিনে, সর্ব্বেষামৃক্ষাদীনামুগ্রদৃষ্টিত্বরাহিত্যাদিনা, তচ্চোগ্রাদীনামুগ্রত্বাদি-পরিহারাদেঃ। অত্র বিশেষশ্চোক্তঃ খমাণিক্য-নাম্নি জ্যোতির্গ্রন্থে—'উচ্চস্থাঃ শশি-ভৌম-চান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো, জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনোরাহবঃ। নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমীবুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে, শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ॥' ইতি। কিঞ্চান্যত্র—'বৃষ-কন্যা-তূলা-মীনারাজেষু স্ফুটমুচ্চগাঃ। সোম-সৌম্য-শনি-ক্ষৌণীসুতাস্তজ্জন্মনি স্থিতাঃ। যস্মাদ্বিশ্বাবসৌ বর্ষে জন্ম শ্রীনন্দজন্মনঃ। বিশ্বমেব বসু শ্রীমদ্-বভূবামুষ্য তুষ্যতঃ॥'

২। উদয়ঃ প্রকাশঃ॥

৩। প্রসন্নসলিলত্ব-জলরুহশ্রীত্বয়োস্তত্র তত্র পৃথঙ্ নির্দ্দেশঃ প্রাধান্যমাত্রেণ, অত উভয়েষামপ্যুভয়ং জ্ঞেয়ম্॥

৪। সুখস্পর্শ ইতি শৈত্যং, পুণ্যেতি সৌরভ্যং, 'পুণ্যন্তু চার্ব্বপি' ইত্যমরঃ। শুচির্নির্ম্মল ইতি ধূল্যাদ্য-সম্বন্ধেন মান্দ্যমুক্তম্। চ-শব্দোঽত্র বায্বগ্ন্যোর্যুগ্মতাপেক্ষয়া পূর্ব্বোক্তসমুচ্চয়ে; অতএব তত্র বায়ৌ সতীত্যর্থঃ। শান্তা নির্ব্বাণপ্রায়া অপি; যদ্বা, প্রদক্ষিণাবর্ত্তাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ॥

৫। ভীষণাকারাদিত্বেন সর্ব্বেষ্বপি উদ্বেগহেতুতয়া তেভ্যো দ্রুহ্যন্ত্যেব সর্ব্বে ইতি অসুরদ্রুহাং সর্ব্বপ্রাণি-নাঞ্চ, ততঃ কংসাদীনান্তু চিত্তোদ্বেগোঽধিকমজনীতি ভাবঃ। নন্বু সর্ব্বগুণোপেতত্বাদিকমজনজন্মর্ক্ষস্য কিয়ন্তং কালমারভ্য ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অজনে ভগবতি জায়মানে ইতি। 'বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বা' তদাদিভাগ-মারভ্যৈব তত্তৎ প্রবৃত্তং, কিন্তু নিকট-নিকটং ত্বধিকমিত্যর্থঃ। অজনপদং তস্যাপি যদা জন্ম, তদা বা কিং কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ; অজনে ভগবতি জায়মান ইতি। যর্হি-পদেন সহ ইদমপি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। নেদুঃ,

স্বয়মেব শুভবিশেষোদয়াৎ। তথা চ শ্রীহরিবংশে—'অনাহতা দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদংস্তদা' ইতি। অত্র দিক্‌প্রসাদাদয়শ্চিরপ্রবৃত্তাঃ, দুন্দুভিনাদাদয়স্তু তৎকালীনাগতা ইতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ১-৫॥

১-৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** ১। **সর্বগুণপেতঃ**—কাল সকলগুণে মণ্ডিত হওয়াতেই পরমশোভন হয়ে উঠল। **যর্হি অজনে জায়মানে**—যখন কৃষ্ণজন্মের সন্নিহিত সময়ে শুভ গ্রহনক্ষত্রাদি বিরাজমান হয়ে গেল। এবং **যর্হি জনার্দন জায়মানে**—যখন জনার্দনের জন্মের সন্নিহিত সময়ে তাদৃগ্ দুন্দুভি নাদাদি হতে লাগল—তখন দেবকী গর্ভ থেকে কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন, যদিও এখানে ৮ ও অর্ধ শ্লোকে একই আশয়ের কথা, তথাপি বুঝবার সুবিধার জন্য এর ভিতরের ভিতরের কথা গুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাগ করে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই ৮ ও অর্ধ শ্লোকের অষ্টমের শেষ চরণে উল্লিখিত কৃষ্ণের জন্মের সন্নিহিত সময়টি গ্রহনক্ষত্রাদিকে শান্ত করার গুণবিশিষ্ট। এই কারণে রোহিণী প্রভৃতি সকল গ্রহনক্ষত্রাদি উগ্রদৃষ্টিভাব শূন্য হয়ে গেল—উগ্র গ্রহনক্ষত্রাদিরও উগ্রতা পরিহার হেতু। 'খমানিক্য' নামক জ্যোতিষগ্রন্থ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহাদির স্থিতি এইরূপ, যথা—"চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি ঊর্ধে ছিল। বৃষলগ্ন ও বৃহস্পতি বৃষরাশিতে ও সূর্য সিংহরাশিতে, শুক্র তুলারাশিতে ও রাহু বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থিত ছিল। সেদিন অষ্টমী তিথি, বুধবার ও রোহিণী নক্ষত্র। এই সমস্ত শুভযোগে নিশীথকালে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

২। **উদয়ঃ**—প্রকাশ।

৩। নদী নির্মল জলে ও পদ্মের শোভায় শোভিত, হ্রদও তাই, উভয়েই উভয় দ্বারা শোভিত; তবে যে শ্লোকে নদী নির্মল জলপূর্ণ ও হ্রদ পদ্মের শোভায় শোভিত, এইরূপ পৃথক্ উক্তি, তা প্রাধান্যমাত্রে অর্থাৎ নদী বিশেষভাবে নির্মল জলপূর্ণ ও হ্রদ বিশেষভাবে পদ্মের শোভায় শোভিত।

৪। 'সুখস্পর্শ' ইত্যাদি ভাবের বায়ু বইতে লাগল। 'সুখস্পর্শ'—শৈত্যগুণ বিশিষ্ট। 'পুণ্যঃ'—সুগন্ধী। 'শুচিঃ'—নির্মল—ধূলাদি সম্বন্ধ না থাকায় মন্দ মন্দ বইতে লাগল।

৫। ভীষণ আকার হওয়ায় অসুর সকলেরই উদ্বেগহেতু বলে তার প্রতি সকলেই দ্রোহ করে—এইরূপে অসুরদ্রুহাম্' পদটি নিষ্পন্ন হওয়াতে এই পদে সকল প্রাণীকেই পাওয়া যাচ্ছে। সাধু এবং সকল প্রাণীরই মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। এরূপ হলেও, কংসাদির চিত্ত উদ্বেগ-কিন্তু অতিশয়রূপে বেড়ে উঠল, এরূপ ভাব। কৃষ্ণজন্মনক্ষত্র সর্বগুণসংযুক্ত হল কোন্ সময় থেকে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**অজনে ভগবতি জায়মানে ইতি**—জন্ম রহিত ভগবানের আবির্ভাবের সময় থেকে অর্থাৎ আদিভাগ থেকে আরম্ভ করে সেই সেই গুণযুক্ত হওনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু জন্মক্ষণ যত যত নিকটবর্তী হয় তত ততই অধিক অধিক ভাবে যুক্ত হয়। **অজন**—এই পদের ধ্বনি, অজনেরই যখন জন্ম হল তখন এর থেকে অধিক আশ্চর্য কি আর হতে পারে। 'যর্হি' পদের সহিত 'জায়মানেঽজনে' পদটিও সর্বত্র যুক্ত করে ব্যাখ্যা করতে হবে। **নেদুঃ**—নিজে নিজেই বাজতে লাগল—শুভ বিশেষের প্রকাশ হেতু। শ্রীহরিবংশে এইরূপই আছে। এখানে একটি

বিশেষ কথা এই যে দিক্ সকলের প্রসন্নতা প্রভৃতির প্রবৃত্তি চিরকালগত, আর দুন্দুভিনাদাদি তৎকাল-গত, এইরূপ বুঝতে হবে ॥ জী॰ ১-৫ ॥

[**১-৫। শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ ঃ** অথেতি **যর্হি**—যদা **অজনস্য**—কখনও অন্য সময়ে জাত বলে অশ্রুত শ্রীকৃষ্ণের নিজ জন্মদ্বারা অঙ্গীকৃত **ঋক্ষং**—সেই দ্বাপরান্ত কালবিশেষ-গত রোহিণী নামক নক্ষত্র সমাগত হল, সেই সময়েই সর্বশুভ-সংযুক্ত কালও সমাগত হল। শ্রীকৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা হলে, বা দুর্ঘট-ঘটন পটিয়সী নিজের শক্তিতে, বা নিজের স্বভাবেই শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ সর্বশুভের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। সেই সর্বশুভ কি, তাই বলা হচ্ছে, **'শান্তর্ক্ষ'**ইত্যাদি দ্বারা। **অসুর দ্রুহাম্**—অসুরদের ভীষণ স্বভাব হেতু সকলেই তাদিকে দ্রোহ করত—এইরূপে 'অসুরদ্রুহাম্' বাক্যে অসুরবিদ্বেষী সাধু এবং সকল প্রাণীকে বুঝান হয়েছে ॥ ক্রম॰ ১-৫ ॥]

১-৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ "তৃতীয়ে দেশকালাদৌ প্রসন্নে শ্রীহরের্জনিঃ। পিতৃভ্যাং সংস্তুতিঃ প্রপ্তির্যশোদাসূতিকাগৃহে ॥" যর্হ্যেবাজনস্য প্রাকৃতজন্মরহিতস্য ভগবতো জন্মনক্ষত্রমভূৎ অথ তদৈব সর্ব্বগুণো-পেতঃ কালোঽভূদিত্যন্বয়ঃ। শ্লেষেণ জন্মর্ক্ষনামাপ্যাহ—অজনান্নারায়ণাজ্জন্ম যস্য সোঽজনজন্মা প্রজাপতিস্তস্য ঋক্ষং রোহিণী নক্ষত্রমিত্যর্থঃ। শ্লিষ্টত্বেনোক্তির্জন্মর্ক্ষং ন প্রকাশয়েদিতি নীতিশাস্ত্ররীত্যা গোপনার্থা। কীদৃশং শান্তানি ঋক্ষাণ্যশ্বিন্যাদিনী গ্রহাশ্চ তারকাশ্চ যস্মিংস্তৎ ॥ সর্ব্বগুণোপেতত্বমাহ, দিশ ইতি। বর্ষাস্বপি শরদো-গুণ উক্তঃ তত্র সর্ব্বাণি তত্ত্বানি প্রসন্নানি তত্র মহাভূতস্যোর্দ্ধস্থস্য প্রসাদমাহ, গগনমিতি। অধস্থস্য প্রসাদমাহ, মহীতি। মধ্যস্থানাং ত্রয়াণাং প্রসাদমাহ, দ্বাভ্যাং নদ্য ইতি। জলরুহশ্রিয় ইতি রাত্রাবপি দিবসস্য গুণঃ। দ্বিজালিকুলানাং সংনাদঃ স্তবকাশ্চ যাসু তা ইতি। বর্ষাস্বপি বসন্তস্য গুণ উক্তঃ॥ সুখস্পর্শ ইতি শৈত্যং,পুণ্যেতি সৌরভ্যম্, পুণ্যন্তু চার্বপীত্যমরঃ। শুচিনির্ম্মল ইতি ধূল্যাদ্যসম্বন্ধেন মান্দ্যমুক্তম্। শান্তানির্ব্বাণপ্রায়া অপি সমিন্ধত অড়াগমাভাব আর্ষঃ সম্যগ্দক্ষিণাবর্ত্তত্বেন উদ্দীপ্তা বভূবুরিতি দ্বাপরেপি ত্রেতয়াঃ গুণ উক্তঃ॥ মনাংসি মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীন্যপি তত্ত্বানীত্যর্থঃ। অসুরদ্রুহামিত্যসুর কর্ত্তৃক দ্রোহবত্ত্বেন সাধূনামপি মনাংসি পূর্ব্ব-অপ্রসন্নান্যেবাসন্নিতি ভাবঃ। জায়মানে আসন্ন প্রাদুর্ভাবে অজনে শ্রীকৃষ্ণে ॥ বি॰ ১-৫ ॥

১-৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এই তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—দেশকালাদি প্রসন্ন হয়ে উঠলে মা দেবকীর সূতিকাগৃহে শ্রীহরির জন্ম এবং তাঁর প্রতি পিতামাতার উচ্ছলিত স্তুতি। **যর্হ্যেবাজন**—প্রাকৃত জন্মরহিত ভগবানের জন্মনক্ষত্র যখনই এসে উপস্থিত হল। **অথ**—সেই মুহূর্তে **সর্বগুণোপেতঃ**—সর্বশোভাপ্রাপ্ত **কালোঽভূৎ**—কালও এসে গেল। এইরূপ অন্বয় হবে। অর্থান্তর—**অজনজন্মর্ক্ষং**—এই বাক্যে জন্মনক্ষত্রের নামও বলে দেওয়া হলো, যথা—'অজনাৎ' নারায়ণ থেকে যাঁর জন্ম সেই হল 'অজন-জন্মা' অর্থাৎ প্রজাপতি, এই প্রজাপতির নক্ষত্র অর্থাৎ রোহিণী নক্ষত্র। এইভাবে অর্থান্তরে ঢেকে বলবার কারণ জন্মনক্ষত্র প্রকাশ করতে নেই, এই নীতিশাস্ত্র পালন। এই জন্মনক্ষত্র কিরূপ ? এতে এসে মিলেছে, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, রবি প্রভৃতি গ্রহগণ ও অন্যান্য তারকাগণ শান্তভাব ধারণ করত। দিক্সকলের

৬। জগুঃ কিন্নরগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিদ্যাধর্য্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং মুদা॥

৬। অন্বয় ঃ তদা (ভগবদাবির্ভাব কালে) কিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ জগুঃ (শ্রীগোবিন্দগুণগানং চক্রুঃ) সিদ্ধ-চারণাঃ তুষ্টুবুঃ (স্তুতিং চক্রুঃ) বিদ্যাধর্য্যশ্চ অপ্সারোভিঃ সমং (সহ মিলিত্বা) ননৃতুঃ।

৬। মূলানুবাদ ঃ আরও, কিন্নর ও গন্ধর্বগণ কৃষ্ণ গুণগান করতে লাগলেন, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব করতে লাগলেন এবং বিদ্যাধর অপ্সরাগণ সকলে নৃত্য করতে লাগলেন।

সর্বগুণপ্রাপ্ততা বলা হচ্ছে, দিশ ইতি। জন্মমাস বর্ষার মধ্যেই শরৎ-গুণের প্রকাশ বলা হচ্ছে—তথাকার ক্ষিতি-অপ-তেজাদি সব তত্ত্ব প্রসন্ন হয়ে উঠল। তথাকার মহাভূতের উর্ধ্বের প্রসন্নতা বলা হচ্ছে—গগন-মিতি। অধস্থের প্রসন্নতা বলা হচ্ছে—মহীতি। মধ্যবর্তীত্রয়ের প্রসন্নতা বলা হচ্ছে দুইটি শ্লোকে, নদ্য ইতি। **জলরুহশ্রিয়ঃ**—পদ্ম দিনে ফোটে রাত্রে বুজে যায়, নিয়ম এইরূপই হলেও এখানে কিন্তু রাতেও ফুটে উঠল—রাত দিনের গুণ প্রাপ্ত হল। বনরাজি কোকিলাদি পাখী ও অলিকুলের নাদে ধ্বনিত হতে লাগল, পত্রপুষ্পগুচ্ছে শোভন হয়ে উঠল। অতঃপর সেই বর্ষাতেও বসন্তের গুণ বলা হচ্ছে, **সুখস্পর্শ**—বায়ুতে বসন্তের শীতলতা। **পুণ্য**—বসন্তের ফুলগন্ধে সুরভিত বায়ু। **শুচিঃ**—নির্মল, ধূলি আদি সম্বন্ধ মুক্ত। **অগ্নয়ঃ**—যজ্ঞের অগ্নি নির্বাপিত হয়ে এলেও পুনরায় 'সমিন্ধত' দক্ষিণাবর্তে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল—এর দ্বারা এই দ্বাপরেও ত্রেতার যজ্ঞ সম্বন্ধীয় গুণের কথা বলা হল। **মনাংসি**—মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। **অসুরদ্রুহাং ইত্যাদি**—অসুর বিদ্বেষি সাধুগণ—অসুরগণ দ্রোহ করাতে সাধুগণের মন পূর্বে অপ্রসন্ন ছিল, এখন প্রসন্ন হয়ে উঠল। **জায়মানে**—প্রাদুর্ভাব আসন্ন হলে। **অজনে**, শ্রীকৃষ্ণে॥ বি০১-৫॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ বিদ্যাধর্যশ্চেতি, চ শব্দঃ পূর্ব্ববৎ সমানগণত্বাপেক্ষয়া। মুদেতি, নিভৃত-শ্রীভগবৎ-প্রাদুর্ভাবে সত্যপি তত্তদাচরণে হেতুঃ—তদনুসন্ধানাভাবেঽপ্যাকস্মিক-হর্ষস্বাভাব্যে-নৈব তদাচরণাৎ। তদেতি পাঠস্তু সর্ব্বদেশ্যঃ, কিন্তু স্বাম্যসম্মত ইব, যর্হীত্যাদিনাষ্টমশ্লোকে তস্যাধ্যাহৃত্য ব্যাখ্যানাৎ। যদ্বা, তেনৈব সম্বন্ধ উদ্দিষ্টঃ॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বিদ্যাধর্যশ্চ এখানে 'চ' শব্দ কিন্নরের সহ বিদ্যাধরিগণের এক জাতীয়তা হেতু। **মুদা ইতি**—শ্রীভগবানের আবির্ভাব কারাগার-অন্তরালে নিভৃতে হলেও কিন্নর-বিদ্যাধরাদির স্তব নৃত্যাদি আচরণের হেতু—এই কৃষ্ণজন্মের অনুসন্ধান অভাবেও তাঁদের চিত্তে আকস্মিকভাবে উদিত হর্ষের স্বভাব-গুণ। 'মুদা' স্থানে 'তদা' পাঠ সকল-স্থানেই মান্য, কিন্তু স্বামিপাদের যেন ইহাতে সম্মতি নেই। কারণ অষ্টম শ্লোকের যর্হি অর্থাৎ 'যদার' সহিত 'তদার' সম্বন্ধ করে ব্যাখ্যা করেন নি। অথবা, 'যদার' সহিত 'তদার' সম্বন্ধই উদ্দিষ্ট॥ জী০ ৬॥

৭। মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জ্জুরনুসাগরম্॥
৮। নিশীথে তম-উদ্ভুতে জায়মানে জনার্দ্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥

৭-৮। অন্বয় ঃ দেবাঃ মুনয়ঃ অন্বিতাঃ (অন্যোন্যং মিলিতা সন্তঃ) মুদা (হর্ষেণ) সুমনাংসি (পুষ্পাণি) মুমুচুঃ (ববৃষুঃ)। জলধরাঃ অনুসাগরং (গর্জ্জতা সাগরেণ সহ) মন্দমন্দং জগর্জ্জুঃ (গর্জ্জিতবন্তঃ)।

নিশীথে (রাত্র্যাঃ অর্দ্ধভাগে) তম উদ্ভুতে (অন্ধকারেণ যুক্তে) জনার্দ্দনে জায়মানে (প্রাকট্য ক্ষণে) দেবরূপিণ্যাং দেবক্যাং প্রাচ্যাং দিশি (পূর্ব্বস্যাং দিশি) যথা পুষ্কলঃ (পূর্ণঃ) ইন্দুরিব সর্ব্বগুহাশয়ঃ (সর্ব্বহৃৎ-প্রদেশস্থিতঃ) বিষ্ণুঃ আবিরাসীৎ (প্রকটোবভূব)।

৭-৮। মূলানুবাদ ঃ আরও, তখন দেবতা ও মুনিগণ হর্ষে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ঘোর অন্ধকার মধ্যরাত্রে জনার্দন অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম করলে মেঘপুঞ্জ সাগরের মতো গম্ভীর ভাবে মন্দ মন্দ গর্জন করতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে পূর্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো সর্বজীবের হৃদ্‌গুহাবাসী শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তিরূপা দেবকীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন।

৭-৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অত্রাপি পূর্ব্ববদ্বিবক্ষয়া। মুদেতি পুনরুক্তিঃ, অন্বিতাঃ অন্যোন্যং মিলিতাঃ সন্তঃ। অনুসাগরং সাগরং গর্জ্জন্তমনু, তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'সিন্ধবো নিজ-শব্দেন বাদ্যং চক্রুর্মনোহরম্' ইতি॥

নেদুর্দুন্দুভয় ইত্যাদিকং কদা ইত্যপেক্ষায়ামাহ—নিশীথে অর্দ্ধরাত্রে; কীদৃশে? তমউদ্ভুতে তমসা উচ্চৈর্ব্যাপ্তে, 'ভু' প্রাপ্তৌ; ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীত্বাৎ বিশেষণঞ্চেদং তৎকান্তিদ্বারা তমোনাশেনাপীন্দূপমা-যোজনয়া তথাপ্যদ্ভুতোপমেয়ম্। নিশীথে পূর্ণচন্দ্রোদয়াদর্শনাৎ তেনোপমা চেয়ং যথাকথঞ্চিদেব, ন ত্বতিযোগ্যেতি জ্ঞাপ্যতে। দুন্দুভিনাদাদৌ হেতুঃ—জায়েতি। শ্রীব্রহ্মাদি ভক্তজন প্রার্থ্যমান-প্রাকট্যে তস্মিন্ প্রকটীভবতি, তৎপ্রাকট্য-ক্ষণ ইত্যর্থঃ। কংসাদীনাং তত্তদজ্ঞানং গোকুলে জায়মান-মায়াপ্রভাবেণেবেতি জ্ঞেয়ম্। অথবা অথেতি যর্হি যদাহজনস্য কদাপ্যন্যদা জাতত্বেনাশ্রুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য জন্মর্ক্ষং নিজজন্মনা স্বীক্রিয়মাণং তদ্দ্বাপরান্তসময়বিশেষ-গতরোহিণ্যাখ্যমভূৎ, তর্হ্যেব তদারম্ভ এব। সর্ব্বস্য ঋত্বাদেঃ কালস্য স্বস্য চ যে গুণাঃ সুখদা ধর্ম্যাস্তৈরুপেতঃ সর্ব্বশুভসমেতশ্চ কালোহভূৎ। তদিচ্ছায়াং জাতায়াং দুর্ঘট-ঘটনীভিঃ তচ্ছক্তিভিরেব বা, স্ব-স্বভাবেনৈব বা তথা সম্পন্ন ইত্যর্থঃ। অজন-জন্মর্ক্ষমিতি শব্দশ্লেষময়-সঙ্কেতনির্দ্দেশে রহস্যত্বং সূচয়তি। তচ্চ তদ্‌ব্রতোৎ-সবমহিমার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বগুণোপেতত্বং দর্শয়তি—শান্তর্ক্ষেত্যাদিনা। মহীত্যর্দ্ধবর্জ্জিতেন মনাংসি ইত্যর্দ্ধান্তেন। তত্র সর্বগুণোপেতত্বং, শান্তেতি পরমশোভনত্বং জায়মান ইত্যাদিনা চ মুমুচুরিত্যর্দ্ধান্তেন মহী-ত্যর্দ্ধেন চ, অত্র দিক্‌প্রসাদাদি-বায়ু-পর্য্যন্ত-বর্ণনম্। শরদ্বসন্তাদি সম্বন্ধিনাং গুণানাং দর্শকম্; জলরুহশ্রিয় ইতি

রাত্রৌ চ দিবস-সম্বন্ধিনা অগ্নয় ইত্যাদি পঠ্যম্। তেষাং সত্যাদি-সম্বন্ধিনাম্ উপলক্ষণং চৈতদন্যদীয়ানাং মন্দং মন্দমিত্যর্দ্ধং দিগন্তে বর্ষাগুণানাঞ্চ দর্শকং, দিশ ইত্যাদ্যুক্তত্বান্মধ্যে হি তে ন সম্ভবন্তি, অতো 'মন্দং জগর্জ্জুর্জলদাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দ্বিজাঃ' ইতি বৈষ্ণববাক্যং জন্মার্ক্ষারম্ভসম্বন্ধ্যেব জ্ঞেয়মিতি, অন্যৎ সমানম্। দেবস্য ভগবতো রূপমিব রূপং সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ, তদ্বত্যামিতি তদুদরাবির্ভাবেঽপি ন কশ্চিদ্দোষঃ ইতি ভাবঃ। বিষ্ণুরূপিণ্যামিতি পাঠোঽপি ক্বচিৎ; সর্ব্বগুহাশয়ঃ—দুর্গমত্বাৎ দুর্ব্বিতর্ক্যত্বাচ্চ গুহেব গুহা শ্রীভগবৎস্থানং সর্ব্বাসু সর্ব্বজীবাদ্যন্তরলক্ষণাসু শ্রীবৈকুণ্ঠাদিলক্ষণাসু গুহাসু শেতেঽক্ষুভিততয়া বিহরতীতি। পুষ্কলঃ সর্ব্বাংশপূর্ণ ইত্যন্তর্যামিত্বাদিনা হৃদয়াদিষু বর্ত্তমানৈরংশৈঃ সর্ব্বৈরেব সংভূয়াবতীর্ণঃ। অন্তর্যামিনামপি তদানীং শ্রীদেবকীনন্দনত্বেনৈব মহৎসু স্ফূর্ত্তেঃ; তথা চ শ্রীভীষ্মবাক্যম্—'তমিমমহমজং শরীরভাজাং, হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্। প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং, সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥' (শ্রীভা০ ১।৯।৪২) ইতি। তথা চ শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকাদ্যধিষ্ঠাতারোঽপি, ততস্ততঃ সম্ভূয়াবতীর্ণা ইতি শ্রীহরিবংশাদ্যুক্তেন মুকুটমাহৃত্য গোমন্তে শ্রীগরুড়াগমনাদিনা স্পষ্টত্বাদিতি, এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতে বিবৃতমস্তি, ন চাত্র দোষঃ। স্ব-স্বরূপেণৈব পরমবিভৌ তত্রৈব নিজসর্ব্ববৃত্তিং প্রকাশ্য তত্তেজো নিগূঢ়তয়া তেষাং স্থিতত্বাৎ। তথা চ শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃতং পাদ্মবচনম্—'স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ॥' ইতি। প্রাচ্যামিতি দৃষ্টান্তেন সর্ব্বত্র প্রকাশমানস্যাপি শ্রীদেবক্যামাবির্ভাবযোগ্যতোক্তা। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি—'ততোঽখিলজগৎ-পদ্ম-বোধায়াচ্যুতভানুনা। দেবকীপূর্ব্বসন্ধ্যায়ামাবির্ভূতং মহাত্মনা॥' ইতি। আবির্ভাবশ্চ কংসবঞ্চনাদ্যর্থমষ্টমে মাসীতি শ্রীহরিবংশে—'গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥' ইতি॥ জী০ ৭-৮॥

৭-৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এখানেও পূর্ববৎই বলবার উদ্দেশ্য থাকায় 'মুদা' পদটি পুনরুক্তি। **অন্বিতা**—(দেবতাগণ) পরস্পর মিলিত হয়ে। **অনুসাগরং**—সাগর গর্জনের **অনু**—সহিত মেঘ গর্জন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"সাগর নিজের শব্দে মনোহর বাদ্যধ্বনি করতে লাগল।"

দুন্দুভি প্রভৃতি বেজে উঠল,—কখন? এই অপেক্ষায় এখানে বলা হচ্ছে, **নিশীথে**—অর্ধরাত্রে, কিদৃশ রাত্রে? **তম-উদ্ভুতে** ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রে। এই রাত্রিটি ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী হওয়াতে রাত্রির বিশেষণ দেওয়া হল 'ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন'। এই নবজাত শিশুর সঙ্গে চন্দ্রের উপমা দেওয়াতে তাঁর কান্তিদ্বারা চতুর্দিক উজ্জ্বলতা ধারণ করারই কথা; তবুও যে এই অন্ধকারে ঢেকে যাওয়ার কথা বলা হল, ইহাতে উপমেয় শিশুটির অদ্ভুতত্ব প্রকাশিত হল। অর্ধরাত্রে পূর্ণচন্দ্রের মতো এই শিশুর উদয় দেখা গেল বলে আকাশের পূর্ণচন্দ্রের সহিত তাঁর উপমা যথাকথঞ্চিৎই হতে পারে, অতি যোগ্য হয় না, ইহাই জানানো হল। (কারণ আকাশের পূর্ণচন্দ্রের উদয় সন্ধ্যা রাত্রেই হয়)। দুন্দুভি-নাদাদিতে হেতু, **জায়মানে অজনে**—শ্রীব্রহ্মাদি ভক্তজনের প্রার্থনা ধ্বনি উঠছিল যখন 'প্রভু এই তোমার প্রকট-সময় হয়েছে, এবার এসো হে প্রভু' ঠিক তখনই শ্রীভগবান্ প্রকট হলেন—অর্থাৎ এখানে 'জায়মানে অজনে' বাক্যে কৃষ্ণজন্মক্ষণটির কথাই বলা হল। কংস প্রমুখ অসুরগণের এই কৃষ্ণজন্মের ব্যাপার না-জানার কারণ গোকুলে মায়ার জন্ম-

প্রভাব, এরূপ জানতে হবে। অথবা, 'এই দুন্দুভি প্রভৃতি কখন বাজতে আরম্ভ করল,' এরই অন্য একটি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যথা—**অথ ইতি**—'র্হি' যখন 'অজনস্য' কদাপি অন্য সময় জাত হয়েছেন বলে অশ্রুত শ্রীকৃষ্ণের নিজ জন্মদ্বারা স্বীকৃত সেই দ্বাপরান্ত সময়বিশেষগত রোহিণী নামক জন্মনক্ষত্র যখন হল, 'তর্হি এব' ঠিক সেই সময় থেকে আরম্ভ করে সকল ঋতু আদি কালের নিজ নিজ যে গুণ অর্থাৎ সুখদা ধর্ম তার সহিত ও সর্বশুভের সহিত মিলিত হল কাল। শ্রীভগবানের ইচ্ছা জাত হলে তারই দুর্ঘট-ঘটনী শক্তি দ্বারাই, অথবা নিজ নিজ স্বভাবেই তথা সম্পন্ন হল। **অজনজন্মর্ক্ষম্ ইতি**—জন্ম+ঋক্ষম্ অর্থাৎ জন্মনক্ষত্র, নক্ষত্রের নাম করা হল না, কারণ জন্ম নক্ষত্র প্রকাশ না-করা নীতিশাস্ত্র রীতি। কাজেই শব্দশ্লেষময় (অনেকার্থবাচক পদে অনেকার্থ প্রকাশ) সাঙ্কেতিক নির্দেশে রহস্যত্ব সূচনা করছে। তাও কৃষ্ণজন্ম-ব্রতোৎসব মহিমার্থ, এরূপ জানতে হবে। **সর্বগুণপেতঃ** কালের এই সর্বগুণ সংযুক্ততা দেখান হচ্ছে—**শান্তর্ক্ষ**—অর্থাৎ নক্ষত্রাদি শান্তরূপ ধারণ করল ইত্যাদি পদে। পরবর্তী নদী হ্রদাদী পক্ষে 'শান্ত' পদের অর্থ হবে পরম শোভনতা—নদীহ্রদাদি পরমশোভা ধারণ করল। 'মহী পৃথিবী, '**মুমুচুঃ**'—মুনি ও দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন—এই সব স্থানের থেকে বায়ু সুখস্পর্শ পর্যন্ত দিক্ প্রসাদাদি বর্ণন করা হল। শরৎ-বসন্তাদি সম্বন্ধী গুণাবলীর দর্শক জলপদ্মশোভা হ্রদাদি ধারণ করল—রাত্রিতে দিবস-সম্বন্ধী হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল ইত্যাদি কথার উট্টঙ্কন হল—জন্মক্ষণ সম্বন্ধে। **দেবরূপিণ্যাং** (দেবরূপিণী পাঠও আছে) 'দেবস্য' শ্রীভগবানের রূপের মতো রূপ—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। দেবকীদেবী এইরূপ হওয়ায় তার গর্ভে শ্রীভগবানের আবির্ভাবে কোনও দোষ হয় না। **সর্বগুহাশয়ঃ**—দুর্গমতা ও দুর্বিতর্কতা হেতু গুহা সদৃশ—'গুহা' শ্রীভগবৎস্থান—'সর্ব' সর্বজীবের অন্তর্দেশরূপ ও শ্রীবৈকুণ্ঠাদিরূপ গুহায় 'শয়ঃ' শুয়ে থাকেন—ক্ষোভরহিত ভাবে বিহার করেন। **পুষ্কলঃ**-সর্বাংশপূর্ণ-অন্তর্যাম্যাদিরূপে হৃদয়াদিতে বর্তমান্ অংশ সকলের সহিত সংযুক্ত হয়ে অবতীর্ণ, সেই হেতু অন্তর্যামিপ্রভৃতিরও তদানীং মহৎগণে শ্রীদেবকীনন্দনরূপেই স্ফূর্তি হতে লাগল। এবিষয়ে শ্রীভীষ্ম-বাক্য—"একই সূর্য যেরূপ বিভিন্নস্থানে অবস্থিত বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ অজন শ্রীকৃষ্ণও স্বরচিত প্রতি জীব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে প্রকাশিত হন। অদ্য আমার ভেদমোহ দূরীভূত হওয়ায় সেই এই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হলাম।"—শ্রীভা০ ১।৯।৪২। এই একই রূপ বৈকুণ্ঠলোকাদিতে যেসব শ্রীভগবৎ বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে—তাদেরও নিজ অঙ্গে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হলেন। শ্রীহরিবংশাদিতে শ্রীগরুড়-আগমনাদি লীলায় এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি আছে। এখানে কোন দোষ উপস্থিত হয় না—কারণ অন্যান্য বৈকুণ্ঠাদির শ্রীভগবৎমূর্তি নিজ নিজ স্বরূপেই পরমবিভু শ্রীকৃষ্ণের ভিতরে বিরাজমান্ থেকে প্রয়োজনানুসারে নিজ নিজ সর্ববৃত্তি প্রকাশ করেন কারণ নিজ নিজ তেজ গোপনভাবে তাঁদের মধ্যে অবস্থান করে। শ্রীকৃষ্ণের এই আবির্ভাব কংস-বঞ্চনাদি প্রয়োজনে অষ্টমমাসে হল—ইহা শ্রীহরিবংশে বলা আছে, যথা—"গর্ভকাল অসম্পূর্ণ থাকতেই অষ্টমমাসে দেবকী এবং যশোদা একই সময়ে প্রসব করলেন" ॥ জী০ ৭-৮ ॥

[৭-৮ শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ ঃ **অনুসাগরং ইত্যাদি**—সাগরের সহিত একসঙ্গে সুর মিলিয়ে মেঘ-গর্জন করতে লাগল। **জায়মানে জনার্দন ইতি**—তাঁর জন্মের জন্য জনগণের প্রার্থনা হতে থাকল। **দেবরূপিণ্যাং**—'দেব' বসুদেবের মতো রূপিণী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তিরূপা। পাঠান্তর, **বিষ্ণুরূপিণ্যাং**—বিষ্ণুর মতো ব্যাপক অপ্রাকৃত-বিগ্রহ মা দেবকীতে—এইরূপে মা দেবকীর কৃষ্ণকে পেটে ধরবার যোগ্যতা বলা হল। **বিষ্ণুঃসর্বগুহাশয়ঃ**—গুহাসমূহের মতো দুর্জ্ঞেয় স্থলে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিতে **শেতে**—নিগূঢ় ভাবে ক্রীড়া করেন যিনি সেই সর্বাংশ পরিপূর্ণ বিষ্ণু। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত, **পুষ্কল**—ষোলকলায় পূর্ণ। **ইন্দুরিব**—চন্দ্রের মতো ॥ ক্রম০ ৭-৮ ॥]

৭-৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অনুকৃতঃ সদৃশীকৃতঃ সাগরঃ সাগরগর্জ্জনং তদ্‌যথা স্যাত্তথা ॥ ননু দিশঃ প্রসেদুরিতি গগনং নির্ম্মলোডুগণোদয়মিতি পূর্ব্বোক্তের্জলাধরাঃ খলু কদা জগর্জুরিত্যিপেক্ষায়ামাহ নিশীথ ইতি তমসা উৎকার্ষণ ভূতে ব্যাপ্তে ইতি নিশীথ এব মধ্যে গগনং মেঘখণ্ডোদগমাদ্ভুপ্রাপ্তাবিত্যস্য রূপম্। জনানাং সর্ব্বজ্ঞভক্তমুনি-দেবাদীনাং অর্দ্দনে ভগবান্ আবির্ভব সময়োঽয়মিতি যাচনে জায়মানে সতি ॥ দেব রূপিণ্যাং বিষ্ণুরূপিণ্যামিতি চ পাঠঃ। দেবস্য বিষ্ণোরিব রূপং সচ্চিদানন্দঘনং বর্ত্ততে যস্যাস্তস্যাং আবিরাসীৎ প্রকটী বভূব। সর্ব্বাসু গুহাসু গুহাবদগম্যস্থানেষু মথুরাবিকুণ্ঠাদিষু জীবান্তঃকরণেষু চ সর্ব্বজন পরোক্ষত্বাচ্ছেতে ইতি সঃ। অন্যো বালকো যথা গর্ভ্ভাদযন্ত্রিতঃ সন্নিঃসরতি তথা নেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ যথেতি কিঞ্চ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তি-কয়োর্যুগপদেবাবির্ভাবমাহ তদ্দিনে নিশীথে প্রাচ্যাং দিশি অষ্টম্যাং ইন্দুরপুষ্টোঽপি মদ্বংশং মৎপ্রভুর্জন্মনা অলঞ্চকারেত্যানন্দোদ্রেকেণ পুষ্কলঃ পূর্ণিমায়া ইন্দুরিব পুষ্কলঃ সন্ যথা আবিরাসীত্তথৈব দেবক্যাং বিষ্ণুরপি সর্ব্বাংশকলা পরিপূর্ণ আবীরাসীদিত্যন্বয়ঃ। আবির্ভাবশ্চ কংসবঞ্চনাদ্যর্থমষ্টমে মাসি যদুক্তং হরিবংশে 'গর্ভ্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদেতি।" খমাণিক্যনাম্নি জ্যোতি-র্গ্রন্থে জন্মপত্রী চোক্তা। "উচ্চস্থাঃ শশিভৌম-চান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো জীবঃ সিংহ তুলালিবিষু ক্রম-বশাৎ পূষোশনোরাহবঃ। নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাভিধমন্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তদিতি ॥ বি০ ৭-৮ ॥

৭-৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অনুসাগরম্—অনুকৃতসদৃশীকৃত—'সাগরং' সাগরগর্জন—মেঘ সাগরের মতো গর্জন করতে লাগল। আচ্ছা, পূর্বে বলা হয়েছে, দশদিক্ প্রসন্ন হয়ে উঠল, নির্মল আকাশে তারকারাজির উদয় হল, তবে এর মধ্যে আবার মেঘ গর্জন করতে লাগল কি করে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—নিশীথে ইতি। এটা রাত যখন গভীর হল তখনকার অবস্থা—**তম উদ্ভূতে**—ঘন অন্ধকার চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে দিলে। দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে আকাশে মেঘখণ্ডের সঞ্চার হেতু মেঘগর্জন। **জনার্দনে**—'জন'—সর্বভক্ত মুনি ও দেবতাদের 'অর্দনে' প্রার্থনায়, যথা—হে ভগবন্! আপনার আবির্ভাব সময় এই এটি-ই, এরূপ প্রার্থনায়। **জায়মানে**—অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম করলে। **দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং**—বিষ্ণুর মতো সচ্চিদানন্দঘনরূপ যাঁর সেই দেবকী গর্ভ্ভ থেকে। **আবিরাসীৎ**—আবির্ভূত হলেন। **বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ**—পর্বতগুহাবৎ অগম্য স্থানে—মথুরা বৈকুণ্ঠাদিতে এবং জীবের অন্তঃকরণে সর্বজনের অগোচরে

৯। তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥

১০। মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥

৯-১০। **অন্বয়** ঃ বসুদেবঃ তং (শ্রীকৃষ্ণরূপং) অম্বুজেক্ষণং (কমলনয়নং) চতুর্ভূজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং (শঙ্খগদাদীনি উৎকৃষ্টানি আয়ুধানি যত্রতং) শ্রীবৎসলক্ষ্মং (শ্রীবৎসচিহ্নযুক্তং) গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদ সৌভগং (সজল-জলদশ্যামলসুন্দরাঙ্গং) মহার্হবৈদূর্য্যকিরীট কুণ্ডলত্বিষাপরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলং (মহর্হাণি মহামূল্যাণি বেদূর্য্যাণি তন্নামকরত্নানি যত্র তাদৃশং যৎ কিরীটং মুকুটং তস্য কুণ্ডলস্য কর্ণভূষণস্য চ ত্বিট্ শোভা তয়া পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলং স্ফুরদপরিমিতকেশং) উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদ কঙ্কণাদিভিঃ (উদ্দামভিঃ তেজসা অত্যুৎকটৈঃ কাঞ্চী মেখলা অঙ্গদং (কেয়ুরং কঙ্কণং তৈঃ) বিরোচমানং (শোভমানং) অদ্ভুতং (অপূর্ব্বং) বালকং ঐক্ষত (দদর্শ)।

৯-১০। **মূলানুবাদ** ঃ তখন বসুদেব বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখতে লাগলেন—কমল নয়ন, চতুর্ভুজ, শঙ্খগদাদি আয়ুধসমন্বিত, শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষদেশা, কৌস্তুভ কণ্ঠ, পীতবসন, নবজলধরশ্যাম, মহামূল্য বৈদূর্যমণিনির্মিত মুকুট-কুণ্ডলের কান্তিতে উদ্ভাসিত অপরিমিত কুটিল কেশা এবং কাঞ্চি-অঙ্গদ-কঙ্কনাদি অলঙ্কারে অতি শোভন সেই অদ্ভুত বালককে।

শয়ন করে থাকেন যিনি সেই বিষ্ণু। অন্য বালক যেমন গর্ভ থেকে অবশ ভাবে নির্গত হয়, সেইরূপ ভাবে নয়। এখানে আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত—**যথেতি**—পূর্বদিকে সমুদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় আবির্ভূত হলেন। আরও, দৃষ্টান্ত এবং দার্ষ্টান্তিকের একই সঙ্গে আবির্ভাব বলা হচ্ছে এখানে—সেইদিন অষ্টমী তিথির চন্দ্র অপুষ্ট হওয়ার কথা হলেও আমার বংশকে প্রভু জন্মের দ্বারা অলঙ্কৃত করছেন, এই আনন্দে যেমন পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উদিত হলেন, ঠিক সেইরূপই দেবকীতে বিষ্ণুও সর্বাংশ কলায় পরিপূর্ণ হয়ে আবির্ভূত হলেন॥ বি০ ৭-৮॥

৯-১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ তমিতি যুগ্মকম্। বালকং মৃদুস্বল্পাকারতয়া বালকত্বেনৈব প্রতীয়মানং, শঙ্খাদীনি উদিতি ঝটিতি কংসাদিহিংসনজ্ঞাপনায় উদ্যতানি উৎকৃষ্টানি বা আয়ুধানি যস্য তম্; আয়ুধক্রমশ্চোক্তো গৌতমীয়ে বৃহদ্গৌতমীয়ে চ এতদ্ধ্যানকমন্ত্রবিশেষপ্রসঙ্গে—'দক্ষস্যোর্দ্ধে স্মরেচ্চক্রং গদাঞ্চ তদধঃকরে। বামস্যোর্দ্ধে শার্ঙ্গধনুঃ শঙ্খঞ্চ তদধঃ স্মরেৎ॥' ইতি। কিন্তু, 'শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম-শ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্' ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণাত্র শার্ঙ্গস্থানে পদ্মং জ্ঞেয়ম্, তত্র তু শার্ঙ্গোপদেশঃ উপাসনা বিশেষার্থমেব, ভগবতি তু সর্ব্বদা সর্ব্বসমাবেশাৎ নাসম্ভাবিতমিতি। সান্দ্রপয়োদাদপি সৌভগং বর্ণসৌন্দর্য্যং যস্য তম্; মহার্হং তত্রত্যরত্নেষ্বপি পরমোৎকৃষ্টং যদ্বৈদূর্য্যং বালবায়জাখ্যং নীল পীত-রক্ত-চ্ছবি-রত্ন, তদ্বিদ্যতে মধ্যে মহিষ্ঠতয়া যস্মিন্, তাদৃশস্য কিরীটস্য দ্বিষোর্দ্ধং কুণ্ডলয়োস্ত্বিষা অধঃকির্ম্মীরিত বহুলকুন্তলমিত্যর্থঃ। যদ্বা,

ত্বিষেতি টাবন্তং হলন্তাদ্বেতি বিধানাং দিশাদিবৎ। ততশ্চ মহাবৈদূর্য্যমিব কিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্ত-সহস্র-কুন্তলং যস্য তং, তদ্বন্নানাচ্ছবিতয়া শোভমান-কুন্তলবৃন্দমিত্যর্থঃ কিরীটং ত্রিকোণং পত্রাবলিরূপং, মুকুটন্তু সমস্তকচাবরকমিতি ভেদঃ। উদ্দামভিঃ তেজসাত্যুদ্ভটৈঃ কাঞ্চ্যাদিভিঃ কৃত্বা বিশেষতো রোচমানম্; যদ্বা,তৈরুপ-লক্ষিতং স্বত এব বিরোচমানং, কিন্তু স্বরূপলাবণ্যাদি-লব্ধধামভিরেব তৈঃ স্বয়মসৌ প্রতিভূষিতো ভবতীতি ভাবঃ। অতএব, ঘনতমস্যপি তাদৃশমৈক্ষত। বক্ষ্যতে চ—স্বরোচিষেতি। অত্র গৌতমীয়ে যদ্গরুড়োপরি নিবিষ্টত্বমষ্টমহিষী-সমাবৃতত্বম্, ব্রহ্মশিবাদিভিঃ স্তূয়মানত্বঞ্চোক্তং, তন্নোক্তং পিতৃভ্যামদৃষ্টত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্॥

৯-১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ 'তম্ ইতি' দুইটি শ্লোক—কোমল ছোট্ট আকার বলে বালকরূপেই প্রতীয়মান্ **উদায়ুধম্**- উদ্+আয়ুধম্'—কংসাদি-বধ জানাবার জন্য ঝটিতি শঙ্খাদি আয়ুধ উত্থাপন যাঁর সেই ভগবান্। অথবা, 'উদ্' পদে উৎকৃষ্ট—অর্থাৎ উন্নত বা উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী। দেবকীগর্ভজাত শ্রীভগবানের আয়ুধের ক্রম গৌতমীয় এবং বৃহৎ গৌতমীয়ে ইহার ধ্যান-মন্ত্র-বিশেষ প্রসঙ্গে—"উপরের দক্ষিণ হস্তে চক্র, নীচের দক্ষিণ হস্তে গদা, উপরের বামহস্তে শার্ঙ্গধনু এবং নীচের বামহস্তে শঙ্খ—এইরূপে স্মরণ করবে।" কিন্তু 'শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভায় সেবিত চতুর্ভুজ' এরূপ বলা আছে, সেই অনুসারে এখানে শার্ঙ্গধনু স্থানে পদ্ম জানতে হবে। ওখানে শার্ঙ্গধনুর স্মরণ উপদেশ, উপাসনা বিশেষার্থেই। শ্রীভগবানে সর্বদা সর্বসমাবেশ অসম্ভব নয়। **সান্দ্রপয়োদ সৌভগং**—ঘনমেঘ থেকেও শোভন—এইরূপ বর্ণসৌন্দর্য বিশিষ্ট। মহামূল্যবান মণিমুক্তাদিতে অলঙ্কৃত। তেজে অতি উদ্ভট কাঞ্চি প্রভৃতিতে বিশেষভাবে রমণীয়। অথবা, ঐ সব অলঙ্কার উদ্দেশ্য মাত্র, নিজে নিজেই অতি রমণীয়—কিন্তু কৃষ্ণের স্বরূপ লাবণ্যাদি থেকে প্রাপ্ত তেজরাশিতে উজ্জ্বল অলঙ্কারের দ্বারা স্বয়ম্ তিনি প্রতিভূষিত হন, এইরূপ ভাব। অতএব ঘন অন্ধ-কারের ভিতরেও তাদৃশ শোভমান্ দেখলেন তাকে শ্রীবসুদেব। অন্যত্রও উক্ত আছে, ১২ শ্লোকে 'স্বরো-চিষা' ইতি অর্থাৎ নিজ অঙ্গকান্তিতে ইত্যাদি—ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ তিনি ইত্যাদি॥ জী০ ৯-১০॥

[৯-১০ শ্রীজীব-ক্রমসন্দর্ভ ঃ **তমদ্ভুতমিতি**—সেই অদ্ভুত বালক—অদ্ভুত কেন? অঙ্গের পরিচ্ছদ সমূহ ঐ বালকের স্বরূপভূত। এই স্বরূপভূতত্বের লক্ষণ হল, তাঁর সহিত একই সঙ্গে এই পরিচ্ছদের আবির্ভাব॥ ক্রম০ ৯-১০॥

৯-১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তমদ্ভুতং বালকং বসুদেব ঐক্ষত ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। অদ্ভুতত্বে হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি অম্বুজেক্ষণমিত্যাদীনি। বৈদূর্য্যং নীলপীতরক্তচ্ছবিরত্ন তদ্যুক্তং কিরীটং ত্রিকোণ-পত্রাবলীরূপম্॥ বি০ ৯-১০॥

৯-১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সেই অদ্ভুত বালককে বসুদেব দেখলেন, এইভাবে ৯-১০ একসঙ্গে অন্বয় হবে। অদ্ভুতত্বের হেতুগর্ভ বিশেষণ, 'অম্বুজেক্ষণম্' কমলনয়ন ইত্যাদি। **বৈদূর্যকিরীট**—নীলপীত-রক্ত-কান্তিরত্ন খচিত কিরীট, ত্রিকোণ পত্রাবলী সদৃশ॥ বি০ ৯-১০॥

১১। স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং সুতং বিলোক্যানদুন্দুভিস্তদা।
কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমোঽস্পৃশন্মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্॥

১১। অন্বয় ঃ তদা (শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্তরং) বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনঃ সঃ আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) হরিং সুতং (পুত্রতাং প্রাপ্তং) বিলোক্য মুদা (হর্ষেণ) আপ্লুতঃ কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমঃ (কৃষ্ণাবতার জনিত পরমানন্দ চঞ্চল চিত্তঃ সন্)দ্বিজেভ্যঃ গবাং অযুতং অস্পৃশৎ (মনসৈব দত্তবান্)।

১১। মূলানুবাদ ঃ হরিস্বরূপ পুত্রমুখ দেখে বসুদেব বিস্ময়ে বিস্ফারিত-নয়ন হয়ে কৃষ্ণাবতার-উল্লাসে মনের ত্বরায় হর্ষজলে স্নাত হয়েই তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র ধেনু মনে মনে দান করলেন।

---

১১ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ স পরমভাগ্যবান্, হরিং কংসাদীনাং সর্ব্বজ্ঞানহরং ভগবন্তং, সুতং পুত্রতাং প্রাপ্তং বিলোক্য সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা, বিস্ময়েন বিকসিত-লোচনঃ সন্ তদা তৎক্ষণমেবাস্পৃশৎ অস্পর্শয়ং দানায় সংকল্পমকরোৎ। নন্থ কংসেন পীড়িতস্য হৃতসর্ব্বস্বস্য বদ্ধস্য সংকল্পোঽপি কথং ঘটেত? কথং বা স্নানং বিনৈব দানম্? তত্রাহ—কৃষ্ণেতি, কৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবস্বভাবেন য উৎসব উল্লাসস্তেন সম্ভ্রমো মনস্ত্বরা যস্য সঃ। ততো বিচারমপি ন কৃতবানিতি ভাবঃ। ততশ্চ মুদা ব্যাপ্তো বভূব, ক্ষণং মুগ্ধ ইবাসীদিত্যর্থঃ। যদ্বা, মুদা হর্ষ-পূর্ব্বকং স্নাতঃ সন্ কৃষ্ণেত্যাদিলক্ষণো ভূত্বাঽস্পৃশদিতি॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ স— পরমভাগ্যবান্ বসুদেব। **হরিং**—কংসাদির সর্বজ্ঞান হর ভগবানকে (দেখে ইত্যাদি) **সুতং বিলোক্য**—পুত্ররূপে জন্ম নিতে সাক্ষাৎ দর্শন করে বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়ন হয়ে **তদা**—তৎক্ষণাৎ-ই **অস্পৃশৎ**—দান করবার জন্য সঙ্কল্প করলেন। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা, কৃষ্ণের দ্বারা পীড়িত হৃতসর্বস্ব শৃঙ্খলিত বসুদেব সঙ্কল্পই বা করলেন কি করে? আর কি ভাবেই বা স্নান বিনা দান হতে পারে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **কৃষ্ণাবতরোৎসব ইত্যাদি**—কৃষ্ণ প্রাদুর্ভাব-স্বভাবে যে **উৎসব**—উল্লাস, তার দ্বারা **সম্ভ্রমঃ**—মনের ত্বরা যাঁর সেই বসুদেব; অতএব বিচারও কিছু করলেন না, এইরূপ ভাব। অতএব আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলেন—ক্ষণকাল মুগ্ধের মতো হয়ে পড়লেন। অথবা **মুদা**—হর্ষজলে স্নাত হয়ে দান করলেন॥ জী০ ১১॥

[১১। শ্রীজীব-ক্রমসন্দর্ভ ঃ **সুতং হরিং বিলোক্য**—আবতার-সামান্য জ্ঞানে নিজ পুত্রকে দেখলেন বসুদেব। অতঃপর তৃতীয় চরণে যে কৃষ্ণ শব্দটি দেওয়া হয়েছে, ইহা শ্রীশুকদেবের বাক্য, শ্রীবসু-দেবের মনের ভাব নয়। কৃষ্ণ পুঞ্জিভূত আনন্দস্বরূপ—বস্তুস্বভাবেই তার দর্শনে বসুদেবের চিত্তে যে অতি উল্লাস হেতু ত্বরার উদয় হয়েছিল, তা জানাবার জন্য এবং এই বালক সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান দেওয়ার জন্য শ্রীশুকমুনি 'কৃষ্ণ' বাক্যটি ব্যবহার করলেন এখানে॥ ক্রম০ ১১॥]

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ স বিস্ময়েত্যহো মহামুক্তমুনীন্দ্রাণামপি দুর্ল্লভদর্শনঃ পরমেশ্বরো মম পুনরবিদ্যাবদ্ধ জীবস্যাবিদ্যাবদ্ধজীবেন কংসেনাপি বহিরপি বদ্ধস্য গৃহেঽবতীর্য্য দৃশ্যো বভূবেত্যেকো বিস্ময়ঃ। সর্ব্বব্যাপকং পরং ব্রহ্মাপি মানুষগর্ভাদজনিষ্টেতি দ্বিতীয়ঃ। বিবিধাস্ত্রবস্ত্রকটককুণ্ডলকিরীটাদ্যলঙ্কারবিশিষ্ট

১২। অথৈনমস্তৌদবধার্য্য পূরুষং পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ॥

১২। অন্বয় ঃ ভারত (হে ভরত বংশাবতীর্ণ!) অথ (অনন্তরং) কৃতধীঃ (ভগবতি ন্যস্তচিত্তো বসুদেবঃ) এনং (বালকং) পরং পুরুষং (পরিপূর্ণতয়া অবতীর্ণং শ্রীভগবন্তং) অবধার্য্য (নিশ্চিত্য) গতভীঃ (বিগতভয়ঃ সন্) প্রভাববিৎ (ভগবৎ প্রভাবজ্ঞঃ) ন তাঙ্গঃ কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) স্বরোচিষা (নিজকান্ত্যা) সূতিকা-গৃহং বিরোচয়ন্তং (প্রকাশয়ন্তং তং বালকং) অস্তৌৎ (তুষ্টাব)।

১২। মূলানুবাদ ঃ হে পরীক্ষিৎ! অনন্তর শুদ্ধমতি ভগবৎ প্রভাবজ্ঞ শ্রীবসুদেব অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে নিজ অঙ্গজ্যোতিতে সূতিকা গৃহ উজ্জ্বলকারী ঐ বালককে পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ পরমেশ্বর মনে করে নির্ভয় চিত্তে স্তব করতে লাগলেন।

এব বালকো গর্ভান্নিষ্ক্রান্ত ইতি তৃতীয়ঃ। সাক্ষান্মহাভয়স্যাপি ভীষণ আদিপুরুষো ভগবানপি কংসভয়ভীতং মাং স্বপিতৃত্বেনাঙ্গীচক্রে ইতি চতুর্থঃ। হরিং সুতং বিলোক্যেতি তস্মিন্ স্বেষ্টদেবত্বপুত্রত্বয়োর্ভাবনা যৌগ্যপদ্যে-নৈব তস্যাভূদিতি ভাবঃ। কৃষ্ণাবতারেত্যহো সামান্য বালকস্যাপি জন্মনি পিতা দানধ্যানাদ্যুৎসবং করোতি, মম তু কৃষ্ণ এব পুত্রত্বেনাবতীর্ণঃ সম্প্রত্যহং কমুৎসবং করোমীতি প্রাপ্ত সম্ভ্রমঃ মুদা আপ্লুতঃ আনন্দসমুদ্রেণ নিমজ্জিতঃ সন্নস্পৃশৎ মনসা দদৌ। "বিশ্রাননং বিতরণং স্পর্শনং প্রতিপাদনম্" ইত্যভিধানাৎ স্পৃশি দানার্থ-কোঽপি জ্ঞেয়ঃ॥ বি০ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিস্ময় অহো মহামুক্ত মুনীন্দ্রগণেরও দুর্লভদর্শন পরমেশ্বর আমার এই মাংসচক্ষুর দৃশ্য হলেন, অহো এ কি এক অদ্ভুত ব্যাপার—একে তো আমি একটা অবিদ্যায় বদ্ধ জীব, তাতে আবার কংসের দ্বারা বহির্দেশেও অর্গলে বদ্ধ এই কারাগারে। সর্বব্যাপক পরব্রহ্ম হয়েও মানুষের গর্ভে জন্ম নিলেন, এ আর এক বিস্ময়। বিবিধ অস্ত্র-বস্ত্র-কটক-কুণ্ডল-কিরীটাদি অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করা অবস্থাতেই বালক গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, এ আর এক বিস্ময়। সাক্ষাৎ মহাভয়েরও ভয়স্বরূপ আদিপুরুষ ভগবানও কংসের ভয়ে আমাকে নিজ পিতৃত্বে অঙ্গীকার করলেন, এ চতুর্থ বিস্ময়। **হরিং সুতং বিলোক্য** এই যে এখানে হরি বলেই অমনি পুনরায় সুত বললেন—এতে বুঝা যাচ্ছে, এই বালকে বসু-দেবের নিজ ইষ্টদেব বুদ্ধি এবং পুত্রত্ব বুদ্ধি যুগপদ্ ই হয়েছিল। **কৃষ্ণাবতারোৎসব** অহো সামান্য প্রাকৃত বালকের জন্মেই পিতা দান ধ্যানাদি উৎসব করে থাকে, আমার তো সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ পুত্ররূপে—সম্প্রতি আমি কি উৎসব করতে পারি, এইরূপে সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয়ে আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ত মনে মনে দান করলেন॥ বি০ ১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অথানন্তরং সদ্য এবেত্যর্থঃ; পুরুষং পরমেশ্বরং, তত্রাপি পরং পরিপূর্ণতয়া অবতীর্ণম্ অবধার্য্য নিশ্চয়েন জ্ঞাত্বা; অত্র হেতুঃ—কৃতধীঃ তত্র ন্যস্তচিত্ত ইতি। ততশ্চ, তানি কৃতপ্রণামানি অঙ্গানি ভুজাদীনি যস্য সঃ, সাষ্টাঙ্গং প্রণম্য ইত্যর্থঃ; যদ্বা, অবনতশিরাঃ সন্, অবধারণে

শ্রীবসুদেব উবাচ।

১৩। বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দ স্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্॥

১৩ অন্বয় ঃ শ্রীবসুদেব উবাচ—ভবান্ সাক্ষাৎ প্রকৃতে পরঃ (প্রকৃতেঃ অপি অতীতঃ) পুরুষঃ কেবলানুভবানন্দ স্বরূপঃ (বিশুদ্ধানন্দময়ঃ) সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ (সর্ব্বান্তর্য্যামী) বিদিতোঽসি (ময়াজ্ঞাতঃ অসি)।

১৩। মূলানুবাদ ঃ শ্রীবসুদেব বললেন—আপনিই প্রকৃতিস্রষ্টা পুরুষ, পরব্রহ্মাখ্য নির্বিশেষ আত্মা এবং সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা। তাই আপনাকে স্বয়ং ভগবান্ বলে জানলাম। এরূপ হয়েও আমার এই মাংস চক্ষুতে ধরা দিয়েছেন। অহো আমার ভাগ্য।

হেত্বন্তরমপ্যাহ—স্বীয়েনাসাধারণেন মনোনয়নাহ্লাদকেন মিলিতার্কেন্দু-কোটি-তুল্যেনাপি রোচিষা তমো-ব্যাপ্তং সূতিকাগৃহমেব, ন তু তদ্বাহ্যং বিশেষেণ রোচয়ন্তং প্রকাশয়ন্তম্; এবমেকস্যৈব যুগপন্নিজতেজসঃ ক্বচি-দ্বিস্তারণেন, ক্বচিচ্চ সম্বরণেন পারমৈশ্বর্য্য-শক্তির্দ্যোতিতা। কীদৃশঃ সন্নস্তৌৎ? তত্রাহ—গতভীঃ অপগত-কংসভয়ঃ সন্। নন্বু স্তব-শব্দং কংসপ্রাহরিকাঃ শ্রোষ্যন্তীতি ভয়হেতুস্তস্যৈব, তত্রাহ—প্রভাবং তদৈশ্বর্য্যং বেত্তীতি তথা সঃ। কিং করিষ্যন্তি এতে বরাকাঃ? সোঽপি বা ইতি ভাবয়িত্বেতি ভাবঃ। ভারত হে ভরত-বংশ্যেতি শ্রীবসুদেব-ভাগ্যভরেণ প্রীত্যা সম্বোধয়তি। শ্লেষেণ ভাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশী কান্তিঃ হেতুগর্ভত এব তস্যাং রতেতি॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ "অথানন্তরং……তস্যাং রতেতি।" **অথ**—অনন্তর—সদ্য সদ্যই। **পুরুষং**—পরমেশ্বর। তাতেও আবার **পরং**—পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ **অবধার্য**—নিশ্চয়রূপে জেনে এখানে হেতু—**কৃতধীঃ**—সেই পরমেশ্বরে ন্যস্তচিত্ত। **নতাঙ্গ**—সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে। পরমেশ্বর বলে নিশ্চয় করার অন্য একটি হেতু বলা হচ্ছে—**স্বরোচিষা সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তং**—'স্ব'—স্বীয়েন—অসাধারণ মনোনয়ন আহ্লাদক মিলিত-সূর্যচন্দ্র-কোটি তুল্য অঙ্গজ্যোতি দ্বারা অন্ধকারে ঢাকা সূতিকাগৃহ **বিরোচয়ন্তম্**—বিশেষভাবে আলোকিত করে তুললেও বাইরে বিশেষ কোন তেজ প্রকাশিত হল না—এইরূপে একেরই যুগপৎ নিজ তেজের কোথাও বিস্তারের এবং কোথাও সম্বরণের দ্বারা পরমঐশ্বর্যশক্তি প্রকাশই হল, এটাই পরমেশ্বর বলে নিশ্চয় করার হেতু। **ভারত**—হে ভরতবংশ সম্ভূত, শ্রীবসুদেবের ভাগ্য-ভর হেতু প্রীতির উদয়ে রাজা পরীক্ষিতকে এই সম্বোধন। অথবা, ভাঃ+রত—শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ কান্তি হেতু গর্ভ থেকেই রাজা পরীক্ষিত ঐ শ্যামলিমায় অনুরক্ত, তাই তাকে বলা হল 'ভারত'॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কৃতধীস্তস্মিন্নেব যোগ্যপত্যেন কৃতৈশ্বর্য্যবাৎসল্যবুদ্ধিঃ। গতভীঃ প্রভাব-বিদিতি। হন্ত হন্তাস্মিন্নপ্যঙ্গেকংসঃ সহসাগত্যাস্ত্রং প্রযোক্ষ্যতীতি পুত্রবুদ্ধ্যা যদ্ভয়মুদ্বভূব তদৈশ্বর্য্যবুদ্ধ্যা প্রভাব-জ্ঞানেন গতমিত্যর্থঃ॥ বি০ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃতধীঃ—সেই বালকেই যুগপৎ ঐশ্বর্যবাৎসল্য বুদ্ধিকারী। **গতভী প্রভাববিৎ**—হায় হায় এই সুকোমল অঙ্গেও সহসা এসে কংস অস্ত্র চালাবে, এইরূপে পুত্রবুদ্ধিতে যা ভয় হল, তা দূর হল ঐশ্বর্য বুদ্ধিতে প্রভাব জ্ঞান আসাতে॥ বি০ ১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ বিদিত ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতং, তত্র কথমিতি কিংপ্রকারক ইত্যর্থঃ; ভবান্ ইত্যাদৌ হেতুরূপে বাক্যান্তরে তত্তল্লক্ষণদৃষ্ট্যা পরমপুরুষত্বেন সিদ্ধো ভবান্ প্রকৃতেঃ পর ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। নন্বিত্যাদৌ নন্থ তর্হি আশ্চর্য্যবৎ কথং বিদিতোঽসীতি বদসি? পুরুষস্য প্রকৃতেরন্যত্বং প্রসিদ্ধমেবেত্যত আহ—সাক্ষাদিতি। যদ্বা, পরমদুর্ল্লভস্যাপি সাক্ষাৎপ্রাপ্ত্যাতিপ্রহৃষ্যন্নাহ—বিদিতোঽসীতি; ময়াদ্য ত্বমুপলব্ধোঽসীত্যর্থঃ। বেদনপ্রকারমেবাহ—যঃ প্রকৃতেঃ পরঃ প্রকৃতিদ্রষ্টা পুরুষঃ স ভবান্, তথা যঃ কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরব্রহ্মাখ্যো নির্বিশেষ আত্মা, সোঽপি ভবান্, যশ্চ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা, সোঽপি ভবানিতি তত্তদ্রূপকত্বাৎ স্বয়ং ভগবত্ত্বেন বিদিতোঽসীত্যর্থঃ। তত্রাপি সাক্ষাদ্বিদিতোঽসি, চক্ষুষা দৃষ্টোঽসীত্যহো মম ভাগ্যমহিমেতি ভাবঃ॥ জী॰ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বিদিত ইতি—স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন—সেই ব্যাখ্যার 'কথং' পদের অর্থ কি প্রকার—কি প্রকারে তাকে বিদিত হলেন? এরই উত্তরে, সেই সেই লক্ষণ দেখে বুঝলাম পরমপুরুষগুণে সিদ্ধ আপনি প্রকৃতির অতীত। আচ্ছা তা হলে আশ্চর্যবৎ কি প্রকারে জানলেন? এরই উত্তরে, পুরুষের প্রকৃতির অতীত বলে প্রসিদ্ধ আপনি কি করে প্রাকৃত চক্ষু-গোচর—ইহা আশ্চর্যই বটে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সাক্ষাৎ। পরমদুর্লভ হলেও তারই সাক্ষাৎ লাভে অতিশয় আনন্দিত হয়ে বললেন—বিদিতোঽসি ইতি। আপনি আমার বিদিত হলেন অর্থাৎ আমি আজ আপনাকে উপলব্ধি করলাম। এই উপলব্ধির রীতি বলা হচ্ছে—**প্রকৃতে পরঃ**—যিনি প্রকৃতি দ্রষ্টা পুরুষ তিনি আপনিই। তথা যিনি (,কবলানুভবস্বরূপঃ) পরব্রহ্মাক্ষ নির্বিশেষ আত্মা তিনিও আপনিই। যিনি **সর্ববুদ্ধিদৃক্** সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা তিনিও আপনিই। সেই সেই রূপ হওয়াতে স্বয়ংভগবান্ বলে আপনাকে জানলাম। এরূপ স্বয়ংভগবান্ হলেও **সাক্ষাৎ বিদিতোঽসি**—অর্থাৎ আমার এই চর্মচক্ষুতে দৃষ্ট হলেন—অহো আমামার ভাগ্যমহিমা॥ জী॰ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ হে ভগবংস্ত্বং মামেবং নিজ স্বরূপং যর্দ্দর্শয়সি তস্যায়মভিপ্রায়ঃ মৎপিতা মদর্থং কংসাদ্বিভেতি তন্মামীশ্বরং প্রতীত্য নির্ভয়ো ভবত্বিতি তৎ সত্যং ত্বয়ীশ্বরত্বেন মম প্রতীতির্জাতৈব ইত্যাহ। বিদিতোসি। কাদৃশত্বেনেতি চেদত আহ যঃ প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষস্তদীক্ষণকর্ত্তা স ভবানেব যঃ কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরব্রহ্মাখ্য আত্মা স ভবান্ যঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ সর্ব্বান্তর্য্যামী সোঽপি ভবান্ সাক্ষাদেব স্বয়ং ভগবত্ত্বেনৈব ইতি সর্ব্বমহং জানাম্যেবেত্যর্থঃ॥ বি॰ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হে ভগবন্! আপনি আমাকে এইরূপ নিজস্বরূপ যা দেখালেন, তার অভিপ্রায় এইরূপই হবে—'আমার পিতা আমার জন্য কংস সম্বন্ধে ভয় করছেন, অতএব সেই আমাকে ঈশ্বর-প্রতীতি করে নির্ভয় হউন।' আপনার এই অভিপ্রায়ই সত্য হলো, আপনাতে ঈশ্বর বুদ্ধি আমার নিশ্চয় হল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বিদিতোঽসি অর্থাৎ তোমাকে জানতে পারলাম—কিদৃশ ভাবে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষঃ**—প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা কারণোদশায়ী যিনি তিনি আপনিই। **কেবলানুভবানন্দস্বরূপ**—পরব্রহ্মাখ্য আত্মা যিনি, তিনি আপনিই। যিনি **সর্ববুদ্ধিদৃক্**—সর্বান্তর্যামী তিনিও আপনিই—যেহেতু আপনি স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ—এ সবকিছুই আমি জানি॥ বি॰ ১৩॥

১৪। স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥

১৪। অন্বয় ঃ স এব ত্বং স্বপ্রকৃত্যা (নিজাধীনয়া মায়য়া) অগ্রে ইদং (বিশ্বং) ত্রিগুণাত্মকং সৃষ্ট্বা তদনু (তৎপশ্চাৎ) অপ্রবিষ্টঃ হি প্রবিষ্ট ইব (অন্তর্যামিত্বাৎ তদ্গতঃ ইবঃ) ভাব্যসে (লক্ষ্যসে)।

১৪। মূলানুবাদ ঃ পূর্ব শ্লোকে যার স্বরূপ বলা হল সেই আপনি নিজ মায়া দ্বারা এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্টি করবার পর এতে অপ্রবিষ্ট ও প্রবিষ্ট উভয়রূপেই প্রতীত হন।

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তত্র দৈন্যেন তস্মিন্ নিজপুত্রত্বাপলপনায় 'সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা' (শ্রীভা০ ১০।২।১৯) ইতি। 'দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্' (শ্রীভা ১০।২।৪১) ইত্যাদি-লব্ধমপি তৎপ্রবেশং বারয়তি—স এবেতি চতুর্ভিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বব্যাপকস্য তবাত্র সম্প্রতি প্রকাশ এব ন তু প্রবেশ ইতি তাৎপর্য্যম্; বাস্তবার্থত্বেবং ন কেবলং সাক্ষাৎপ্রাপ্তোঽসি, অপি তু পুত্রতয়াপীত্যাশয়েনাহ—স ইতি,স এব পূর্ব্বোক্তমদনুভবরীত্যানেনৈব রূপেণ স্বয়ং ভগবদ্রূপ এব ত্বং, ততো হেতোরপ্রবিষ্টঃ অসম্ভাবিত-প্রবেশ ইত্যর্থঃ। 'পরাজেরসোঢ়ঃ,' ইতিবন্নিষ্ঠার্থ বৈশিষ্ট্যং তথাভূতোঽপি স্বপ্রকৃত্যা প্রেমবশত্বেন পরমাচিন্ত্য-শক্তিত্বেন চ নিজস্বভাবেনেদং দেবক্যুদরং হি নিশ্চিতং প্রবিষ্টো ভাব্যসে ক্রিয়সে। তত্র দৃষ্টান্তঃ—অগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ কারণার্ণবশায়িরূপেণ ত্রিগুণাত্মকং ব্রহ্মাণ্ডং সৃষ্ট্বা গর্ভোদকশায়িরূপেণানু পশ্চাৎ তদিবেতি। অত্র সামান্যতোঽয়ং ভাবঃ বক্ষ্যমাণানুসারেণাযোগ্যেঽপি তত্র যদি প্রবিষ্টস্তদাত্র যোগ্যে কিমুতেতি। বিশেষতঃ স্বয়ং ব্রহ্মাদিভক্ত্যা তৎপ্রবেশে সত্যপি ব্রহ্মাণ্ডস্য জড়ত্বেন ত্বৎপ্রেমাভাবাৎ প্রাকৃতগুণময়ত্বেন তৎস্পর্শিত্বাভাবাচ্চ তত্রোদাসীন এবাসি, অতঃ প্রবিষ্টোঽপ্যপ্রবিষ্ট এব, অন্যাস্তু তদ্বৈপরীত্যাদস্ত্যেব তত্তদ্যোগ্যতেতি, তদ্বদেব চ মমেতি, স্ববিগ্রহ-প্রবিষ্টত্বেন পুত্রতয়াপি ত্বং প্রাপ্তোঽসীতি অতএব যদ্বা, তদনু হি নিশ্চিতমপ্রবিষ্টত্বম্, ইদন্তু প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে, যথা অন্যত্রান্যঃ প্রবিষ্টো ভবতি, তথৈব ক্রিয়সে ইতি। এতদুক্তং ভবতি—'ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্' (শ্রীভা ১০।৯।১৩) ইত্যাদিরীত্যা পরমকারণতত্ত্বৈকরূপমপি বিভুমপি নিজ-বিগ্রহং নিজজনপ্রেম্ণা স্বল্পদেশ-মধ্যস্থিতমেব সন্দর্শয়সি, তেন চানন্দয়সি ব্রহ্মানুভবিনোঽপীতি; অন্যথানুপ-পত্ত্যা মণিমন্ত্র-মহৌষধাদিবৎ কাপ্যচিন্ত্যশক্তিরেব নিমিত্তমুপপদ্যতে, তয়ৈব নিজজনাদিপ্রেমপ্রবর্ত্তিতয়া লোক-বল্লীলাকৈবল্য-বিনোদশীলশালিনস্তব প্রবেশোঽপি সম্পাদিতস্তথা পুত্রভাবোঽপীতি, তত এব ভগবতো বরা-দিকং চ নির্ব্যূঢ়মিতি জ্ঞেয়ম্; অত্র শ্রীদেবক্যা তদর্থমস্মিন্নেব জন্মনি ব্রতং বিধায় তস্মাত্ত্বদ্বরো লব্ধ ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্ম-প্রসিদ্ধিশ্চানুস্মর্ত্তব্যা॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বলেছেন—'সর্বজগতের আধার শ্রীভগবানকে দেবকীদেবী গর্ভে ধারণ করে তাঁর আধার হয়েছেন।'—ভা০ ১০।২।১৯। "হে মাতঃ! পরব্রহ্ম গোবিন্দ আপনার গর্ভে প্রবেশ করেছে।"—ভা০ ১০।২।৪১। এই সব শ্লোকে কৃষ্ণের দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করার কথা থাকলেও শ্রীবসুদেব নিজ দৈন্যে ঐ কৃষ্ণে নিজ পুত্রত্ব অস্বীকার করার জন্য দেবকী গর্ভে কৃষ্ণের প্রবেশ নিষেধ করছেন—'স এব ইতি,' এই চারটি শ্লোকে।

আপনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্, তা আমি জানতে পেরেছি। ভগবান্ বলে আপনি সর্বব্যাপক। সর্বব্যাপক আপনার এই কারাগারের ভিতর সম্প্রতি এই যে উপস্থিতি একে প্রকাশই বলা ঠিক—প্রবেশ নয়। বাস্তবার্থ কিন্তু এইরূপ—কেবল যে সাক্ষাৎ প্রাপ্তই হলাম, তাই নয়, কিন্তু পুত্ররূপেও প্রাপ্ত হলাম—এই আশয়ে বলা হচ্ছে স ইতি—**স এব**—আমার পূর্বোক্ত অনুভব রীতিতে এই বালকরূপেই আপনি স্বয়ং ভগবান্। সেই হেতু 'অপ্রবিষ্ট' পদের ব্যবহার—সর্বব্যাপক আপনার সম্বন্ধে 'প্রবেশ' পদটি সমুচিত হয় না। তথাভূত হলেও নিজ প্রকৃতিতে প্রেমবশ্যতা এবং পরম অচিন্ত্যশক্তিশালি থাকা হেতু নিজ স্বভাবে এই দেবকী উদরে নিশ্চয়ই প্রবেশ করেছেন। এখানে দৃষ্টান্ত—অগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ ইত্যাদি। 'অগ্রে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে কারণার্ণবশায়িরূপে ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে গর্ভোদশায়িরূপে তার মধ্যে পরে প্রবেশ হয়।' এখানে যদি প্রবেশ হতে পারে, তবে স্বয়ং ভগবানের যে এই কারাগারে প্রবেশ হতে পারে, এতে আর বলবার কি আছে। এখানে বিশেষ কথা হচ্ছে, স্বয়ং ব্রহ্মাদির ভক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ হলেও ব্রহ্মাণ্ড জড় বলে তার প্রেমের অভাব হেতু ও তাতে প্রাকৃত গুণময় ভাব থাকা হেতু উহাতে শ্রীভগবানের স্পর্শ হয় না, এখানে থাকেন উদাসীন ভাবে—অতএব এ ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট। কিন্তু দেবকীর এ ক্ষেত্রে ইহার বিপরিত ভাব—দেবকী বাৎসল্যপ্রেমাধার, তাই এক্ষেত্রে সেই সেই যোগ্যতা বিদ্যমান। আমার ক্ষেত্রেও ঐ একই প্রকার। কাজেই এখানে নিজ বিগ্রহের সাক্ষাৎ ভাবেই প্রবেশ। পুত্রভাবেই প্রাপ্ত হই আমরা।

অতএব 'তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ'—সৃষ্টির পর ব্রহ্মাণ্ডে আপনার প্রবেশ নিশ্চয়ই হয় না—'ইদন্তু প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে'—এই দেবকীর ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ ভাবেই প্রবেশ করেন, যেমন না-কি অন্য কোনও স্থানে অন্য ব ক্তি প্রবেশ করে।

শাস্ত্রে এইরূপ আছে—'ন চান্তর্ন বহির্যস্য'—শ্রীভা০ ১০।৯।১৩। অর্থাৎ 'যাঁর ভিতর-বাইর নেই পূর্ব-পর নেই সেই তাঁকে মা যশোদা বন্ধন করলেন।' ইত্যাদি অনুসারে পরমকারণতত্ত্বৈকরূপ হয়েও বিভু হয়েও নিজজনপ্রেমে নিজবিগ্রহ স্বল্প পরিমিত দেশের মধ্যেই অবস্থিত ভাবেই দেখান—আর এতে ব্রহ্মানুভবীগণকেও আনন্দিত করেন। অন্যথানুপপত্তি ন্যায়ে মণিমন্ত্র-মহৌষধি প্রভৃতির মতো কোনও এক অচিন্ত্য শক্তিই নিমিত্ত বলে প্রতিপাদিত হয়। এই শক্তিদ্বারাই নিজজনাদিতে প্রেম প্রবর্তিত হওয়ায় লোকবৎ-লীলাকৈবল্য-বিনোদ-স্বভাবশালী আপনার প্রবেশও সম্পাদিত হয়, তথা পুত্র ভাবও, সুতরাং ভগবানের বরাদিও পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি হল, জানতে হবে। এ ক্ষেত্রে শ্রীদেবকী শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে পাওয়ার জন্য এই জন্মেই ব্রত করে শ্রীভগবান্ থেকে বর লাভ করেছেন—শ্রীবিষ্ণুধর্ম প্রসিদ্ধি স্মরণ করা দরকার এ বিষয়ে ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নন্বু ভোস্তাত ত্বদগৃহে প্রবিষ্টং মাং পরিচ্ছিন্নমেব জাতমেব জানাসি অতঃ কিমপি মে তত্ত্বং ন জানাসীত্যাশঙ্ক্য স্বজ্ঞানমাবিস্কুর্ব্বন্নাহ স এব উক্ত স্বরূপ এব ত্বং স্বপ্রকৃত্যা স্বীয় প্রধানশক্ত্যা ইদং জগৎ সৃষ্ট্বা তদনু অপ্রবিষ্ট ইব চ ভাব্যসে নিরুপ্যসে। জগতোঽন্তরুপলভ্যমানত্বাৎ অপ্রবিষ্ট ইব নত্বপ্রবিষ্টঃ বহিশ্চোপলভ্যমানত্বাৎ প্রবিষ্ট ইব ন তু প্রবিষ্টঃ ইত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বত্র

১৫। যথেমেঽবিকৃতা ভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ।
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি॥
১৬। সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব।
প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ॥

১৫-১৬। অন্বয় ঃ যথা ইমে (মহদাদয়ঃ) অবিকৃতাঃ ভাবাঃ পৃথগ্‌ভূতাঃ নানাবীর্য্যাঃ তথা (শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমেণ) বিকৃতৈঃ (ষোড়শ বিকারৈঃ) সহ সন্নিপত্য (মিলিত্বা) বিরাজং (ব্রহ্মাণ্ডং) জনয়ন্তি হি তে (মহদাদয়ঃ (ষোড়শবিকারাশ্চ) সমুৎপাদ্য (ব্রহ্মাণ্ডং রচয়িত্বা) অনুগতাঃ (ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্টাঃ) ইব (দৃশ্যন্তে প্রাগেব বিদ্যমানত্বাৎ (কারণরূপেণ বিদ্যমানত্বাৎ) তেষাং (মহদাদীনাং) ইহ (স্বরচিত ব্রহ্মাণ্ডে) ন সম্ভবঃ (প্রবেশো ন ঘটতে)।

১৫-১৬। মূলানুবাদ ঃ (উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত—) যেমন অবিকৃত মহদাদি তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েও প্রবিষ্‌ট নয় ও জাতবৎ প্রতীত হয়েও জাত নয়, আপনিও ঠিক তেমনই। পরস্পর বিসদৃশস্বরূপ হয়েও ও পরস্পর অমিলিতা হয়েও সেই মহদাদি তত্ত্ব পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সহ চৈতন্য-প্রেরণায় মিলিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে। সৃজন করবার পর মহদাদি তত্ত্ব এই পৃথিব্যাদিতে প্রবিষ্‌টের মতো দৃষ্‌ট হয়। কিন্তু বস্তুতঃ প্রবিষ্‌ট নয়; কারণ তাদের অস্তিত্ব বাইরেও বর্তমান থাকে। তথা মহদাদি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান বলে সমুদ্ভূতের মতো দৃষ্‌ট হলেও বস্তুতঃ সমুদ্ভূত নয়। এখানে তাদের কারণ থেকে কার্যরূপে অভিব্যক্তি মাত্র।

বর্ত্তমান ত্বং মদ্‌গৃহে প্রবিষ্‌ট ইব ন তু প্রবিষ্‌টঃ। সর্ব্বদৈব বর্ত্তমানস্ত্বং জাত ইব ন তু জাতস্তেন চ সর্ব্ব-ব্যাপক মূর্ত্তেস্তব কংসঃ কিমপি কর্ত্তুং ন শক্নুয়াদিতি জানাম্যেবেতি ভাবঃ॥ বি॰ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পুত্রটি যেন প্রশ্ন উঠালো, ওগো পিতা, আপনার গৃহে প্রবিষ্‌ট আমাকে সীমাবদ্ধ এবং মাতৃগর্ভ থেকেই জাত বলে আপনি বিদিত, অতএব আমার তত্ত্বের কিছুই আপনার জানা হয় নি, এরই উত্তরে শ্রীবসুদেব নিজের জ্ঞান প্রকাশ করে বললেন—স এব ইতি। **স এব** —আপনার স্বরূপ তত্ত্ব যা বললাম তা এইরূপই। উক্ত স্বরূপ আপনি **স্বপ্রকৃত্যা**—স্বীয় প্রধান শক্তিদ্বারা এই জগত সৃষ্টি করত তৎপর তাতে অপ্রবিষ্‌টের মতো এবং প্রবিষ্‌টের মতো, এই উভয় রূপেই দৃষ্‌ট হচ্ছেন—জগতের ভিতরে উপলব্ধ হন, সেই হেতু সেখানে প্রবেশ নেই ঠিক এ কথা বলা যায় না, কাজেই সোজা-সোজি 'অপ্রবিষ্‌ট' না বলে অপ্রবিষ্‌টের মতো, এরূপ বলা হল। এবং জগতের বহির্দেশেও দৃষ্‌ট হল, সেই হেতু সেখানেও প্রবেশ নেই ঠিক এ কথাও বলা যায় না, কাজেই প্রবিষ্‌টের মতো, এরূপ বাক্য ব্যবহার করা হল। এইরূপেই সর্বত্র বর্তমান আপনি আমার এই গৃহে প্রবিষ্‌টের মতো, এইরূপই বলা যায় কিন্তু ঠিক প্রবিষ্‌টই যে এরূপ বলা যায় না। আরও, সর্বদাই বর্তমান্ আপনাকে জাতর মতো, এরূপই বলা যেতে পারে কিন্তু আপনি জাত হলেন এরূপ বলা যাবে না। অতএব সর্বব্যাপক আপনার এই বিগ্রহের কংস কিছুই করতে পারবে না, এই আমি জানি॥ বি॰ ১৪॥

১৭। এবং ভগবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈর্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্‌গুণাগ্রহঃ।
অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ॥

১৭। অন্বয় ঃ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈঃ (বুদ্ধ্যা রূপাদিজ্ঞানেন অনুমেয়ং লক্ষণং স্বরূপং যেষাং তৈঃ) গুণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) গ্রাহ্যৈঃ সন্ অপি (স্থিতোঽপি) তদ্‌গুণাগ্রহঃ (তৈঃ গুণৈঃ সহ ন গৃহ্যতে) ভবান্ এবং (পূর্ববৎ) সর্ব্বস্য (সর্ব্বলোকস্য) সর্ব্বাত্মনঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামিণঃ আত্মবস্তুনঃ (স্বরূপভূতস্য) তে অনাবৃতত্বাৎ (সর্ব্বত্রাবস্থিতত্বাৎ) ন বহিঃ অন্তরম্ (বাহ্যং অভ্যন্তরঞ্চ ন তব প্রবেশঃ সম্ভবতি)।

১৭। মূলানুবাদ ঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিজের প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট জগতে প্রবিষ্ট হয়েও একমাত্র বুদ্ধিদ্বারা অনুমেয় স্বরূপ নিজ ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের সহিত সদা বিরাজমান হয়েও প্রকৃতির গুণাবলী গ্রহণ করেন না, কারণ প্রকৃতির গুণে অনাবৃত থাকাই আপনার স্বভাব। অতএব আপনার বহিরন্তর জুরে কোথাও প্রকৃতির গুণ নেই। সর্বান্তর্যামী আপনারই যে কেবল প্রকৃতির গুণ নেই, তাই নয়। আপনার নিজ ধাম ভক্তাদি কারোরই নেই।

১৫-১৬। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অন্যত্র মহদাদীনামিব ভবতঃ সুতরাং প্রবেশোঽপি ন সম্ভবেদিত্যাহ যথেতি যুগ্মকেন। বহির্গতস্যান্তর্গমনমেব প্রবেশঃ, পূর্ব্বং বিদ্যমান এব হি কারণে কার্য্যাংশাভিব্যক্তিশ্চেতি ন তেষাং প্রবেশ ইত্যর্থঃ॥ জী০ ১৫-১৬॥

১৫-১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অন্যত্র মহদাদির যেমন প্রবেশ সম্ভব হয় না, আপনারও সেই কারণে প্রবেশ সম্ভব নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যথেতি দুশ্লোক। বাইরে স্থিত জনেরই ভিতরে আগমন হলে বলা হয় 'প্রবেশ'। পূর্ব থেকেই কারণরূপে বিদ্যমান্ মহদাদিরই কার্যাংশরূপে অভিব্যক্তি হল ব্রহ্মাণ্ড, কাজেই এখানে মহদাদির ক্ষেত্রে প্রবেশ পদটি ব্যবহার করা ঠিক হয় না॥ জী০ ১৫-১৬॥

১৫-১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা ইমে অবিকৃতা ভাবা মহদাদয়ো ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্টা অপি নঃ প্রবিষ্টাঃ তত্র পুনর্জাতবৎ প্রতীতা অপি ন জাতা স্তথৈব ত্বমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি, তে অবিকৃতাঃ বিকৃতৈঃ ষোড়শবিকারৈঃ সহ নানা বীর্য্যাঃ পরস্পর বিসদৃশস্বরূপা অপি পৃথগ্‌ভূতাঃ পরস্পর মিলিতা অপি সন্নিপত্য চৈতন্য-প্রেরণবশান্মিলিতীভূয় বিরাজং জনয়ন্তি। ততশ্চ বিরাজং সমুৎপাদ্য অনুগতা ইব তত্র প্রবিষ্টা ইব দৃশ্যন্তে ন তু প্রবিষ্টাঃ। তদ্বহিরপি তেষাং বর্তমানত্বাদিত্যর্থঃ। তথা তত্র বিরাজি সমুদ্ভূতা ইব দৃশ্যন্তে ন তু সমুদ্ভূতাস্তত্র হেতুমাহ প্রাগেবেতি ইহ বিরাজি সম্ভব উৎপত্তিঃ॥ বি০ ১৫-১৬॥

১৫-১৬শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এখানে দৃষ্টান্ত যেরূপ এই অবিকৃত ভাব মহদাদি (সত্ত্ব-রজো তমো এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি প্রকৃতি হতে মহত্তত্ত্ব' অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব; তৎপরে অহঙ্কারাদির সৃষ্টি - এই মহত্তত্ত্ব থেকে সৃষ্টিপ্রবাহ) ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট ও সেইস্থানে পুনরায় জাতবৎ প্রতীত হয়েও জাত নয়, আপনিও ঠিক সেইরূপ। এই দৃষ্টান্তটিকে বিস্তার করা হচ্ছে - **তে অবিকৃতৈ সহ ইত্যাদি**—'তে' সেই অবিকৃত তত্ত্ব মহদাদি 'বিকৃতৈঃ' পৃথিবী প্রভৃতি ষোড়শ বিকারের সহিত **নানাবীর্য্যাঃ**

—পরস্পর বিসদৃশ স্বরূপ হয়েও **পৃথক্‌ভূতা**—পরস্পর অমিলিতা হয়েও **সন্নিপত্য**—চৈতন্য-প্রেরণাবশে মিলিত হয়ে **বিরাজং**—ব্রহ্মাণ্ড (উৎপাদন করে)। অতঃপর ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপাদন করত **দৃশ্যন্তে অনুগতা ইব**—মহদাদি সেখানে প্রবিষ্টের মতো দৃষ্ট হয় কিন্তু বাইরেও তাঁদের বিদ্যমানতা হেতু আসলে ঠিক প্রবিষ্ট নয়, এইরূপ ভাব। তথা মহদাদি ব্রহ্মাণ্ডে সমুদ্ভূতার মতো দেখা গেলেও বাস্তবিক পক্ষে ঠিক সমুদ্ভূতা নয়। 'ইব' অর্থাৎ 'মতো' শব্দটি ব্যবহারের হেতু 'প্রাগেব ইত্যাদি' অর্থাৎ পূর্ব থেকেই তাদের কারণরূপে অবস্থিতি ॥ বি॰ ১৫–১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ ভবতস্তু পরমকারণত্বেন ন সুতরাং প্রবেশো, ন চ স্পর্শ ইত্যাহ—এবমিতি। তস্মাদেবম্ভূতস্য তব সাক্ষাদ্‌যোঽয়ং প্রকাশঃ, সোঽপি তব পরমপ্রসাদময় ইতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র গুণৈরিতি বিশেষণভেদেনার্থভেদাৎ দ্বিধা ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা, অত্রৈবার্থবিশেষেণ প্রেমবশ্যত্বাদি-গুণশীলত্বং যোজয়তি, এবমুক্তপ্রকারেণ প্রেমবশ্যত্বাদিভির্গুণৈঃ সহ নিত্যবর্ত্তমানোঽপি তেষু গুণেষু আগ্রহঃ পুনঃ পুনরাসক্তির্যস্য তথাভূতো ভবান্ ভবতি। কথম্ভূতৈঃ? বুদ্ধ্যনুমেয়মেব, ন তু প্রাপ্যং লক্ষণং স্বরূপং যেষাং তৈঃ 'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে' (শ্রীশ্বে ৬।৮) ইতি শ্রুতেঃ। তত্র হেতবঃ,শ্রীসর্ব্বস্যেত্যাদয়ঃ, সর্ব্বময়স্য সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বচেতয়িতুঃ সর্ব্বব্যাপকস্য বা, আত্মনা স্বয়মেব, বস্তুনস্তস্য স্বতঃ পরমপুরুষার্থস্বরূপস্যেত্যর্থঃ; তথাপি তদ্‌গুণাগ্রহ ইতি সততভক্তপ্রেমবশত্বেন সততাশেষসদ্‌গুণাভিব্যঞ্জকত্বং দর্শিতং,তত আবয়োর্যৎ পুত্রতয়া প্রবিষ্টঃ প্রাপ্তোঽসি চ, তদ্ভবতো যুক্তমেব, তদেব চাবয়োরপি পরমফলমিতি ভাবঃ ॥ জী॰ ১৭ ॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আপনি পরম কারণ, তাই আপনার প্রবেশ বলে কিছু নেই স্পর্শও নেই। তাই বলা হচ্ছে এবমিতি। সুতরাং উক্ত প্রকার আপনার এই যে সাক্ষাৎ প্রকাশ—সেও আপনার পরম প্রসাদময়। এখানে **গুণৈঃ ইতি**—বিশেষণ-ভেদে অর্থভেদ হেতু পূর্বে যে ব্যাখ্যা করেছেন স্বামিপাদ, তার থেকে অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে এখানে। 'গুণ শব্দের অর্থবিশেষে শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতাদি গুণশীলতা অর্থ ধরে ব্যাখ্যা এরূপ হবে, যথা—প্রেমবশ্যতাদি গুণের সহিত আপনি নিত্য বর্তমান হলেও **তদ্‌গুণাগ্রহঃ** সেইসব গুণে আগ্রহ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আসক্ত জনের মতো হয়ে যান আপনি। এই গুণ কি প্রকার? ইহা বুদ্ধিদ্বারা অনুমেয় মাত্রই হতে পারে, কিন্তু আয়ত্তের মধ্যে আসে না, এইরূপ স্বরূপ যাদের সেই সকল গুণ; (এদের সহিত সংযুক্ত হয়েও ইত্যাদি)।

"শ্রীভগবানের সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না"—শ্রুতি। এ বিষয়ে হেতু **সর্বস্য ইত্যাদি**—আপনি সর্বময় **সর্বাত্মনঃ**—সবকিছু চেতনা দানের জন্য সর্বব্যাপক **আত্মবস্তুনঃ**—এবং স্বতঃ পরম পুরুষার্থ স্বরূপ, তথাপি 'তদ্‌গুণাগ্রহঃ'—এইরূপ আপনার সতত ভক্তপ্রেমবশ্যত্ব হেতু সতত অশেষ সদ্‌গুণ-প্রকাশ-স্বভাব দেখান হল। অতএব এই আমাদের দুজনের যে আপনি পুত্রতা প্রাপ্ত হয়েছেন, তা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্তই হয়েছে। ইহাই আমাদেরও পরম ফল ॥ জী॰ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চেমে তত্তদ্‌গুণৈর্লিপ্তা এব ভবান্তং কারণত্বেন প্রবিষ্টোঽপ্যলিপ্ত এবেত্যাহ। এবং ভবান্ স্বপ্রকৃত্যা সৃষ্টে জগতি প্রবিষ্টোঽপি বুদ্ধ্যা অনুমেয়মেব লক্ষণং যেষাং তৈঃ

১৮। য আত্মনোদৃশ্যগুণেষু সন্নিতি ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং সম্যগ্যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্॥

১৮। অন্বয় ঃ যঃ পুমান্ আত্মনঃ দৃশ্যগুণেষু (দেহাদিষু) স্বব্যতিরেকতঃ (আত্মব্যতিরেকেন পৃথক্) সন্নিতি (অয়ং দেহাদি আত্মনঃ পৃথক্ ইতি) ব্যবস্যতে (নিশ্চিনোতি) সঃ] অবুধঃ; যতঃ মনীষিতং (বিচারিতং) তৎ (দেহাদি) অনুবাদং (বাচারম্ভণমাত্রং) বিনা ন চ সম্যক্ (যথার্থবস্তু) [অতঃ ত্যক্তম্ (অবস্তুত্বেন বাধিতম্) উপাদদৎ (বস্তুবুদ্ধ্যা স্বীকুর্ব্বন্ ভবতি)।

১৮। মূলানুবাদ ঃ যে জন নিজের ভোগ্যবস্তুতে উপাদেয় বুদ্ধি করে সে অবুধ। কারণ ঐ সব বস্তু তার সঙ্গে চিরকাল সংযুক্ত থাকে না বলে বস্তুতঃ অতি নিকৃষ্ট দুঃখপ্রদ। এরা নিজেদের মনীষী বলে অভিমান করলেও এদের মনীষিতা নিঃসন্দেহে তর্কের অতীত নয়—প্রবাদমাত্র। বস্তুতঃ এরা মনীষী নয়। কারণ ত্বদীয় জনের দ্বারা যা ঘৃণাস্পদ বলে ত্যক্ত হয়, তাই আদরের সহিত তুলে নেয় এরা।

স্বপ্রকাশত্বাখণ্ডজ্ঞানানন্দাদিভির্গ্রাহ্যৈঃ স্বোপাদেয়ৈর্গুণৈঃ সহ সন্নপি সদা বিরাজমানোপি তদ্‌গুণাগ্রহঃ। তস্যাঃ প্রকৃতের্গুণান্ লেপকান্ দুঃখাত্মকান্ আনন্দৈকময়ত্বং ন গৃহ্লাসি। কুতঃ? অনাবৃতত্বাৎ। যোহি প্রকৃতি গুণৈরাবৃতো ভবতি স এব তান্ গৃহ্ণাতি লিপ্তশ্চ ভবতি যথা জীব ইতি ভাবঃ। অতস্তব বহিরন্তরং ব্যাপ্যতে প্রকৃতের্গুণা ন সন্তি। যথা জীবস্য বহিঃ শব্দ স্পর্শাদয়ঃ অন্তশ্চ শোক মোহাদয় ইতি ভাবঃ। সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বত্রার্য্যামিতয়া প্রবিষ্টস্যাপি। কিঞ্চ কেবলং ন তবৈব অপি তু আত্মবস্তুনঃ তব স্বীয় পদার্থস্য সর্ব্বস্য কৃৎস্নস্যাপি লীলাবিলাসধাম ভক্তাদের্বহিরন্তরঞ্চ ব্যাপতে লেপকাঃ প্রকৃতিগুণা ন সন্তীত্যর্থঃ॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরও মহদাদি সেই সেই গুণে লিপ্ত হয়। আপনি কিন্তু কারণরূপে প্রবিষ্ট হলেও লিপ্ত হন না—ইহাই এখানে বিশেষ। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এবং ভবান্। পূর্বোক্ত প্রকারে আপনি নিজের প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট জগতে প্রবিষ্ট হয়েও, **বুদ্ধ্যনুমেয় লক্ষণৈঃ**—বুদ্ধিদ্বারা অনুমেয়স্বরূপ **গুণৈঃ গ্রাহ্যৈঃ**—এবং স্বপ্রকাশতালক্ষণ-অখণ্ড-জ্ঞানানন্দদ্বারা গ্রাহ্য, নিজ উপাদেয় ভক্তবৎসলাদি গুণের সহিত সদা বিরাজমান্ হয়েও **তদ্‌গুণাগ্রহঃ**—আনন্দৈকময় আপনি লেপক ও দুঃখাত্মক প্রকৃতির গুণ সমূহ অর্থাৎ বিষয় সমূহ গ্রহণ করেন না। কেন? **অনাবৃতত্বাৎ**—প্রকৃতির সত্ত্ব রজো তমো গুণ দ্বারা অনাবৃত বলে। প্রকৃতির গুণের দ্বারা যে আবৃত হয় সেই প্রকৃতির গুণ গ্রহণ করে এবং তাতে লিপ্ত হয়, যথা এই সংসারের জীব। **বহিরন্তর ন তে**—অতএব আপনার বহিরন্তর জুরে কোথাও প্রকৃতির গুণ নেই, যেমন নাকি জীবের বাইরে শব্দস্পর্শাদি, আর অন্তরে শোকমোহাদি থাকে—**সর্বাত্মনঃ**—সর্বত্র অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট হয়েও। কেবল যে আপনারই প্রকৃতির গুণ নেই, তাই নয়। কিন্তু **আত্মবস্তুনঃ**—আপনার স্বীয় পদার্থ **সর্বস্য**—নিখিল বিষয়েরই প্রকৃতির গুণ নেই—যথা, লীলা-বিলাসা-ধাম-ভক্ত প্রভৃতির বহিরন্তর জুরে কোথাও লেপক প্রকৃতি গুণ নেই॥ বি০ ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্বন্যেষামন্যেঽপি দেবাঃ পুত্রাদিরূপাঃ প্রকাশন্তে। কথং ময্যেবাগ্রহঃ? ইত্যত্রাহ—য ইতি দ্বয়েন। পরমস্রষ্টারং পরমকারণঞ্চ ত্বাং বিনান্যেষাং স্বাতন্ত্র্যেণ

সত্ত্বাভাবান্ন তেষু পুরুষার্থত্বমিতি ভাবঃ। যদ্বা, আত্মনঃ স্বস্য দৃশ্যাঃ সাক্ষাদনুভবনীয়া মনোহরা বা গুণা যেষাং তেষ্বপি মধ্যে স্বব্যতিরেকতস্তেষামপি মূলস্বরূপং ত্বাং বিনায়ং দেবঃ সন্ উত্তম ইতি যো নিশ্চিনোতি, স মূর্খঃ, যতঃ তন্মনীষিতং দৃশ্যগুণোঽয়ং সন্নিতি বিচারিতং সম্যগুত্তমং ন ভবতি। কুতঃ? অনুবাদং তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থ-মন্যোন্যবাদং বিনা তৎ সংসঙ্গমাভাবেন তত্ত্বানিশ্চয়াদেবেত্যর্থঃ, যতঃ স পুমান্ সূরিভিস্ত্যক্তং পুরুষার্থান্তর-মেবোপাদদৎ স্বীকৃতবান্ দদে। পরস্মৈপদমার্ষম্॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আচ্ছা এখানে একটি প্রশ্ন—অন্যব্যক্তিদিগেতে অন্য কোনও দেবতাও তো পুত্রাদিরূপে প্রকাশ পায়, তবে আমাতে কেন এত আগ্রহ? এর উত্তরেই বলা হচ্ছে—য ইতি দুই শ্লোকে। পরমস্রষ্টা ও পরমকারণ আপনি বিনা অন্যদিগেতে স্বতন্ত্র ভাবে সত্ত্বার অভাব হেতু তাদিগেতে পুরুষার্থত্ব নেই। অথবা, আত্মনো দৃশ্যগুণেষু—'স্বস্য' নিজের 'দৃশ্যাঃ' সাক্ষাৎ অনুভবনীয় বা মনোহর গুণ সে-সব দেবতাদের আছে, তাঁদের মধ্যেও তাঁদেরও মূলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্রভাবে এই দেবতা 'সন্' উত্তম, এইরূপ যে নিশ্চয় করে সে মূর্খ। তার নিজের মনীষা দ্বারা নির্দ্ধারিত বস্তু সম্যক্ উত্তম হয় না। কেন হয় না? **বিনা অনুবাদং**—বার বার বিচার বিনা—তত্ত্বনির্ধারণের জন্য সৎসঙ্গে পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী না হলে **ন মনীষিতং**—সেই তত্ত্ব নির্ধারিত হয় না। যেহেতু, সেই মূর্খজন সাধুগণের দ্বারা ত্যক্ত পুরুষার্থের বাইরের বস্তু আদরের সহিত স্বীকার করে॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্বু লেপকা অপি প্রকৃতিগুণাঃ কেচিৎ সুখদা ভদ্রা এবেত্যত আহ—য আত্মনঃ স্বস্য দৃশ্যগুণেষু ভোগ্যস্রক্চন্দনবনিতাদিষু সন্নিতি উত্তমোঽয়ং পদার্থ ইতি ব্যবস্যতে নিশ্চিনোতি স অবুধঃ। কুতঃ? স্বব্যতিরেকতঃ স্বস্মিংস্তেষাং সদা সংযোগাভাবং ততশ্চ শোকমোহাদিদুঃখপ্রদত্বাৎ সংসার-প্রবাহপ্রাপকত্বাচ্চেতি ভাবঃ। নন্বসৌ মীমাংসকো ভোগ্যস্রগাদিঃ সন্নিতি বদন্ মনীষিণমেবাত্মনং মন্যতে। তত্রাহ—বিনেতি নু নিশ্চিতমেব বাদং বিনা। তন্মনীষিতং ন সম্যক্ মনীষিত্বং তত্র প্রবাদ এব ন তু স মনীষী-ত্যর্থঃ। যতস্ত্যক্তমেব ত্বদীয় জনৈর্ঘৃণাস্পদত্বেন যৎ তদেব উপ আধিক্যেনাদদৎ স্বীকৃতবান্ হ্রস্বত্বামার্ষম্॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আচ্ছা এখানে প্রশ্ন—লেপক হলেও প্রকৃতির গুণ অল্পবিস্তর সুখদা মঙ্গলজনকও হয়ে থাকে না কি? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—য আত্মনো। যে জন নিজের **দৃশ্যগুণেষু**—ভোগ্য মালা চন্দন বনিতাদিতে **সন্নিতি**—এই বস্তু উত্তম পদার্থ, এরূপ নিশ্চয় করে সে অবুধ। কেন অবুধ? **স্বব্যতিরেকতঃ**—নিজেতে এই বিষয় সমূহের সদা সংযোগের অভাব হেতু অতঃপর শোক মোহ দুঃখদায়ক বলে এবং সংসার প্রবাহ প্রাপক বলে। অচ্ছা এখানে প্রশ্ন হচ্ছে মিমাংসকগণ তো ভোগ্য অর্থ-সম্পদাদি উত্তম বস্তু, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করত নিজেদিগকে মনীষী বলে মাননা করে থাকে। এর উত্তরে বলা হচ্ছে **বিনানুবাদং**—'নু' নিশ্চিতরূপেই 'বাদং' প্রতিবাদ বিনাই করে থাকে। **তন্মনীষিতং ন সম্যক্**—তাদের মনীষিতা প্রবাদ মাত্রই কিন্তু বস্তুত তারা মনীষী নয়। **য তস্ত্যক্তম্ এব**—কৃষ্ণজনের দ্বারা ঘৃণাস্পদ বলে যা ত্যক্ত হয়ে থাকে তাই **উপদদৎ পুমান্**—অতিশয় আদরের সহিত স্বীকার করে নেয় তারা॥ বি০ ১৮॥

১৯। ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈঃ॥

১৯। অন্বয় ঃ বিভো! অগুণাৎ (প্রাকৃতগুণরহিতাৎ) অনীহাৎ (চেষ্টারহিতাৎ) অবিক্রিয়াৎ ত্বত্তঃ (ভবতঃ) অস্য (জগতঃ) জন্মস্থিতিসংযমান্ (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ান্) বদন্তি। ঈশ্বরে ব্রহ্মণি ত্বয়ি নো বিরুধ্যতে (অসংঙ্গতং ন ভবতি) ত্বদাশ্রয়ত্বাৎ গুণৈঃ (প্রকৃত্যা কৃতং তৎ) উপচর্য্যতে।

১৯। মূলানুবাদ ঃ হে বিভো! আপনি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও নির্বিকার হলেও শ্রুতিগণ বলেন, আপনা থেকেই এ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ হয়ে থাকে। ব্রহ্ম ও ঈশ্বরস্বরূপ আপনাতে কিছুই বিরুদ্ধ হয় না। আপনি সত্ত্বাদিগুণের আশ্রয় বলে সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি আপনাতে আরোপিত হয়ে থাকে মাত্র।

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ত্বত্ত ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতং, তত্রোপাদানত্বনির্ব্বাহায়ৈবং ব্যাখ্যেয়ম্, অনীহত্বমক্ষোভিতত্বমিত্যর্থঃ। অবিকারিত্বং স্বরূপান্যথাভাব-রহিতত্বমিত্যর্থঃ। গুণময্যাঽবিদ্যয়া বিবর্ত্তত এবেতি নোপাদানত্বেঽপি দোষ ইতি ভাবঃ। অথ নিমিত্তত্বে দোষমাশঙ্কতে—নন্বিতি, ব্রহ্মত্বাদিত্যাদৌ বস্তুতো ব্রহ্মস্বরূপ এব তস্মিন্, গুণাধ্যারোপাদেব বিকারিত্বাদি-প্রতীতেরিতি ভাবঃ। যদ্বা, নির্দ্দোষেণ সর্ব্বকারণত্বেন সর্ব্বোৎকৃষ্টানন্তগুণত্বং স্থাপয়তি, ত্বত্তঃ 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধেন' (শ্রীব্র সূ ১।৪।২৩) ইতি ন্যায়েন উপাদানান্নিমিত্তাচ্চ। অত্র বিরোধমাশঙ্ক্য পরিহরতি—বিভো ইত্যাদিনা। তত্রাগুণাদবিক্রিয়াদনীহাদিতি পদত্রয়স্য ক্রমেণায়মর্থঃ—যদ্যপি তব রজ আদিভির্গুণ্যসম্বন্ধো নাস্তি, তত উপাদানতাহেতুঃ, স্বরূপান্যথাভাবসম্ভবোঽপি নাস্তি। নিমিত্ততাহেতুর্বহিরন্তশ্চেষ্টাপি নাস্তীতি তথাপি বিভো ইত্যস্যায়মর্থঃ। যদ্যপি চ কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়শব্দব্যাপকো বেত্যুক্তরীত্যা বিভোরেকদেশাভাবেন সর্ব্বপরিণতাবুপাস্যাংশানবস্থানাদিদোষঃ স্যাৎ, নিমিত্তত্বাঙ্গীকারে চেষ্টাপি ন সম্ভবেদিতি। তথাপি 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (শ্রীব্র সূ ২।১।২৭) ইতি ন্যায়েন শ্রুত্যেকপ্রমাণাস্ত্বত্ত এব বদন্তি। নির্গুণত্বাদিত্বে জগদুদ্ভবাদিহেতুত্বে চ ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়রাহিত্যেন স্বতএব প্রমাণভূতাভিঃ শ্রুতিভিরেব সিদ্ধে ক ইব সন্দেহ ইত্যভিপ্রায়াদিত্যর্থঃ। ন চায়ং বিরোধ ইত্যাহ—ত্বয়ীতি। ব্রহ্মণি নির্ব্বিকার পরমানন্দৈকরূপেঽপি ঈশ্বরে সর্ব্বাচিন্ত্যশক্ত্যাবিতি। চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনামপি নানাপদার্থপ্রসরলৌহচালনাদাববিকারত্বাদৌ চ দৃষ্টে—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥' (শ্রীম ভা, ভী প ৫।১২) ইতি পুরাণানাং নির্ণয়ে চ সতি সর্ব্বাচিন্ত্যশক্তিগণপরম্পরাপরমকারণভূতে ত্বয়ি কো বা বিরোধঃ স্যাৎ, অন্যথানুপপত্তির্হি সর্ব্বোপমর্দ্দিনী, যেয়মুভয়ত্রাপ্যচিন্ত্যামেব শক্তিং বলাদুপস্থাপ্য বিরোধমপি নিরুন্ধে, ততঃ সর্ব্বপরমত্বেন তাদৃশশক্তেঃ পরমযোগ্যত্বাৎ বাঙ্মনসাতীত-পরমানন্দৈকরূপত্বেনাবিদ্যাবিষয়াশ্রয়তা-রহিতত্বাচ্চ ন বিবর্ত্তকল্পনং যুক্তমিত্যর্থঃ। নন্বু ভবতু বৈকুণ্ঠৈশ্বর্য্যাদিহেতু-নির্দ্দোষ-ষাড়্গুণ্যশক্তিতা, জগজ্জন্মাদিহেতু-সদোষত্রৈগুণ্যশক্তিতা তু দোষায়ৈব, ইত্যাশঙ্ক্যাহ ত্বদাশ্রয়ত্বাদিতি। তস্যাঃ শক্তিচ্ছায়ারূপত্বান্ন তদ্দোষেণ লিপ্যসে, তথাপি ত্বামাশ্রয়মন্তরেণ তদ্গুণা ন সিধ্যন্তীতি তৈর্গুণৈস্তৎকর্ত্তৃত্বাদিকমুপচর্য্যত এবৈতদপ্যচিন্ত্যতাবৈভবমেবেত্যর্থঃ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ত্বত্ত ইতি শ্রীদেবকীনন্দন যে নির্দোষ সর্বকারণ রূপে সর্বোৎকৃষ্ট অনন্ত গুণশালী, তাই স্থাপন করা হচ্ছে। **ত্বত্তঃ**—আপনা হতে—আপনি এই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই, তাই বলা হল, আপনা হতে সৃষ্টিস্থিতিলয়। এ বিষয়ে বিরোধ আশঙ্কা পরিহার করা হচ্ছে, 'বিভো' ইত্যাদি বাক্যে। এখানে অগুণাৎ + অবিক্রিয়াৎ + অনীহাৎ এই পদত্রয়ের অর্থ ক্রমানুসারে এইরূপ, যথা—**যদিও**—আপনার **অগুণাৎ**—রজাদি গুণত্রয়ের সম্বন্ধ নেই, সুতরাং **অবিক্রিয়াৎ**—উপাদানতা হেতু স্বরূপের অন্যথাভাবের সম্ভবনাও নেই, **অনীহাৎ** নিমত্ততা হেতু বহিরন্তর চেষ্টাও নেই। তথাপি আপনি বিভু—এখানে অর্থ এইরূপ হবে-"কৃষ্ণপ্রসক্তি-নিরবয়বশব্দব্যাপকো বা"বেদান্তদর্শনের এই বাক্যের সমালোচনায় দেখা যায়—শ্রীভগবান্ যদি জগতের উপাদান কারণ হন, তবে একটি প্রশ্ন স্বতঃই হতে পারে, শ্রীভগবানের সর্বাংশই কি কার্যরূপে পরিণত হয় কিম্বা ঘটপটাদির উপাদান কারণ মাটি প্রভৃতির ন্যায় তাঁর অংশই কার্যরূপে পরিণত হয়। শ্রীভগবানের সর্বাংশই যদি জগৎরূপে পরিণত হয়, তা হলে কেবল জগৎই থাকে তাঁর কর্তা বলে পৃথক্ আর কেহ থাকেন না—আবার শ্রীভগবানের কিছু অংশ জগৎরূপে পরিণত হয়, ইহাও বলা যাবে না—কারণ শ্রীভগবান্ নিত্য অখণ্ড বস্তু, জাগতিক মাটি প্রভৃতির ন্যায় তাকে খণ্ডিত করা যায় না। কাজেই শ্রীভগবানকে উপাদান কারণ বললে সামঞ্জস্য করা কঠিন। এইরূপে **যদিও**—বিরোধ উপস্থিত হয়, **তথাপি**—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" অর্থাৎ অপ্রাকৃত বস্তু বিষয়ে শ্রুতি বাক্যই একমাত্র প্রমাণ—সেই স্বতপ্রমানভূত শ্রুতিদ্বারা সিদ্ধ হওয়া হেতু—একই সময়ে নির্গুণ, অবিক্রিয় ও অনীহ হয়েও জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ জগৎকর্তা সিদ্ধান্তে ভ্রমপ্রমাদ প্রভৃতি দোষচতুষ্টয় আসছে না। কাজেই এখানে বিরোধ উপস্থিত হচ্ছে না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**ত্বয়ি ইতি ব্রহ্মণি**—শ্রীভগবান্ একই সময়ে নির্বিকার-পরমানন্দরূপ ব্রহ্ম হয়েও **ঈশ্বরে**—সর্ব অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন শ্রীভগবান্। আপনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হলে কিছুমাত্র বিরোধ উপস্থিত হচ্ছে না। চিন্তামণি চুম্বক লৌহাদি নিজেরা নির্বিকার থেকেও নানাপদার্থের উৎপত্তি ও চালনা করে থাকে এ তো আমাদের চোখেই দেখা যায়, আর শাস্ত্রেরও নির্দেশ, "অচিন্ত্য শক্তির বিরুদ্ধে কুতর্কের যোজনা করো না।" কাজেই সর্বঅচিন্ত্যশক্তিগণপরম্পারা-সম্পন্ন পরমকারণভূত শ্রীভগবানে আর বিরোধের কি থাকতে পারে। এ বিষয়ে অন্যথানুপপত্তি প্রমাণে শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিকেই স্বীকার করতে হবে—উহাই নিশ্চয় ভাবে সকল বিরোধকে উপমর্দিত করে দিবে। সুতরাং সর্বপরম শ্রীভগবানের তাদৃশ শক্তির পরম যোগ্যতা হেতু ও বাক্য মনের অতীত অপ্রাকৃত পরমানন্দৈকরূপতা হেতু কোনও উল্টা তর্কের যোজনা করা উচিত নয়। পূর্বপক্ষ ঃ আচ্ছা, শ্রীভগবান্ তার অন্তরঙ্গাচিৎশক্তিতে বৈকুণ্ঠাদি ধামের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হউন-না, এতে কোন দোষ হয় না; কিন্তু এই জড় জগতের জন্মাদি হেতু সত্ত্ব-রজো-তমো-এই বহিরঙ্গা শক্তিত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ হলে তো দোষের কারণই হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় বলা হচ্ছে—ত্বদাশ্রয়ত্বাদিতি। জগৎকারণ এই বহিরঙ্গা শক্তিত্রয় ছায়ারূপা, যেমন না-কি আকাশের সূর্যের জলে ছায়া। ছায়ারূপা বলে এই বহিরঙ্গা শক্তির দোষ শ্রীভগবানকে স্পর্শ করে না, যেমন জলের ছায়ার তরঙ্গ সূর্যকে স্পর্শ করে না। তথাপি

শ্রীভগবানের আশ্রয় বিনা বহিরঙ্গা শক্তির অস্তিত্ব থাকে না—যেমন সূর্য বিনা ছায়ার অস্তিত্ব থাকে না। বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার এই জগৎকর্তৃত্ব শ্রীভগবানে আরোপিত হয়ে থাকে, তিনি মূল আশ্রয় তত্ত্ব বলে। ইহাও শ্রীভগবানের এক অচিন্ত্য বৈভব ॥ জী০ ১৯ ॥

[১৯। শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ ঃ অতঃপর সৃষ্ট্যাদির কর্তারূপে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হলেও তিনি যে এর থেকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব—সর্বমূল পরতত্ত্ব সীমা, তাই বলা হচ্ছে - ত্বত্ত ইতি শ্লোকে। 'শ্রুতিই সমস্ত শব্দের মূল' এই ন্যায়ে সিদ্ধান্ত বলা হচ্ছে—**বদন্তীতি**—প্রমাণ শিরোমণি শ্রুতি বলে থাকে আপনি নিষ্ক্রিয় নির্গুণ প্রভৃতি গুন যুক্ত হলেও আপনা থেকেই সৃষ্ট্যাদি হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে যে বিরোধ আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে তার পরিহারের জন্য বলা হচ্ছে—**ঈশ্বরে ব্রহ্মণি ইতি** চিন্তামণিবৎ অচিন্ত্য শক্তিতেই ইহা সম্ভব হচ্ছে। এরূপ হলেও তিনি নির্গুণ—তাঁর অচিন্ত্য শক্তিতে সৃষ্ট্যাদি কার্য হলেও—তাঁর ওতে স্পর্শ নেই—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তদাশ্রয়াৎ ইত্যাদি অর্থাৎ তিনি সর্বমূল আশ্রয় তত্ত্ব বলে তাতে উহা উপাচারিত হচ্ছে ॥ ক্রম০ ১৯ ॥]

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্বু স এব স্বপ্রকৃত্যেদংসৃষ্টেত্যাদি ত্বদুক্তে গুণময় প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিত্বেনাভেদাৎ গুণময় জগৎ উপাদানস্য মম কথমন্তর্বহির্গুণ যোগাভাব স্তত্রাহ—ত্বত্ত ইতি। নন্বু জগৎ-সৃষ্ট্যাদি কর্তৃঃ কুতোঽনীহত্বাদিতি সম্ভবেৎ ? তত্রাহ ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি ন বিরুদ্ধতে ত্বয়ি ব্রহ্মত্বান্যথানুপপত্ত্যে-বেশ্বরত্বেঽপ্যনীহত্বাদিকমভ্যুপগম্যমেব স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতিষষ্ঠোক্তেরিত্যর্থঃ। নন্বেতেন বিরোধো নাপযাতী-ত্যত আহ—তদাশ্রয়ত্বাদিতি। গুণৈঃ কুর্ব্বদ্ভিস্ত্বয়ি সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বমুপচর্য্যতে গুণাশ্রয়ত্বাৎ যথা ভৃত্যকৃতং রাজ-নীত্যতঃ প্রকৃতেস্ত্বচ্ছক্তিত্বেঽপি বহিরঙ্গত্বেন ত্বং স্বরূপত্বাভাবাদন্তর্বহিস্তব তদ্গুণ যোগাভাব উপপাদিতঃ। যদ্বা নন্বু ত্বং পুত্রস্য চতুর্ভুজস্য মম কথং ব্রহ্মত্বং কথং বেশ্বরত্বং সম্ভবেদিতি চেৎ সত্যং ত্বং ন ব্রহ্ম নাপীশ্বরঃ কিন্তু ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাঽহমিতি ত্বদুক্তেরাদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যেতি ব্রহ্মোক্তেশ্চ তয়োরাশ্রয়স্ত্বং ভবসীত্যাহ তদাশ্রয়ত্বাৎ তয়োর্ব্রহ্মেশ্বরয়োরপ্যাশ্রয়ত্বাদ্গুণৈরুপচর্য্যত ইতি স্রষ্টৃত্বাদিগুণনিবন্ধনোপচারাদাশ্রিত ধর্ম্ম-মাশ্রয়োঽপি ধত্ত ইতি পুণ্যতমোঽয়ং দেশ ইতি বত্ত্বমপি ব্রহ্ম ঈশ্বরশ্চ ভবসীত্যর্থঃ। উক্তিরিয়ং রসরীত্যৈব যদুক্তম্। 'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতি' রিতি বস্তু তস্তু ব্রহ্ম ঈশ্বরঃ কৃষ্ণ একএব স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি ষষ্ঠোক্তেঃ ॥ বি০ ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আচ্ছা, এখানে একটি প্রশ্ন—'শ্রীভগবানই নিজের প্রকৃতি দ্বারা এই সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি' হে পিতা, আপনার উক্তি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, আরও গুণময় প্রকৃতি আমার শক্তি বলে আমা থেকে অভেদ এ প্রসিদ্ধই আছে—এই হেতু আমি গুণময় জগতের উপাদান। সুতরাং আমার অন্তরে বাইরে গুণযোগের অভাব, এ কি করে সম্ভব ! এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—ত্বত্ত ইতি। অর্থাৎ হে বিভো ! নিষ্ক্রিয়-নির্গুণ-নির্বিকার আপনা থেকেই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় শ্রুতি এরূপ বলে থাকে। আচ্ছা, এখানে একটি প্রশ্ন হচ্ছে—সৃষ্ট্যাদি কর্তাকে কি করে নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি বলা যাবে ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**ত্বয়ি ঈশ্বরে ব্রহ্মণি ন বিরুধ্যতে**-অর্থাৎ আপনাতে ব্রহ্মত্ব সত্বেও অন্যথানুপপত্তি

২০। স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥

২০। অন্বয় ঃ সঃ ত্বং ত্রিলোক স্থিতয়ে স্বমায়য়া আত্মনঃ খলু শুক্লং বর্ণং (সত্ত্বাত্মকং) বিভর্ষে সর্গায় (সৃষ্ট্যর্থং) রজসা উপবৃংহিতং (প্রকটিতং) রক্তং (রক্তবর্ণং) [বিভর্ষি] জনত্যয়ে (জনসংহারে) তমসা কৃষ্ণং [বিভর্ষি]।

২০। মূলানুবাদ ঃ আপনি উক্তস্বরূপ হয়েও ত্রিলোকের প্রতি কৃপা করে পালনার্থ নিজেরই শুদ্ধ শ্রীবিষ্ণুরূপ, সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণাত্মক রক্তবর্ণ ব্রহ্মারূপ ও সংহারার্থ তমোগুণাত্মক কৃষ্ণবর্ণ রুদ্ররূপ প্রকাশ করেন।

প্রমাণে ঈশ্বরত্ব থাকলেও চেষ্টাহীনতা ইত্যাদি গুণ অবশ্য স্বীকার্য—কারণ আপনি যে কেবলমাত্র ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাই নন। আপনি উভয়ের বিরুদ্ধ ধর্মের আধার পরমেশ্বর। (সর্ব অচিন্ত্যশক্তিগণ পরম্পরা পরম কারণভূত আপনাতে একই সাথে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সমাহারে কোনও বিরোধ হয় না—তোষণী।) এতেই সমস্ত বিরোধ মিটে যাচ্ছে কৈ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**তদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ**—অর্থাৎ প্রকৃতি গুণের দ্বারা সৃষ্টিকার্য সম্পাদনকারী আপনাতে সৃষ্ট্যাদির কর্তৃত্ব আরোপিত হয়ে থাকে, কারণ আপনি সকল গুণের আশ্রয়—যেমন নাকি রাজকর্মচারীদের কৃত কার্যের কর্তৃত্ব রাজাতেই আরোপিত হয়। প্রকৃতি শ্রীভগবানের শক্তি হলেও বহিরঙ্গা শক্তি। তাই শ্রীভগবানের যে স্বরূপভাব, তা এতে নেই। এ কারণেই আপনার অন্তরে বাইরে এই গুণ-সংযোগ নেই—এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করা হল এখানে। অথবা—প্রশ্ন, আপনি নিজপুত্র আমাতে কি করে ব্রহ্মত্ব, আর কি করেই বা ঈশ্বরত্ব আন্দাজ করে নিচ্ছেন? উত্তরে—সত্যই আপনি না-ব্রহ্ম না ঈশ্বর। আপনি এঁদের উভয়ের আশ্রয় পরমেশ্বর—এ বিষয়ে প্রমাণ আপনার নিজ মুখোক্তি—"আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা"—গীতা। এবং ব্রহ্মের উক্তি—"পরব্যোমাধিনাথ ভগবানের প্রথম অবতার হল প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা কারণার্ণবশায়ী"। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**তদাশ্রয়ত্বাৎ** আপনি ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের আশ্রয় হন বলে **গুণৈরুপচর্যতে**—সৃষ্টি কর্তৃত্বাদি গুণনিবন্ধ লক্ষণাবৃত্তিতে আপনাতে বর্তাচ্ছে—আশ্রিতের ধর্ম আশ্রয়দানকারিতে বর্তায় এই নিয়মে—যেমন নাকি রাজা পুণ্যতম হলে বলা হয়—এই দেশটা পুণ্যতম। অতএব এরূপভাবেই আপনি ব্রহ্ম ও ঈশ্বর। এই উক্তি রসরীতি অনুসারেই করা হয়েছে—রসের বিচারে কৃষ্ণরূপের বৈশিষ্ট্য আছে ঠিক, তবে এক অদ্বয় তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া স্বয়ং সিদ্ধ তত্ত্ব আর কিছু না থাকায়—বস্তুত ব্রহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণ একই॥ বি॰ ১৯॥

২০। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ নন্বু কথং মত্তোঽস্য সর্ব্বং সৃষ্ট্যাদিকং, ব্রহ্মাদীনামপি বিসর্গাদিকর্তৃকত্বাদিত্যত আহ—স ত্বমিতি। স উক্তাবিরোধপ্রকারেণ সৃষ্ট্যাদিকারকত্বং শুক্লং স্বতো মায়াগুণ-রাহিত্যাৎ সান্নিধ্যেনাপি সত্ত্বমাত্রোপকারকত্বাচ্চ শুদ্ধমিত্যর্থঃ; তাদৃশমাত্মনঃ স্বস্যৈব বর্ণং রূপং শ্রীবিষ্ণুং সন্ বিভর্ষি জগতি ধারয়সি প্রকটয়সীত্যর্থঃ; তত্র হেতুঃ—স্বমায়য়া নিজকৃপয়া, তথা রক্তং রজোময়ত্বেন

সিসৃক্ষাদিরাগবহুলং ব্রহ্মাত্মা সন্ বিভর্ষি পুষ্ণাসি, তথা তমোময়তেন কৃষ্ণং ক্রোধাদিপ্রায়তয়া নাভিব্যঞ্জিত-স্বরূপপ্রকাশমিত্যর্থঃ, তত্তু রুদ্রাত্মা সন্ বিভর্ষীতি। অত্র চাক্ষুষে গুণে ন তাৎপর্য্যং, পরমতামসানাং বকাদীনা-মপি শুক্লবর্ণত্বাৎ; পরমসাত্ত্বিকানাং শ্রীব্যাস-শুকাদীনামপি শ্যামবর্ণত্বাৎ শুক্লাদিশব্দাস্তু ব্রাহ্মণাদিজাতিষ্বপি প্রযুজ্যন্তে। কিঞ্চ, ক্ষীরোদশায্যেব গুণাবতারো বিষ্ণুরিতি পূর্ব্বং প্রতিপাদিতং, স চ তত্র তত্র শ্যামবর্ণত্বেনৈব প্রসিদ্ধঃ। রুদ্রশ্চ শুক্লঃ, তথা তয়োর্নানাবতারা নানাবর্ণা অপি যথা ত্বং পালনসংহারপরা এব, অতো ব্রহ্মণো রক্তবর্ণত্বেঽপি ন তত্র তাৎপর্য্যং, শ্রীবিষ্ণোস্তু নির্গুণরূপত্বমেব, নান্যবৎ সগুণত্বং বক্ষ্যতে চ ত্রিদেবীপরীক্ষায়াম্ —'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ', 'শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বত্ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ' (শ্রীভা ১০। ৮৮।৫, ৩) ইতি। অতএবাত্রাপি রজসেত্যাদিবৎ সত্ত্বেনেতি নোক্তম্, তৈরপি তত্তদ্গুণক্রিয়া-ব্যত্যয়েন ব্যাখ্যাস্যতে। রক্ষিতুমিচ্ছুরবতীর্ণোঽসি, কৃষ্ণেন বর্ণেনেতি অত ইত্যাদৌ চ, প্রত্যুত তামসানাং হননমেব বক্ষ্যতে, অন্যথা তদীয়স্বব্যাখ্যাসহস্রেণাপি বিরোধঃ স্যাদিতি সর্ব্বথা সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপমেব তদ্রূপমিতি॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রশ্ন আচ্ছা কি করে আমা থেকে এই সৃষ্টি-স্থিতি-হয়, এরূপ বলা হল—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবেরই তো এর কর্তৃত্ব শাস্ত্রে দেখা যায়—এরই উত্তরে, সত্বম্ ইতি। ১৯ শ্লোকে যে অবিরোধ দেখান হল। সেই ভাবেই সৃষ্ট্যাদি কারক আপনি স্বাভাবিক ভাবেই মায়া-গুণ-রহিত হওয়ায় এবং সান্নিধ্য দ্বারাও সত্ত্বমাত্রের সহায়ক হওয়ায় **বিভর্ষি শুক্লং বর্ণমাত্মনঃ**—'শুক্লং' শুদ্ধসত্ত্ব—'আত্মনঃ স্বস্যৈব নিজেরই 'বর্ণং' অর্থাৎ রূপ—শ্রীবিষ্ণু রূপ 'বিভর্ষি' জগতে প্রকটিত করেন—এই প্রকটিত করার হেতু স্বমায়য়া নিজ কৃপায় পালনের জন্য।

তথা **রক্তং** রজোময়ভাবে সৃষ্টি করার ইচ্ছাদি-প্রবৃত্তিবহুল ব্রহ্মা স্বরূপ হয়ে **বিভর্ষি**—পোষণ করেন। তথা তমোময়-ভাবে **কৃষ্ণং** – ক্রোধাধিপ্রায়-ভাবে আবরক-স্বরূপ প্রকাশ—রুদ্র স্বরূপ। এখানে 'শুক্লাদি' পদে চাক্ষুষগুণ অঙ্গবর্ণকে বুঝানো হচ্ছে না—ব্রাহ্মণাদি জাতি বুঝাতে প্রয়োগ করা হয়েছে এই সব পদ। কারণ হিংসারত পরমতামসিক বকাদির গায়ের রং শুক্ল, আবার ভক্তচুড়ামণি পরমসাত্ত্বিক শ্রীব্যাস-শুকাদির গায়ের রং কৃষ্ণ। আরও, ক্ষীরোদশায়ীই গুণবতার বিষ্ণু, ইহা পূর্বে প্রতিপাদিত হয়েছে এবং তিনি সেখানে সেখানে শ্যামবর্ণ রূপেই প্রসিদ্ধ, তথা রুদ্রের অঙ্গবর্ণ শুক্ল অর্থাৎ শুভ্র। ব্রহ্মা-রুদ্রের নানাবতার নানাবর্ণ হলেও হে ভগবন্! আপনিই পালন সংহার কর্তা। সুতরাং ব্রহ্মার অঙ্গ বর্ণ রক্ত হলেও এখানে তা বুঝাবার জন্য এই রক্ত বর্ণের প্রয়োজন নয়—তার প্রবৃত্তি বহুলতাই বুঝান হয়েছে। শ্রীবিষ্ণু নির্গুণ স্বরূপ, শিব-ব্রহ্মার মতো সগুণ স্বরূপ নয়। শাস্ত্র প্রমাণ—"শ্রীহরিনির্গুণ, সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম"। "শিব মায়াশক্তিযুক্ত এবং মায়াগুণে আবৃত।"—শ্রীভা০ ৮৮।৫-৩॥ জী০ ২০॥

[২০ শ্রীজীব-ক্রমসন্দর্ভ ঃ **ত্রিলোক স্থিতয়ে**—এই ত্রিজগতের লোকের মধ্যে ভক্তই মুখ্য—এই ভক্তপালনের প্রয়োজনই বিষ্ণুরূপে আপনি প্রকটিত হন। তাই বলা হচ্ছে **স্বমায়য়া**—নিজ ভক্তের প্রতি কৃপা করে। এ বিষয়ে ভক্ত কৃপাই প্রবর্তক। পূর্বের ১৯ শ্লোকের টীকায় যে অচিন্ত্য শক্তির কথা

২১। ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষুর্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈর্নির্ব্যূহমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥

২১। অন্বয় ঃ (হে) অখিলেশ্বর! বিভো! ত্বম্ অস্য লোকস্য রিরক্ষিষুঃ (পালনেচ্ছুঃ) মম গৃহে অবতীর্ণঃ অসি, রাজন্যসংজ্ঞাসুর কোটিযূথপৈঃ (রাজনামধারিভিঃ অসুর সমূহাধিপতিভিঃ) নির্ব্যূহমানাঃ (বাহিতাঃ) চমূঃ (সেনাঃ) নিহনিষ্যসে।

২১। মূলানুবাদ ঃ হে বিভো! আপনি এই জগতের সাধুগণকে রক্ষা করার জন্য অধুনা আমার ঘরে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে অখিলেশ্বর আপনি এই অবতারে রাজা নামধারী অসংখ্য অসুরগণের অধিপতিগণের দ্বারা চালিত সেনা সমূহকে সংহার করবেন।

বলা হয়েছে, তা দুর্ঘট-ঘটন-পটিয়সী। গুণের স্পর্শরহিত শুদ্ধতা হেতু পালন কর্তা বিষ্ণু শ্যামবর্ণ হলেও 'শুক্ল' বলে উক্ত হল। রক্ত-কৃষ্ণ বর্ণের বেলায় যেমন রজো তমো গুণে পরিপুষ্ট, এরূপ বলা হয়েছে—এখানে তা না বলাতে বুঝা যাচ্ছে, সত্ত্বগুণের দ্বারা পরিপুষ্ট শুক্লবর্ণ নয়—কিন্তু এখানে'শুক্ল' শব্দে শুক্লাত্মক—সত্ত্বগুণ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাত্মক শ্রীবিষ্ণু॥ ক্রম০ ২০॥]

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্বু ব্রহ্মাদিভ্যোঽস্য সৃষ্ট্যাদি প্রসিদ্ধং কথং ত্বত্ত ইতি ব্রূষে? সত্যং ব্রহ্মাদয়োঽপি তবৈব রূপাণীত্যাহুঃ—স প্রসিদ্ধমেব স্বমায়য়া স্বরূপেণৈব শুক্লং শুদ্ধমিত্যর্থঃ। জগৎপালকস্য বিষ্ণোঃ শ্যামবর্ণত্বাৎ জনাত্যয়ে জনসংহারায়েত্যর্থঃ। অত্র রজসোপবৃংহিতং রক্তমিতি বৎ তমসোপবৃংহিতং কৃষ্ণমিতিবৎ সত্ত্বেনোপবৃংহিতং শুক্লমিত্যনুক্তে ব্রহ্মরুদ্রয়ো রজস্তমোযোগ ইব বিষ্ণু র্ন সত্ত্বেন যোগঃ। সত্ত্বস্যা-বরণবিক্ষেপাভাবাদৌদাসীন্যরূপত্বেন শুদ্ধসত্ত্বে পরমেশ্বরে সান্নিধ্যমাত্রং ন তু স্পর্শঃ। অতএবোক্তং ত্রিদেবী-পরীক্ষায়াং "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাদিতি" "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে" ইতি "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি" শ্রুতিশ্চ॥ বি০ ২০॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আচ্ছা এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন, ব্রহ্মাদি দ্বারাই সৃষ্ট্যাদি কার্য হয়ে থাকে, এইরূপই প্রসিদ্ধি আছে, তবে কি করে আপনা থেকে হল, এরূপ বলা হচ্ছে—এরই উত্তরে, প্রশ্নটি সমীচীনই বটে, তবে এই ব্রহ্মাদিও আপনারই রূপ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—স ত্বং ইতি। অর্থাৎ সেই প্রসিদ্ধ আপনিই **স্বমায়য়া**—মায়া শব্দে 'স্বরূপ' অর্থ ধরে—নিজ স্বরূপেই শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ শ্রীবিষ্ণু-স্বরূপে প্রকট হন। এখানে শুক্ল শব্দের সাধারণ 'শুভ্রবর্ণ' অর্থ না ধরে 'শুদ্ধ' অর্থ ধরবার কারণ পালন-কর্তা বিষ্ণুর বর্ণ শ্যাম। **জনত্যয়ে ইত্যাদি**—প্রলয়কালে জনসংহারের জন্য কৃষ্ণবর্ণ। এখানে যেমন বলা হল—'রজোগুণের দ্বারা **উপবৃংহিতং রক্তং** অর্থাৎ পরিপুষ্ট রক্তবর্ণ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিপুষ্ট কৃষ্ণবর্ণ ঠিক এই একইভাবে সত্ত্বের দ্বারা পরিপুষ্ট 'শুক্ল' না বলাতে বুঝা যাচ্ছে—ব্রহ্ম ও রুদ্রের রজো তমো-গুণের মতো বিষ্ণুর সত্ত্বগুণের যোগ নেই। সত্ত্বগুণের আবরণ-বিক্ষেপভাব নেই—সেই কারণে উদাসীনভাবে শুদ্ধসত্ত্ব-পরমেশ্বরে তার সান্নিধ্য মাত্র হয়, স্পর্শ হয় না। অতএব শ্রীভা০ ১০।৮৮।৫৫ শ্লোকে বলা হল—

"শ্রীহরি সম্পূর্ণ নির্গুণ—এতে সত্ত্বাদির যোগ নেই।" "চিত্তের সাক্ষীরূপে আছেন মাত্র এবং নির্গুণ"—শ্রুতি ॥ বি০ ২০ ॥

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অধুনা তু লোকহিতার্থং স্বয়মেব মৎপুত্রতাং প্রাপ্তোঽসি অহো লোকভাগ্যং, কিমুত মদ্ভাগ্যম্? ইত্যহ - ত্বমিতি। অস্য বিবিধদুঃখসাগর-মগ্নস্য যাদবাদি-ভক্তজন-প্রধানস্য সর্ব্বলোকস্য রিরক্ষিষুঃ, 'সুপাং সুপো ভবন্তি' ইতি দ্বিতীয়ায়াঃ ষষ্ঠী, তং রক্ষিতুমিচ্ছুরিত্যর্থঃ। হে বিভোঽখিলেশ্বরেতি অবতারাসম্ভবং দ্যোতয়তি, তথাপ্যবতীর্ণোঽসি, তত্রাপি মম গৃহে মৎসম্বন্ধমাত্রযুক্তে কারা-গৃহেঽপি, অহো পরমকারুণ্যমহিমেতি ভাবঃ। তস্মাৎ ক্ষত্রিয়চ্ছদ্মাসুরচক্রবর্ত্তিবৃন্দৈর্নিঃশেষেণ বিশেষেণ চোহ্য-মানাশ্চাল্যমানা যাশ্চম্বস্তাঃ পুনরাবৃত্ত্যভাবেন নিতরাং হনিষ্যস এব, তদগ্রতঃ তাসাং হননেন তেষাং হনন-স্যাপি সুষ্ঠু প্রাপ্তেস্তৎসহিতহননমেব বিবক্ষিতম্। যদ্বা, নির্বূহ্যমানা নির্ব্যূঢ়াঃ সিদ্ধা ইত্যর্থঃ, দীর্ঘপাঠস্তু তেষামসম্মতঃ, নিঃশেষেণ ব্যূহং কার্য্যমাণব্যূহত্বেন রচ্যমানা ইত্যর্থঃ ॥ জী০ ২১ ॥

২১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অধুনা কিন্তু লোকহিতার্থ স্বেচ্ছায় আমার পুত্র হয়ে এসেছেন আমার ঘরে। অহো লোকের ভাগ্য, আর অহো আমার ভাগ্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ত্বমিতি। মুখ্যতঃ বিবিধ দুঃখ-সাগর-নিমগ্ন যাদবাদি ভক্তজনকে এবং সর্বলোককে রক্ষার ইচ্ছায় এসেছেন আমার ঘরে। হে বিভো! হে অখিলেশ্বর! এই দুইটি সম্বোধনের ধ্বনি হচ্ছে—আপনার অবতার অসম্ভব হলেও অবতীর্ণ হয়েছেন—তাও আবার আমার ঘরে—আরও আশ্চর্য আমার সম্বন্ধমাত্র যুক্ত হওয়াতে কারাগৃহেও এসে অবতীর্ণ হলেন, অহো পরম কারুণ্যমহিমা অপনার। সেই হেতু ক্ষত্রিয়চ্ছদ্ম অসুরচক্রবর্তী সমূহের দ্বারা **নির্বূহ্যমানা**—নি+বি+উহ্যমানা—নিঃশেষে এবং বিশেষভাবে চালমান যে সব সেনাদল তাদিগকে **নিহনিষ্যসি**—পুনরাবৃত্তি রহিতভাবে নিধন করবেন—প্রথমে সেনাদলকে নিধন করলে অসুর-চক্রবর্তী সেনাপতিগণের নিধনও হাতের মুঠোয় এসে যায় বলে ঐ একই সঙ্গে তাঁদের হননও এখানে বলা উদ্দিষ্ট—স্পষ্টভাবে কথাটা শ্লোকে না থাকলেও ॥ জী০ ২১ ॥

[২১। শ্রীজীব-ক্রমসন্দর্ভ ঃ একমাত্র আপনাতেই আমাদের কামনা বাসনা সব কিছু কেন্দ্রীভূত থাকায় এই কারাগৃহই আমাদের নিকট গৃহ। তাই বলা হল 'গৃহে'। হে বিভো! এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, আপনি সর্বত্র সব অংশের সহিত স্থিত। হে অখিলেশ্বর! এই সম্বোধনের ধ্বনি হল—আপনি কায়বাক্য-মনের অতীত অচিন্ত্য শক্তিমান্—অতএব ভক্তের প্রতি কৃপা দ্বারা চালিত হয়ে আপনার আমাদের ভিতরে প্রবেশও অর্থাৎ আপনার অঙ্গীকৃত-পুত্রভাবও সম্ভব হয়ে থাকে ॥ ক্রম০ ২১ ॥]

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভোস্তাত সত্যং ত্বয়াহং বিদিততত্ত্ব এবাস্মি ত্বদ্গৃহে কিমর্থম-বাতরমিত্যপি জানাসি চেৎ ব্রূহি ইত্যত আহ—ত্বমিতি। অস্য লোকস্য ইমং লোকং অতঃ সাধূনাং রক্ষণার্থং রাজন্যসংজ্ঞা যেঽসুরকোটিযূথপাস্তৈর্নির্বূহ্যমানাঃ ইতস্ততশ্চাল্যমানশ্চমূঃ সেনাঃ ॥ বি০ ২১ ॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হে পিতঃ! সত্যই আপনি আমার তত্ত্ব নিশ্চয়ই জানেন। জানেন যদি বলুন তো, আপনার ঘরে আমি কি জন্য অবতীর্ণ হয়েছি। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—

২২। অয়ং ত্বসভ্যস্তব জন্ম নৌ গৃহে শ্রুত্বাগ্রজাংস্তে অভ্যহনৎ সুরেশ্বর।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ॥

২২। অন্বয় ঃ [হে] সুরেশ্বর! অয়ং (কংসঃ) তু অসভ্যঃ নো গৃহে তব জন্ম শ্রুত্বা তে অগ্রজান্ ন্যবধীৎ (ননাশ) সঃ পুরুষৈঃ (তদ্‌ভৃত্যজনৈঃ) তে অবতারং শ্রুত্বা অধুনা এব উদায়ুধঃ (গৃহীতাস্ত্র সন্) অভিসরতি (আগমিষ্যতি)।

২২। মূলানুবাদ ঃ হে সুরেশ্বর! এই অসভ্য কংস আমার গৃহে আপনার জন্মের কথা শুনে আপনার অগ্রজদের সংহার করেছে। এখন নিজ প্রতিহারিগণের মুখে আপনার আবির্ভাবের কথা শুনে সশস্ত্র হয়ে এই এলো বলে।

ত্বমস্য ইতি। মুখ্যতঃ এই মর্তলোকের সাধুদের এবং আনুসাঙ্গিক ভাবে অন্যান্য সকল লোকের পালনের জন্য আপনি রাজা নামধারী যে কোটি কোটি অসুর সেনাপতিদের দ্বারা ইতস্ততঃ চাল্যমান সেনাসমূহ আছে, তাদের বধ করবেন॥ বি০ ২১॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অয়মিত্যত্র তেষামাভাসে, কিন্ত্বিতি পিতৃস্নেহমূঢ়তয়া ত্বিদং নিবেদয়ামীত্যর্থঃ, তদেবাহ—তথাপীতি। যদ্বা, তেষাং মধ্যে মহাদুষ্টত্বাৎ ত্বদীয়ানাং নঃ পরমদুঃখদত্বাৎ অদ্যাপি ধৃষ্টচেষ্টতয়ৈব ভাবিত্বাচ্চায়মেব প্রথমং প্রতিকার্য্য ইত্যাহ—অভ্যহনৎ অভ্যহন্ শিলায়াং পেষয়ামাস। ন্যবধীদিতি পাঠস্তু সার্ব্বত্রিকস্তৈঃ সম্মতশ্চ, সিদ্ধেত্বেনাসমাহিতত্বাৎ অভিসরত্যাগচ্ছন্নেব বর্ত্ততে, হে সুরেশ্বরেতি তচ্চ ত্বদ্ভক্তদেববৈরিণামসুরাণাং যুক্তমেবেতি ভাবঃ॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অয়ম ইতি—এখানে কংসকে উদ্দেশ্য করে এই 'অয়ম' পদটি ব্যবহার অর্থাৎ 'এ লোকটি যে অসভ্য' এইরূপ ব্যবহারের কারণ পূর্বের শ্লোকে যে অসুরদের হত্যার কথা বলা হয়েছে সেই তাদের সঙ্গে সাদৃশ্যে। **কিন্তু ইতি**— অসুরদের তুমি বধ করবে ঠিকই, 'কিন্তু' আমি নিবেদন করছি পুত্রস্নেহ মূঢ়তায়। অথবা, ঐ অসুরদের মধ্যে মহাদুষ্টতা হেতু, আপনার জন আমাদিকে পরমদুঃখদাতা হেতু এবং অদ্যাপি ধৃষ্টচেষ্টারত রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা হেতু এই অসভ্য কংস বিষয়েই প্রথমে প্রতিকার করা প্রয়োজন—এই আশয়ে বলছি—**অভ্যহনৎ**—শিলার উপরে আছড়ে ফেলে মেরে দিয়েছে। 'ন্যবধীৎ' পাঠও আছে। **হে সুরেশ্বর**—এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, আপনার ভক্ত ও দেবতাগণের শত্রু অসুরের পক্ষে এই কর্ম যুক্তিযুক্তই বটে॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অত ত্বৎকৃপা তব সর্ব্বমৈশ্বর্য্যমহং জানাম্যেব তদপ্যবিবেকসমুদ্রো ময়া দুস্তর এব যতঃ সাম্প্রতিকস্য মহাদুষ্ট কংসস্য দৌরাত্ম্যং ত্বাং জ্ঞাপয়ামীত্যাহ—অয়ন্বিতি। নন্বু মমৈতদলৌকিক রূপমাধুর্য্যাস্বাদনিমগ্নো মাং ন প্রহরিষ্যতি প্রত্যুত প্রীণয়িষ্যতীতি তত্রাহ—অসভ্যঃ রসাস্বাদ হেতুর্হি সভ্যত্বমেবেতি ভাবঃ। হিংসায়াং কৈমুত্যমাহ তবেত্যাদি। সমর্পিতং কথিতং অভিমুখমেব সরতীতি তমাগতপ্রায়মহং পশ্যামীত্যতোঽধুনৈব রূপমিদমুপসংহর। তস্মিন্নাগতেত্বুপসংজিহির্ষাতঃ পূর্ব্বং কি ভবিষ্যতীতি মে মহাকম্প ইতি ভাবঃ॥ বি০ ২২

শ্রীশুক উবাচ।

২৩। অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্।
দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ভীতা সুবিস্মিতা॥

২৩। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ। অথ কংসাৎ ভীতা দেবকী মহাপুরুষলক্ষণং এনম্ আত্মজং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সুবিস্মিতা তং (ভগবন্তং) উপাধাবৎ (তুষ্টাব)।

২৩। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—পতির এইরূপ ভয় দেখবার পর কংসভয়ে ভীতা দেবকীও মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত নিজ পুত্রকে সাক্ষাৎ দর্শন করে ভীতা ও সুবিস্মিতা হয়ে স্তব করতে লাগলেন।

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতএব দেখুন, আপনার কৃপায় আপনার সব ঐশ্বর্য আমার জানাই আছে, তা হলেও আমি অবিবেক সমুদ্র পার হতে পারছি না। কাজেই সাম্প্রতিক মহাদুষ্ট কংসের দৌরাত্ম্য আপনাকে জানাচ্ছি, অয়ং তু ইত্যাদি। না না পিতঃ! আমার এই অলৌকিক রূপমাধুর্য আস্বাদনে নিমগ্ন হয়ে গিয়ে আমাকে সে বধ করবে না – এরই উত্তরে বসুদেব বলছেন—**অসভ্য**—সভ্য হলেই রসাস্বাদ করবার সামর্থ্য হয়, সভ্যতাই রসাস্বাদনের কারণ—এ-যে অসভ্য। **পুরুষৈঃ সমর্পিতং ইত্যাদি**—কংসের ভৃত্যরা এই জন্মের খবর তাঁকে জানালেই সে এসে পড়বে এখানে, এই এসে গেল বলে, চাক্ষুষ আমি দেখতে পাচ্ছি। তাই বলছি এখুনি এই রূপ সম্বরণ করে নিন। এসে গেলেই তার রোখ হবে ছিনিয়ে নেওয়ার—অতঃপর যে কি হবে তা ভেবে আমার মহাকম্পের উদয় হচ্ছে॥ বি০ ২২॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অথ শ্রীবসুদেব-স্তবানন্তরং তমেনমিত্যন্বয়ঃ,তং চিরমপেক্ষিতম্, এনং দিব্যরূপেণাবির্ভূতমিত্যর্থঃ, আত্মজং নিজোদরাদেব জাতত্বেন ভাতং, তাদৃশভানোৎপাদনঞ্চ মমতাবিশেষজননার্থম্, অতএব মম গর্ভজোঽভূদিত্যাদ্যুক্তিঃ, কিন্তু প্রসূতিরীত্যনুকরণাত্তদ্গোপনায় পূর্ব্বং যোগনিদ্রয়া বা, ভগবত্তেজসা বা, বাহ্যেন্দ্রিয়াবরণমপি কৃতম্, অতএবাত্মেত্যুক্তম্। মহাপুরুষঃ স্বয়ং ভগবান্, তত্রাত্মত্ব-দর্শনং ভয়ে হেতুঃ, মহাপুরুষত্ব-দর্শনং বিস্ময়ে হেতুঃ, স্তোত্রে চেতি জ্ঞেয়ং, তথাপি ভয়স্থিতিরাত্মজত্বদর্শনময়স্য স্নেহস্য প্রাবল্যং দর্শয়তি॥ জী০ ২৩॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অথ—শ্রীবসুদেবের স্তবের পর। 'তম্ এনম্' এইরূপ অন্বয় হয়ে অর্থ হবে, সেই তাকে (দেখে)। 'তম্' চির অপেক্ষিত, 'এনম্' দিব্যরূপে আবির্ভূত। **আত্মজং**—নিজ উদর থেকেই জাত বলে প্রতিভাত, তাদৃশ প্রতীতি উৎপাদন ও মমতা বিশেষ জন্মানোর জন্য—অতএব মা দেবকীর উক্তি—আমার গর্ভে জন্মেছে ইত্যাদি দেখা যায়। যদিও জীববৎ গর্ভে প্রবেশ না হওয়ায় প্রসূতি রীতিতে উদর থেকে জন্ম হল, এরূপ বলা যায় না, তথাপি ইহা গোপন করার জন্য যোগনিদ্রাদ্বারা বা ভগবত্তেজের দ্বারা মা দেবকীর বাহ্যেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হয়েছিল তৎকালে—এরূপ হলেও মা দেবকীর অন্তরে অন্তরে একটা আন্দাজ হল, কোনও শিশু জাত হল—তাই বসুদেবের স্তবের পর 'আত্মজং' এরূপ বলা হল। **মহাপুরুষঃ**—স্বয়ং ভগবান্। মা দেবকী ভীত ও বিস্মিত হলেন—ভয়ের

শ্রীদেবক্যুবাচ।

২৪। রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥

২৪। অন্বয়ঃ শ্রীদেবক্যুবাচ – অব্যক্তং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচরং) আদ্যং ব্রহ্মজোতিঃ (প্রকাশস্বভাবং) নির্গুণং নির্ব্বিকারং (বিকার রহিতং) নির্ব্বিশেষং (বিশেষাৎ প্রপঞ্চান্নির্গতং) সত্তামাত্রং (কেবল ধর্ম্মস্বরূপং) নিরীহং (চাঞ্চল্যবিহীনং) যত্তৎরূপং প্রাপুঃ (বদন্তি) সত্বং অধ্যাত্মদীপঃ (বুদ্ধ্যাদিপ্রকাশকঃ) সাক্ষাৎ বিষ্ণুঃ।

২৪। মূলানুবাদঃ বেদ যে আপনার প্রসিদ্ধ বিগ্রহকে সর্বেন্দ্রিয় অগোচর ও জন্ম রহিত, অঙ্গজ্যোতিকে নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্ম এবং বিগ্রহাদিকে নিষ্প্রপঞ্চ তৃষ্ণারহিত বলে থাকেন আপনি সেই সর্বতত্ত্ব প্রকাশক বিষ্ণু।

হেতু পুত্ররূপে দর্শন, আর বিস্ময়ের হেতু মহাপুরুষরূপে দর্শন—দেবকীদেবীর স্তবেও এইরূপ বুঝতে হবে। তথাপি কংস-ভয়েরই স্থিতিতে আত্মজত্ব-দর্শনময় স্নেহেরই প্রাবল্য দেখান হল॥ জী০ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অথ পত্যুর্ভয়ং দৃষ্ট্বা উপ সমীপং ভীতেতি স্বরূপমনুপসংহরন্তং স্ময়মানং তমালক্ষ্য পরমেশ্বরত্বাহঙ্কারেণ কংসভয়ং ন গণয়তি তদহং হন্ত কিং করোমীত্যতিবিহ্বলেত্যর্থঃ। সুবিস্মিতেত্যস্য পরমেশ্বরস্যাগ্রে কংসঃ খলু কো বরাকস্তদপ্যাবয়োর্ভয়ং বর্দ্ধত এবেতি কোঽয়মবিবেকো দুস্তর ইতি ভাবঃ॥ বি০ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অথ- পতির ভয় দেখবার পর। **ভীতা**—সদ্য জাত ঐ শিশু নিজ স্বরূপ সম্বরণ না করে মৃদুমৃদু হাসতে লাগলো, এ দেখে মা দেবকী বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অহো এখন আমি কি করি? আমার এ-শিশু দেখছি নিজেকে পরমেশ্বর অভিমানে কংসভয় গণনার মধ্যেই আনছে না। **সুবিস্মিতা**—তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন—জানি-তো এই পরমেশ্বরের অগ্রে কংস কোন্ তুচ্ছ নীচ—অহো তবুও কেন আমাদের ভয় বেড়েই যাচ্ছে—অহো এ কি এক পারাপারহীন অবিবেক॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ রূপমিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাব্যক্তং সর্ব্বাগোচরম্। নন্বু বস্তু চ সর্ব্বাগোচরং চেতি ন সম্ভবতি, তত্রাহ—কারণং সর্ব্বকারণং কার্য্যাণ্যথানুপপত্ত্যৈব গম্যমিত্যর্থঃ। ন হ্যগ্নের্চ্চিষাগ্নিঃ প্রকাশ্যতে দহ্যতে বা স ইতি ভাবঃ। নন্বু পরমাণুসমুদয়ে খলু অব্যক্তত্ব কারণত্বঞ্চ বিদ্যত ইতি তত্রাতিব্যাপ্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যতে, কিং পরমাণব ইতি পরিহরতি নেতি। তেষাং বায্বাদিপরমাণূনাং পরস্পরমপি ব্যাবৃত্তের্ন বৃহত্তমত্বমিত্যর্থঃ। তর্হি তত্তদ্ধর্ম্মময়ে প্রধানেঽতিব্যপ্তিরিত্যাহ – কিমিতি, পরিহারে, তু স্বতঃপ্রকাশমানত্বাৎ। জ্যোতিঃশব্দেন চেতনমুচ্যতে, প্রধানস্য জড়ত্বাৎ তৎ প্রকাশ্যত্বমিতি ভাবঃ, 'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ' (শ্রীব্র সূ ১।১।২৫) ইতি ন্যায়াৎ। নন্বু চিতো জ্ঞানস্য যোগাৎ চেতনমুচ্যতে, তর্হি তথা বৈশেষিকাণামাত্মানঃ স্বতো জড়াঃ, কিন্তু জ্ঞানগুণযোগাদেব চেতনা ইতি মতম্, তথা কিন্তরাপি তদ্বস্তু ইত্যাশঙ্ক্যতে—কিং বৈশেষিকাণামিতি। তথৈব তত্রাশঙ্কান্তরং কিং মীমাংসকানামিব ইতি? অথ ভাস্করীয়া

যদ্‌ব্রহ্মণ এব শক্তিকৃত-বিক্ষেপেণ জ্ঞানক্রিয়াদিরূপতয়া পরিণামং মন্যন্তে, তদপ্যাশঙ্ক্যতে। কিং ভাস্করীত্যাদিনা? তৎ পরিহরতি ন সত্তামাত্রমিতি। সচ্ছব্দেনাত্র বস্ত্বেবোচ্যতে, তস্য তু প্রবৃত্তিনিমিত্তং সত্তা, তন্মাত্রমিত্যবিকৃতমেব তদিত্যর্থঃ। তত্তু সোৎপ্রাসমাক্ষিপতি তর্হীতি, সা খলু সামান্যং, তচ্চ পরা জাতিরেবোচ্যতে, সা চ পূর্ব্বোক্তাব্যক্তাদিরূপা ন ভবতীতি হস্তিস্নানমিব সর্ব্বং জাতমিতি ভাবঃ। তত্র সিদ্ধান্তয়তি—ন নির্ব্বিশেষমিতি। সামান্যং খলু বিশেষেষ্বনুগতমেব স্যাৎ; তত্তু বিশেষাৎ পূর্ব্বমুত্তরমপি বর্ত্তমানং ন সামান্যাকারমিত্যর্থঃ। ততস্তৎপ্রকাশকত্বাৎ তদ্বাচকশব্দস্যাপি প্রবৃত্তিনিমিত্তং যা চিৎ, সৈব সত্তোচ্যত ইত্যর্থঃ। চেতনত্বঞ্চ স্বয়ম্প্রকাশত্বাদেবোক্তমিতি ভাবঃ। তদেবং সামঞ্জস্যে পুনরাশঙ্ক্যতে তর্হীতি, সক্রিয়ং সক্ষোভমিত্যর্থঃ; এবং নিরীহমিত্যাদ্যপি সন্নিধানমাত্রেণেতি স্বরূপভূতাচিন্ত্যশক্ত্যৈবেত্যর্থঃ। বিশেষতশ্চায়মর্থঃ—ননু সারাংশবিবেকে সতি জগদপি ব্রহ্মত্বেনোপলভ্যেত, তর্হি কেন বিশেষস্তত্রাহ—সাক্ষাদিতি মায়ানাবৃতত্বেনেত্যর্থঃ। তস্মাদিদং ব্যক্তত্বং ষাড়্‌গুণ্য কৃপাদিবিকারিত্বং অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষকত্বং করচরণাদিচেষ্টা-সৌষ্ঠবমপি স্বরূপধর্ম্মবৈভবমেব শ্রীরামানুজাদিমতানুসারেণ তৎস্বরূপস্য সধর্ম্মত্বস্থাপনা তু শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-তট্টিকাদৌ দ্রষ্টব্যা। অতঃ সত্তামাত্রং কেবলধর্ম্মরূপং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যং ব্রহ্ম সর্ব্বতোঽপি বৃহৎ আদ্যং জন্মরহিতম্, দৃষ্টদোষপ্রাকৃত-তত্তদ্ধর্ম্মনিরাসেন জ্ঞানিনঃ প্রতি প্রকাশমানং তদ্বস্তু যদ্রূপং শ্রীবিগ্রহং প্রাহুঃ, স তদ্রূপ এব ভবান্। ন চৈতদপি তত্তদ্দোষার্হং ভবেৎ, অদৃষ্টদোষত্বাৎ, বিদ্বদনুভবসিদ্ধার্থৈঃ শাস্ত্রৈর্নিরাকৃতত্বাচ্চেত্যভিপ্রেত্য স্বয়মেব নিরাকরোতি, তত্র জন্মরাহিত্যং সাক্ষাদিত্যনেনৈব নিরাকরোতি তত্তন্নিজপরিচ্ছদবতা স্বস্বরূপেণৈব প্রাকট্যাৎ পরিচ্ছিন্নত্বং নিরাকরোতি বিষ্ণুরিতি সর্ব্বব্যাপক ইত্যর্থঃ। 'ন চান্তর্ন বহির্যস্য' (শ্রীভা০ ১০।৯।১৩) ইত্যাদিবচনবৃন্দাৎ শ্রীযশোদাদিভিঃ সর্বাধারাদিত্বেনানুভবনীয়ত্বাচ্চ। ব্যক্তত্বং নিরাকরোতি—অধ্যাত্মদীপ ইতি, প্রত্যুতাস্মাকং বুদ্ধ্যাদিকমেবেদং প্রকাশয়সি। ততো ব্রহ্মবৎ স্বয়মেব প্রকাশসে, ততশ্চ ন কেনাপি ব্যজ্যসে, ইতি শব্দশ্লেষেণ চাত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানা অধ্যাত্মানঃ আত্মারামাঃ, তানপি দীপয়সি পরমানন্দেনোল্লাসয়সীত্যর্থঃ। ইত্যেবং ব্রহ্মতোঽপি পরমাবির্ভাবত্বং দর্শিতম্, সাক্ষাদিত্যনেন চ তথৈব ব্যঞ্জিতম্, স্ফুটাস্ফুটত্বেন তারতম্যাদিতি দিক্। যদ্বা, যদিতি যস্য রূপং শ্রীবিগ্রহং তদনির্বচনীয়ং বস্তু প্রাহুঃ। তদেবাহ অব্যক্তমিত্যাদিনা, নির্গুণাদিত্বং প্রাকৃতগুণাদিরহিতত্বম্। এবং পরব্রহ্মত্বমুক্তং, স এবত্বং বিষ্ণুঃ, নিজৈশ্বর্য্যেণ সর্ব্বব্যাপক ইতি পরমেশ্বরত্বম্, অধ্যাত্মদীপ ইতি পরমাত্মত্বম্, অন্যৎ সমানম্॥ জী২৪॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যার আনুগত্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এখানে। **রূপং অব্যক্তং**—বেদ যে 'রূপং' বস্তুকে 'অব্যক্ত' ইত্যাদি বলে আপনি সেই বিষ্ণু। **অব্যক্তং**—সর্ব অগোচর। পূর্বপক্ষ–বস্তুও, আবার সর্ব অগোচরও, এ সম্ভব নয়। এরই উত্তরে, **আদ্যং**—'কারণং' সর্বকারণ-কারণ (আপনি)। এই কারণরূপী শ্রীভগবান্ আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গোচর না হলেও তাঁরই কার্যরূপ এই জগৎ দেখেই অবশ্য বুঝা যায়, ইহার স্রষ্টা কেহ একজন অবশ্য থাকবেন সামান্য ঘট-পটাদিরই যখন কারণ কুম্ভকারাদি আছে, তখন এই জগতের স্রষ্টা একজন অবশ্যই থাকবেন। অগ্নিশিখা অগ্নিকে প্রকাশ করতে বা পোড়াতে পারে না, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা পরমাণু সমূহে তো অব্যক্তধর্ম

ও কারণধর্ম বর্তমান্, তবে কি জগৎকারণ এই বস্তুটি পরমাণু ? এই আশঙ্কা পরিহার করা হচ্ছে—ন ইতি। না পরমাণু নয়। পরমাণুসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে যে এই জগৎ সৃষ্টি করে সেখানে জগৎকারণ শ্রীভগবান্ থাকেন নিয়ন্তারূপে—তিনি ব্রহ্ম—পরম বৃহৎ সর্বব্যাপি। সাংখ্য মতে প্রধান অব্যক্ত, সর্বব্যাপি, জগৎকারণ, তবে কি তিনি এদের এই 'প্রধান' ? না তিনি 'প্রধান' নন, কারণ এদের 'প্রধান' সত্ত্ব রজো-তমোময়ী প্রকৃতি সদৃশ। তবে কি শ্রীভগবান্ জ্যোতিঃ। **জ্যোতি**—এই শব্দে চেতনকে বলা হয়—প্রধান জড় হওয়ায় এই জ্যোতি এর প্রকাশক, এরূপ ভাব।—'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ'—শ্রীব্র সূ ১।১।২৫। কণাদের বৈশেষিক দর্শন মতে আত্মা সর্বব্যাপি। চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার গুণবিশেষ। এই জ্ঞানের উদয়ে আত্মা চেতন হয়। এদের মতে আত্মা স্বতঃ জড়, কিন্তু জ্ঞান-গুণের সংযোগেই চেতনা লাভ করে। সুষুপ্তি বা মুক্তিদশায় আত্মা জ্ঞান শূন্য হয়ে জড়ের মতো হয়ে পড়ে। শ্রীভগবান্ কি এই বৈশেষিকগণের আত্মা ? না, তিনি এদের স্বতঃ জড় ও জ্ঞান-গুণ যোগে চেতন আত্মা নন। তিনি **নির্গুণ**—তিনি নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান তাঁর গুণ নয়—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'-শ্রুতি। মীমাংসাচার্যের মতে আত্মা গুণ-পরিণামী। এই মতকে পরিহার করে এখানে বলা হল, তিনি **নির্বিকার**—তাঁর কোনও বিকার নেই অর্থাৎ তিনি কোনও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হন না! বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য বলেছেন জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। শঙ্করাচার্য বললেন ব্রহ্মই পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে জগৎ হলেও ব্রহ্ম অবিকৃতই থাকিয়া যান, যথা রজ্জুতে সর্পভ্রম। প্রকৃতপক্ষে রজ্জুটি সর্প হয়ে যায় না। যা হোক, এইসব মত পরিহার করে এই শ্লোকে বলা হল, তিনি **সত্তামাত্রং**—বস্তুর প্রবর্তক হয়েও অবিকৃত। ন্যায় মতে সামান্য বা জাতি—যেখানে সাধারণ ধর্ম বলে বহু বস্তু একত্র সম্বন্ধ হয়—গোত্ব, মনুষ্যত্বাদি জাতি সম্বন্ধে। এই মতে দ্রব্য গুণ-কর্মে সমবেত ধর্মকে পর-সামান্য বা সত্তা বলা হয়। শ্রীভগবান্ কি পর-সামান্যরূপ সত্তা ? এরই উত্তরে,না, জগৎ কারণ শ্রীভগবান্ 'নির্বিশেষ'। **নির্বিশেষ**-বিশেষ যেখানে নিশ্চিত রূপে আছে, সেই বিশেষ হল, জগন্নিয়ন্তৃত্ব লক্ষণের আধিক্য। কাজেই তিনি সক্রিয় ও সক্ষোভ। এরূপ হলেও তিনি **নিরীহ**—তাঁর সান্নিধ্যমাত্রে স্বরূপভূত অচিন্ত্যশক্তিদ্বারাই এই জগৎ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাই বলা হল নিরীহ অর্থাৎ চেষ্টারহিত।

এখানে শ্লোকের একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করা হচ্ছে—পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সারাংশ বিবেক হলে জগৎ ও ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয়। তবে জগৎ আর ভগবানে বিশেষ কি থাকল ? এর উত্তরে বলা হল **সাক্ষাৎ**—এ-জগৎ শ্রীভগবান্ থেকে পৃথক্ বস্তু নয়, একথা ঠিক—"অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় জগৎ-রূপে পায় পরিণাম।"—চৈ০ চ০। এরূপ হলেও শ্রীভগবানে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাই প্রকাশ করা হচ্ছে এই 'সাক্ষাৎ' পদে। মায়াদ্বারা অনাবৃততা হেতু শ্রীদেবকীনন্দন ভগবান্‌কে বলা হল সাক্ষাৎ বিষ্ণু, আর জগৎ হল শ্রীভগবানের মায়াবৃত স্বরূপ। সুতরাং এই-যে দেবকীগর্ভ থেকে ব্যক্তত্ব—ষাড়্‌গুণ ঐশ্বর্য-বীর্যকৃপাদি বিকারত্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষকত্ব ও করচরণাদির সৌষ্ঠব, ইহা স্বরূপ ধর্মের বৈভব। শ্রীরামানুজাদি মতানুসারে তার স্বরূপের সধর্মত্ব স্থাপন শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-টীকাদিতে দ্রষ্টব্য। শ্রীভগবান্ ধর্মী ও ধর্ম। অতঃপর **সত্তামাত্রং**—কেবল ধর্মরূপ; **জ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশচৈতন্য; **ব্রহ্ম**—সব থেকে বৃহৎ; **আদ্যং**—

জন্মরহিত। ব্যক্ত দোষ প্রাকৃতের সেই সেই ধর্ম দূরীকরণ হেতু যাঁরা জ্ঞানী, সেই তাঁদের নিকট প্রকাশমান্ সেই বস্তুর শ্রীবিগ্রহ বেদ যেরূপ বলেন আপনি **স**—তদ্রূপই। আপনার এই বিগ্রহও প্রাকৃতের সেই সেই দোষযুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়—অদৃষ্ট দোষত্ব হেতু। বিদ্বৎ-অনুভবকে সিদ্ধি দানের জন্য এবং শাস্ত্রে খণ্ডন করা থাকায় শ্রীভগবান্ নিজেই খণ্ডন করছেন—সাক্ষাৎ এই দেবকী গর্ভে জন্মের দ্বারা তাঁর জন্ম নেই, এরূপ কথা খণ্ডন করে ও কেয়ূর কুণ্ডলাদি অলঙ্কার মণ্ডিত অবস্থায় নিজ স্বরূপের প্রকাশ হেতু সীমা বদ্ধতা খণ্ডন করে। **বিষ্ণুঃ**—সর্বব্যাপক;—এখানে বিষ্ণুপদের অর্থ এরূপ করার কারণ, শ্রীভা॰ ১০।৯।১৩ শ্লোকের বাক্য, যথা—"যাঁর অন্তর্দেশ নেই বহির্দেশ নেই" ইত্যাদি। এবং মা শ্রীযশোদাদির কৃষ্ণকে সর্বাধার রূপে অনুভব—গোপালের মুখের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনাদি লালায়। **অব্যক্তম্** কারোর নিজের শক্তিতে তাঁকে ব্যক্ত করার কথা খণ্ডন করা হচ্ছে, অধ্যাত্মদীপ পদে **অধ্যাত্মদীপ** দেবকী বলছেন, 'প্রত্যূত' আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতিকে প্রকাশিত করছে এই শ্রীবিগ্রহ। অতঃপর ব্রহ্মবৎ নিজে নিজেই প্রকাশিত হচ্ছেন। অতএব কেউ একে যে প্রকাশ করছে, তা নয়। শব্দ বিচ্ছেদ করে এইরূপ অর্থ হয় অধি + আত্ম + দীপঃ অর্থাৎ আত্মাকে অধিকার করে বর্তমান-আত্মারাম; তাঁদিকেও দীপ্ত করে অর্থাৎ পরমানন্দে উল্লাসিত করে উঠান যিনি, তিনি হলেন অধ্যাত্মদীপ। এইরূপে ব্রহ্মরূপে প্রকাশ থেকেও শ্রেষ্ঠ আবির্ভাব দেখান হল। সাক্ষাৎ পদেও সেইরূপই ব্যঞ্জিত করা হয়েছে—শ্রীভগবানে ও ব্রহ্মে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতাই তারতম্যের হেতু। অথবা, **যৎ**—যার, **রূপং**—শ্রীবিগ্রহ বেদ বলে, তা অনির্বচনীয় বস্তু, তাই বলা হচ্ছে, অব্যক্তং ইত্যাদি পদে। নির্গুণাদিত্ব-প্রাকৃত গুণাদি রহিততা। এইরূপে পরব্রহ্মতা বলা হল। সেই আপনি বিষ্ণু—নিজ ঐশ্বর্যে সর্বব্যাপক, পরমেশ্বর, অধাত্মদীপ ও পরমাত্মা॥ জী॰ ২৪॥

[২৪। শ্রীজীব-ক্রমসন্দর্ভ ঃ (শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যার খেই ধরে এখানে ব্যাখ্যাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—) পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সারাংশ বিবেক জন্মালে এই জগৎও ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয়। তা হলে শ্রীভগবানের বিশেষত্ব কি? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে সাক্ষাৎ ইতি অর্থাৎ মায়া-অনাবৃততাই শ্রীভগবানের বিশেষ। জগৎ শ্রীভগবানের মায়াবৃত স্বরূপ, আর শ্রীভগবান্ মায়াসম্বন্ধ শূন্য সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। সুতরাং শ্রীভগবৎবিগ্রহের 'ব্যক্তত্ব' হল, ষাড়্গুণ্য—অর্থাৎ কৃপাদি প্রকাশরূপ বিকারিতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচিত্রতা, করচরণাদির চেষ্টা-সৌষ্ঠব—স্বরূপধর্মবৈভব। অতএব **সত্তামাত্রং**—কেবল ধর্মরূপ ধর্মী নয়, **জ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশ চৈতন্য, **ব্রহ্ম** সর্ববৃহৎ, **আদ্যং**—জন্মরহিত। প্রাকৃত দৃষ্টিতে 'সত্তামাত্র' প্রভৃতি ধর্মে যে দোষ দেখা যায়; তার নিবৃত্তি হয়ে গেলে জ্ঞানীগণের প্রতি প্রকাশমান্ তত্ত্ব-বস্তুর যে বিগ্রহের কথা শ্রুতি বলে আপনি তদ্রূপই। 'সত্তামাত্র' প্রভৃতি ধর্ম আপনাতে দোষাবহ হয় না—ইহা বিদ্বৎ-অনুভবেই প্রমাণিত এবং শাস্ত্রের দ্বারা দোষ দূরীকৃত। এই শাস্ত্র-অভিপ্রায় অনুসারেই মা দেবকী নিজেও দোষ দূরীকৃত করছেন-**আদ্যং**-জন্মরহিত,এই বালক বিগ্রহে এই দোষ'সাক্ষাৎ' পদে দূরীকৃত হল-কারণ সম্মুখেই সাক্ষাৎ ভাবে দেখা যাচ্ছে শ্রীভগবান্ স্বস্বরূপেই শঙ্খচক্রকুণ্ডলাদি মণ্ডিত হয়ে প্রকট হলেন। 'পরিচ্ছন্নতা' অর্থাৎ এই কারাগার রূপ গণ্ডির মধ্যে যে আসা, সেই দোষ দূরীকৃত করা হল 'বিষ্ণু'

অর্থাৎ 'ব্যাপক মূর্তি' এই পদে। 'ব্যক্তত্ব'—কোনও জড়বস্তু ঘটপটাদি আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য হলেই বলা হয়, উহা ব্যক্ত বা প্রকাশিত হল। কিন্তু শ্রীভগবান্ সে ভাবে প্রকাশিত হন না—আমাদের প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে ধরা দেন না—এখানে এই বালক বিগ্রহের এই 'ব্যক্তত্ব' দোষ দূরীকৃত হল 'অধ্যাত্মদীপ' অর্থাৎ 'সর্ব তত্ত্ব প্রকাশক' পদে। অহো আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতিকে প্রকাশ করছে আপনার এই মধুর বিগ্রহ সুতরাং আপনি নিজে নিজেই ব্রহ্মের মতো প্রকাশ পাচ্ছেন, অন্য কিছু দ্বারা নয়। 'অধ্যাত্ম' পদের অর্থান্তরে আত্মারাম ধরে এখানে অর্থ আসছে, আপনার এই মধুর বিগ্রহ আত্মারামগণকেও পরমানন্দে উল্লাসিত করে দিচ্ছে—এইরূপে ইহা যে ব্রহ্ম থেকে পরমাবির্ভাব, তা দেখান হল ॥ ক্রম° ২৪ ॥]

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ ভক্তাঃ খলু স্তুত্যা ভগবন্তমপি বশীকুর্ব্বন্তীতি প্রসিদ্ধেরেনং মহাহঠিনং স্তুত্যৈব বশীকৃত্য স্ববচনে স্থাপয়ামীতি মনসি বিমৃশ্য ভোঃ পরমেশ্বর ! আবয়োঃ প্রতিক্ষণমেবাতিভয়ে বর্দ্ধমানেঽপি তব ভয়শঙ্কৈব নাস্তীত্যাহ—চতুর্ভিঃ রূপমিতি। যদ্ যস্য তব তৎপ্রসিদ্ধং রূপমাকারং নারায়ণ রাঘব হয়শীর্ষাদিকং অব্যক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচরং আত্যং অজন্যং প্রাহুর্বেদাঃ। তথা নির্গুণং নির্বিকারং ব্রহ্ম যস্য তব জ্যোতিঃ প্রাহুঃ। যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ, সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতন-মিত্যগ্রিমোক্তেঃ। 'তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত' ॥ ইত্যর্জ্জুনং প্রতি হরিবংশে ভগবদুক্তেঃ। 'যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি-ভিন্নম্। তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামী ॥'ইতি ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্ইত্যত্র স্বামিচরণৈস্তথা ব্যাখ্যানাচ্চ বিভূতিপ্রসঙ্গে বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরমিত্যত্র পরমিতি শব্দস্য ব্রহ্মেতি তৈর্ব্যাখ্যানাচ্চ। মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতমিতি মৎস্যদেবোক্তেশ্চ। পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ ইতি যামুনাচার্য্যস্তোত্রাচ্চ। তদ্ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাযুজোরিতি ভক্তিরসামৃতাচ্চ। তথা যস্য তব সত্তামাত্রং শুদ্ধসত্ত্ব সামান্যং শুদ্ধসত্ত্ব শক্তিবিলাসভূতমিতি যাবৎ স্ববিগ্রহধাম ভক্তপরিকরাদিকং নির্বিশেষং বিশেষাৎ প্রপঞ্চান্নির্গতং প্রাহুঃ। অতএব নিরীহং স্বতঃ পরিপূর্ণত্বেন বিতৃষ্ণং যদ্বা সকামভক্তানপি নিরীহয়তীতি নিরীহম্। কিম্বা নিঃশেষেণ ঈহয়তীতি স্বমভিলাষয়তীতি নিরীহং স্পৃহেহা তৃড্ বাঞ্ছেত্যমরঃ। স ত্বং বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশক ইত্যবিজ্ঞায়া অপি মম মনসি যথা স্ফোরয়সি তথাহং বচ্মীতি ভাবঃ ॥ বি° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আরও, ভক্তগণ স্তুতি দ্বারা ভগবানকেও বশীভূত করে থাকে, এতো প্রসিদ্ধ কথা। কাজেই আমার এই মহাকঠিন শিশুকে স্তুতিদ্বারা নিশ্চয়ই বশীভূত করে আমার নিজ কথা মতো নিয়ে আসতে পারবো—এইরূপ মনে মনে চিন্তা করে—'হে পরমেশ্বর ! আমরা প্রতিক্ষণেই অতি ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠলেও আপনার তো দেখছি ভয় সম্ভ্রম কিছুই নেই।' ইত্যাদি কথা চারটি শ্লোকে স্তবস্তুতি মুখে বলতে লাগলেন দেবকীদেবী—'রূপং ইতি'। **যদ্** বেদ যে আপনার সেই প্রসিদ্ধ 'রূপম্' মূর্তি নারায়ণ-হয়শীর্ষাদিকে **অব্যক্তং** সর্বেন্দ্রিয় অগোচর, **আত্যং** জন্মরহিত বলে থাকে, তথা যে-আপ-

নার অঙ্গ জ্যোতিকে নির্গুণ নির্বিকার বলে থাকে'—দেবকীদেবীর ইত্যাদি কথার সমর্থক অন্যান্য স্থানের শাস্ত্র বাক্য, যথা—"যাঁর জ্যোতিতে সকল বিশ্ব উদ্ভাষিত"—শ্রুতি। "প্রকৃতির পর-অজড়-অপরিচ্ছন্ন-নির্গুণ স্বপ্রকাশ এবং সনাতন যে ব্রহ্ম ইত্যাদি"—(ভা০ ১০ ২৮।১৪)। "আমি পরব্রহ্ম। সকল জগত আমাকে সেবা করে—ব্রহ্মকে আমারই ঘনতেজ বলে জানা উচিত।"—(হরিবংশে অর্জুনের প্রতি ভগবান্)। "অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বসুধাদি বিভূতি দ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেই পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন এবং অশেষভূত ব্রহ্ম মহিমামণ্ডিত যাঁর প্রভা সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"—(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০)। "আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান।"—(গীতা)। গীতার বিভূতি কথন প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যায় অব্যক্ত পুরুষকে ব্রহ্ম বলা হল 'পরং' বাক্যে। "ব্রহ্ম শব্দে সঙ্কেতিত, অনন্ত অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত এই আমার যে বিভূতি-অদ্বিতীয় ধর্ম আছে, তাকে আমারই ব্যাপক নির্বিশেষ স্বরূপ জানবে'।-(ভা০ ৮।২৪। ৩৮)। "পরাৎপর ব্রহ্ম আপনারই বিভূতি।"—যমুনাচার্য স্তোত্র। "ঐক্যতা হেতু সেই ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের সূর্যকিরণ ও সূর্যের উপমা উপযুক্ত।" (ভ০ র০ সি০)। (এই পর্যন্ত শ্রীভগবান্ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে নানা শাস্ত্র বাক্য উদ্ধারের পর প্রস্তুত শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ হচ্ছে) তথা যে আপনার **সত্তমাত্রং**—শুদ্ধসত্ব বিলাসভূত নিজ বিগ্রহ-ধাম-ভক্ত পরিকরাদিকে শ্রুতি **নির্বিশেষং**—অর্থাৎ এই জড়জগতের বহির্দেশে অবস্থিত বলে থাকেন, আরও এই কারণেই **নিরীহং**—স্বতঃ পরিপূর্ণতা হেতু তৃষ্ণা রহিত বলে থাকেন, অথবা সকাম ভক্তগণের কামনা রহিতকারী বলে থাকেন, অথবা আপনাকে পাওয়ার জন্য ভক্তচিত্তে তৃষ্ণা উৎপাদনকারী বলে থাকেন—স্পৃহা,চেষ্টা,তৃষ্ণা একই অর্থ বাচক অমরকোষ। সেই আপনি **বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ**—বিষ্ণু সর্ব-তত্ত্বপ্রকাশক,—আমি অবিজ্ঞ হলেও আপনি যেরূপ স্ফূর্তি করালেন সেইরূপ বলালাম—এইরূপ ধ্বনি এখানে॥ বি০ ২৪॥

[২৪। শ্রীধরস্বামিপাদ ঃ বেদ কোনও অনির্বচনীয় যে রূপের অর্থাৎ বস্তুর কথা বলেছেন, তা কিরূপ? এরই উত্তরে, সেই বস্তু 'অব্যক্ত' অর্থাৎ সর্বাগোচর। এ বিষয়ে হেতু, 'আদ্যং' সর্বকারণকারণ। ঐ বস্তুটি কি পরমাণু? না। সেই বস্তুটি ব্রহ্ম সর্ববৃহৎ। সেই বস্তুটি কি সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত প্রধান?—না। ঐ বস্তুটি 'জ্যোতি' অর্থাৎ চেতন। বৈশেষিকগণের জ্ঞানগুণযোগে চেতন কি?—না। এ নির্গুণ। মিমাংসক-গণ যে জ্ঞান পরিণামী বলেন সেই কি?—না। এ 'নির্বিকার' অর্থাৎ পরিণাম শূন্য। ভাস্করাচার্যাদির শক্তি-বিক্ষেপ-পরিণামী কি?—না, এ 'সত্তামাত্র' অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধিরহিত এক অবস্থায় স্থিত এবং সকল বস্তুর প্রবর্তক অথচ নিজে অবিকৃত। তবে কি 'সামান্য' অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ ব্রহ্ম?—না; এ বস্তু 'নির্বিশেষ' অর্থাৎ নিঃ—নিশ্চিত রূপেই বিশেষ—জগৎ-নিয়ন্তৃরূপ আধিক্য এঁতে আছে। তবে কি তিনি কারণ বলে সক্রিয়? না, তাও না; তিনি 'নিরীহ' অর্থাৎ সান্নিধ্য মাত্রেই কারণ। এইরূপ কোনও অনির্বচনীয় কার্য-সমর্থ যে বস্তু, তাই হলেন আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু॥ শ্রীধর ২৪॥]

২৫। নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ॥

২৫। অন্বয় - দ্বিপরার্দ্ধাবসানে (মহাপ্রলয়কালে) কালবেগেন লোকে চেরাচরে নষ্টে (বিলয়ং প্রাপ্তে সতি) মহাভূতেষু (ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতেষু) আদি ভূতং (সূক্ষ্মতন্মাত্রং গতেষু ব্যক্তে (মহত্তত্বে) অব্যক্তং (প্রধানং) যাতে অশেষ সংজ্ঞঃ (অনন্তসংজ্ঞকঃ) একঃ ভবান্ শিষ্যতে (অবশিষ্ট ভবতি)।

২৫। মূলানুবাদ ঃ হে প্রভো! ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে প্রবল কালবেগে মহাপ্রলয় এসে গেলে যখন চতুর্দশ ভুবন বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত আদিভূত অহঙ্কার তত্ত্বে ও সেই অহঙ্কার তত্ত্ব মহত্তত্ত্বে প্রবিষ্ট হলে এবং অতঃপর সেই মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হলে আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন।

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কালবেগেনেতি সর্বত্রৈব হেতুঃ। এক ইতি বৈকুণ্ঠাদীনামপি তদভেদাভিপ্রায়েণ, যদ্বা, অশেষা যে তদানীং বৈকুণ্ঠাদয়স্তত্তৎপদার্থাভিধাস্তেঽপি সংজ্ঞা যস্য তত্তদ্রূপেণাপি যঃ স্বয়মেবেত্যর্থঃ, যদ্বা, শিষ্যন্তে মহাপ্রলয়েঽপি তিষ্ঠন্তীতি শ্রীবৈষ্ণবমতে যথেষ্ট-বিনিয়োগার্হং শেষ শব্দেন কথ্যন্তে ইতি বা শেষাঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক পরিচ্ছদ-পরিবারাদয়ঃ, তেঽপি সংজ্ঞায়ন্তে যেন যদ্‌গ্রহণেনৈব তে গৃহীতা ভবন্তীত্যর্থঃ। এবম্ভূতো ভবানেকঃ শিষ্যতে, ন ত্বন্তর্গতে তব জীববৃন্দপ্রপঞ্চ ইত্যর্থঃ। তথৈব তৃতীয়ে (শ্রীভা০ ৩।৭।৩৭) শ্রীবিদুর-প্রশ্নঃ—'তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ। তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে॥' ইতি, এবমেব কৈমুত্যেন বক্ষ্যতে—'মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্' (শ্রীভা০ ১০।৩।২৭) ইত্যাদি॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ কালবেগেন—কালবেগই সর্বত্র হেতু। **এক ইতি**—বৈকুণ্ঠাদিও আপনার স্বরূপ-অন্তরঙ্গবৈভব, তাই অভেদ। এই অভিপ্রায়ে এক অদ্বিতীয় আপনিই অবিশিষ্ট থাকলেন, এরূপ বলা হল। অথবা—সেই মহাপ্রলয় সময়ে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে সেই বৈকুণ্ঠাদিও সেই সেই রূপে যিনি স্বয়ম্; অথবা, 'শিষ্যন্তে'—মহাপ্রলয়েও বিরাজমান্ থাকেন, এইরূপে শ্রীবৈষ্ণব মতে অভীষ্ট প্রয়োগ যোগ্য শেষ-শব্দে অভিহিত। অথবা, অবশিষ্ট শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-পরিচ্ছদ-পরিবার প্রভৃতি, এরাও মহাপ্রলয়ে চেতন অবস্থায় থাকে যার দ্বারা অর্থাৎ যিনি ধরে থাকা হেতু এ-সবও ধৃত হয়ে থাকে। এই প্রকার আপনিই এক অবশিষ্ট থাকেন—কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত আপনার জীববৃন্দসংসার অবশেষ রূপে থাকে না সম-উক্তি-"প্রলয়কালে শ্রীভগবান্ শয়ন করলে ইত্যাদি"—ভা০ ৩।৭।৭৩; "মরণভয়ে ভীত জীব একমাত্র আপনার পাদপদ্ম লাভেই নির্ভয় হয়।"—(ভা০ ১০।৩।২৭)॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চ মহাপ্রলয়েঽপ্যবশিষ্যমাণস্য তব কুতোভয়মিত্যাহ নষ্টে চরাচরে লোকে মহাভূতেষু লীনে সতি তেষ্বপ্যাদিভূতমহঙ্কারং গতেষু সৎসু তস্মিন্নপ্যহঙ্কারে ব্যক্তে ব্যক্তম্ প্রবিষ্টে সতি তস্মিন্নপি ব্যক্তে মহত্তত্ত্বেঽব্যক্তং প্রধানং প্রাপ্তে সতি একো ভবানেব শিষ্যতেঽবশিষ্টো ভবতীতি পূর্ব্বশ্লোকোক্ত লক্ষণং ভবত একস্য এব রূপং জ্যোতিঃ সত্তামাত্রঞ্চ শিষ্যত ইতি সপরিবার স্থান পরিচ্ছদস্যৈব তস্য নিত্যত্বমভিপ্রেতম্। অতঃ শেষসংজ্ঞঃ শেষ নামা শিষ্যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভবান্ শেষ উচ্যত ইত্যর্থঃ॥ বি০ ২৫॥

২৬। যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্
নিমেষাদির্ব্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥

২৬। অন্বয় ঃ অব্যক্তবন্ধো (হে প্রকৃতি প্রবর্ত্তক) যেন (কালেন) বিশ্বং চেষ্টতে বিপরিণমতে) যঃ অয়ং নিমেষাদিঃ বৎসরান্তঃ (বৎসরপর্য্যন্তঃ) মহীয়ান্ কালঃ (তং কালং) তস্য (বিষ্ণোঃ) তব (চেষ্টাং (লীলাম্) আহুঃ ঈশানং (সর্ব্বেশ্বরং) ক্ষেমধাম (সর্ব্বমঙ্গলকারণং) তং প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি)।

২৬। মূলানুবাদ ঃ হে প্রকৃতি প্রবর্তক! এই-যে নিমেষাদি বৎসরান্ত এবং বৎসরের পর বৎসরের আবৃত্তিতে দ্বিপরার্ধ মহীয়ান্ কাল, যাঁর দ্বারা এই বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই কাল আপনারই ক্রিয়াশক্তি, পণ্ডিতগণ এরূপ বলে থাকেন। আপনি সর্বেশ্বর অভয়ের আধার। আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম।

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহাপ্রলয়ে যাঁর নাশ নেই সেই আপনার কিসের ভয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নেষ্টে ইতি। **মহাভূতম্** ক্ষিতি-অপ-তেজ-বায়ু আকাশ এই পঞ্চমহাভূত স্বকারণ পরম্পরা **আদিভূতং**—অহঙ্কার তত্ত্বে বিলয় প্রাপ্ত হলে, অহঙ্কার তত্ত্ব **ব্যক্তং** মহত্তত্ত্বে প্রবিষ্ট হলে অতঃপর সেই মহত্তত্ত্ব **অব্যক্তং**—প্রকৃতি প্রাপ্ত হলে এক আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। এইরূপে পূর্ব-শ্লোকোক্ত-লক্ষণ আপনার একেরই নারায়ণাদি স্বরূপ, ব্রহ্ম এবং বিগ্রহধামাদি অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে সপরিবার স্থান পরিচ্ছদেরও নিত্যতা অভিপ্রেত। অতএব **শেষসংজ্ঞঃ**—শেষ নামে অবশেষ থাকেন—এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে আপনিই 'শেষ' নামে প্রসিদ্ধ ॥ বি০ ২৫ ॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কালবেগনেত্যুক্ত্বা প্রাপ্তং কালস্য স্বাতন্ত্র্যং নিরস্যন্তী, ততঃ সুতরাং তস্য ভয়মাত্রং নিরাকুর্ব্বতী স্বয়মপি কংসাদিভয়াচ্ছরণং যাতি—য ইতি। যোঽয়ং নিমেষাদি-র্বৎসরান্তঃ কালঃ, বৎসরাবৃত্ত্যা চ মহীয়ান্ দ্বিপরার্দ্ধরূপঃ, যেন চ কালেন হেতুনা বিশ্বং চেষ্টতে, তং কালং তস্য তাদৃশস্য তে তব চেষ্টামাহুরিত্যন্বয়ঃ। অতএবেশানং সর্ব্বেশ্বরং, ততঃ প্রপন্নভয়হরণমাত্রং কিয়দ্বা ইতি ভাবঃ। অতএব ক্ষেমস্যাভয়স্য সুখপ্রাপ্তেশ্চ স্থানম্, যদ্বা, সর্ব্বমঙ্গলদ্রব্যাদীনামপ্যাশ্রয়ম্॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বশ্লোকে 'কালবেগেন' শব্দটির ধ্বনিতে কালের যে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যাচ্ছে, তা এই শ্লোকে নিরসন করা হচ্ছে। অতঃপর সুতরাং কালের ভয়মাত্রও অপ-সারিত করে দিচ্ছেন—নিজেও দেবকীমাতা কংসাদি ভয় হেতু ঐ শিশুর শরণাপন্ন হচ্ছেন—য ইতি। এই যে নিমেষাদি-বৎসরান্ত এবং বৎসরের পর বৎসরের আবৃত্তি দ্বারা দ্বিপরার্ধরূপ মহীয়ান্ কাল—যে কালের হেতু এই বিশ্বপরিবর্তিত হয় সেই কাল **তস্য**—তাদৃশ, **তে**—আপনার ক্রিয়াশক্তি, এরূপ বেদ বলে। অতএব **ঈশানং**—সর্বেশ্বর আপনার পক্ষে প্রপন্নজনের ভয় হরণ এমন কি আর কথা। অতএব **ক্ষেমধাম**—অভয়ের এবং সুখপ্রাপ্তির আধার আপনি। অথবা সর্বমঙ্গল দ্রব্যাদিরও আশ্রয় আপনি ॥ জী০ ২৬ ॥

২৭। মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
তৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥

২৭। অন্বয় ঃ মর্ত্ত্যো (মরণধর্ম্মশীলঃ লোকঃ) মৃত্যুব্যালভীতঃ (মৃত্যুরূপকালসর্পভীতঃ) সর্ব্বান্ লোকান্ পলায়ন্ নির্ভয়ং ন অধ্যগচ্ছৎ (ন প্রাপ) অদ্য (অধুনা) যদৃচ্ছয়া (কেনাপি ভাগ্যেন) ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য সুস্থঃ শেতে (নির্ভয়ং তিষ্ঠতি) অস্মাৎ (মর্ত্ত্য লোকাৎ) মৃতুঃ অপৈতি (নিবর্ত্ততে)।

২৭। মূলানুবাদ ঃ হে আদ্য! মরণধর্মশীল লোক মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে পালিয়ে সমস্ত লোকে বিচরণ করতে করতে যখন কোথায়ও নির্ভয় হয় না, তখন মহৎকৃপা লব্ধ ভক্তিতে আপনার শ্রীচরণ-ধন্বন্তরী প্রাপ্ত হয়ে সুস্থ ভাবে অবস্থান করেন। মৃত্যু তাঁর নিকট থেকে দূরে পালিয়ে যায়।

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কালবেগেনেত্যুক্ত্যা প্রাপ্তং কালস্যাপি স্বাতন্ত্র্যং বারয়ন্তীং সর্ব্ব ভীষণাৎ কালাদপি যদ্ভয়ং নাস্তি তত্র হেতুমাহ। যোঽয়ং সর্ব্ব সংহারকঃ কালস্তমপি তস্য তব চেষ্টামাহুঃ—হে অব্যক্তবন্ধো প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক! যেন ত্বচ্চেষ্টারূপেণ কালেনৈব বিশ্বং চেষ্টতে স এব কালঃ কস্তত্রাহ নিমেষেতি। মহীয়ান্ পুনঃ পুনর্বৎসরাবৃত্ত্যা দ্বিপরার্দ্ধরূপঃ। ত্বা ত্বাং প্রপদ্যে যথা ত্বং নির্ভয়স্তথৈব স্বমাতরং মামপি নির্ভয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ॥ বি০ ২৬॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পূর্ব শ্লোকে কালবেগে, এই কথা বলাতে কালের স্বাতন্ত্র্য এসে যাচ্ছে। এলেও এই শ্লোকে তা বারণ করা হচ্ছে। সর্বভীষণ কাল থেকেও যে ভয় নেই, তার হেতু বলা হচ্ছে—যোঽয়ং ইতি। 'যোঽয়ং' এই যে সর্বসংহারক কাল, সেও তাদৃশ আপনারই চেষ্টা অর্থাৎ ক্রিয়া-শক্তি। তাই বলা হচ্ছে—**হে অব্যক্ত বন্ধো!**—হে প্রকৃতি প্রবর্তক! **চেষ্টতে যেন বিশ্বম্**—যে চেষ্টারূপ কালের দ্বারা এই বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই কাল কে? তার উত্তরে, **নিমেষ ইতি**—অর্থাৎ, সেই কাল নিমেষাদি বৎসরান্ত এবং 'মহীয়ান্' পুনঃ পুনঃ বৎসরের আবৃত্তি দ্বারা দ্বিপরার্ধরূপ। **ত্বা ত্বাং প্রপদ্যে**—আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। **ত্বং**—আপনি নিজে যেরূপ নির্ভয় সেইরূপ নিজমাতা আমাকে নির্ভয় করুন॥ বি০ ২৬॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ যতঃ ত্বৎপাদাশ্রিতোঽপি নির্ভয়ঃ সন্ সুখী স্যাদিত্যাহ—মর্ত্ত্য ইতি, মরণধর্ম্মা যঃ কশ্চিন্মৃত্যুস্তৎপরম্পরা নির্ভয়ং ভয়াভাবং ন প্রাপ, অদ্য হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মৃত্যোরপি নিয়ন্তরিত্যর্থঃ স্বস্থো ভয়রহিতঃ সন্ শেতে, নির্বৃতো ভবতীত্যর্থঃ। যতোঽস্মাত্ত্বৎপাদাব্জাদ্বৈতোর্মর্ত্ত্যো দ্বা, তস্মাৎ সকাশাৎ মৃত্যুঃ পলায়তে, অজত্বরূপকেণ স্বতঃ পুরুষার্থত্বমপি তস্য ধ্বনিতম্, তৎপ্রভাবমাত্রজাতত্বন্তু ভয়াভাবস্য; যদ্বা, মৃত্যুরিতি অদ্যাধুনা ত্বয়ি সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূতে সর্ব্বলোকঃ স্বস্থঃ সন্ শেতে, বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবত্ত্বম্। তত্র হেতুঃ—মৃত্যুরিতি। অন্যৎ সমানম্। এবং পরব্রহ্মত্বেন সূচিতম্। নির্ভয়ত্বং প্রলয়েঽপ্যবশিষ্যমাণত্বেন সর্ব্বোপসংহারাদিহেতুকাললীলত্বেন শরণাপন্নমৃত্যু-নিবারণতস্তৎকৈমুত্যেন চ দৃঢ়ীকৃতম্; অতঃ প্রকরণৈক-বাক্যতানুরোধেন 'রূপং যত্তৎ' (শ্রীভা০ ১০।৩।২৪)—ইত্যুক্তক্রমবাক্যং ন ব্রহ্মপরত্বেন ব্যাখ্যাতম্॥ জী০২৭॥

২৮। স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্নস্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥

২৮। অন্বয় ঃ সং ত্বং ঘোরাৎ উগ্রসেনাত্মজাৎ ত্রস্তান্ (ভীতান্) নঃ (অস্মান্) ত্রাহি যতঃ ত্বং ভৃত্যবিত্রাসহা (ভৃত্যানাং বিবিধ ভয়ং হন্তি) অসি। ইদং ধ্যান ধিষ্ণ্যং (ধ্যানাস্পদং পৌরুষং রূপং মাংসদৃশাং (মাংসচক্ষুষাং) প্রত্যক্ষং মা কৃষীষ্ঠাঃ (মা কুরু)।

২৮। মূলানুবাদ ঃ আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ ভয়েরও ভয়স্বরূপ আপনি ভক্তজনের ভয়হারী। তাই বলছি মহাভীষণ প্রকৃতি কংসের ভয়ে ভীত আমাদের রক্ষা করুন। আপনার ধ্যানগম্য এই ঐশ্বরিক রূপ মাংসচক্ষুর গোচরীভূত করবেন না।

২৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ আপনার আশ্রিতের কথা বলবার কি আছে, যেহেতু আপনার পাদাশ্রিতও নির্ভয় হয়ে সুখী হয়—এই আশয়ে, মর্ত ইতি। 'মর্ত'—মরণধর্মা জীব মৃত্যু পরম্পরার অধীন হওয়াতে কখনও-ই 'নির্ভয়' ভয়-অভাব অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। **আদ্য**—হে সর্বশ্রেষ্ঠ—মৃত্যুরও নিয়ামক **স্বস্থো**—ভয় রহিত হয়ে **শেতে**—ক্ষান্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেহেতু **অস্মাৎ**—শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল লাভ হেতু সেই মর্তলোক থেকে মৃত্যু পলায়ণ করে। কমলের সঙ্গে উপমায় ধ্বনিত হচ্ছে যে শ্রীচরণ স্বতঃই পুরুষার্থ। এই চরণকমলের প্রভাব মাত্রেই ভয়ের অভাব জাত হয়। অথবা, **মৃত্যু ইতি** অদ্য অধুনা আপনি সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সর্বলোক মৃত্যুভয় রহিত হয়ে অবস্থান করছে। তার হেতু—মৃত্যু ইতি মর্তলোক থেকে মৃত্যু দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। এইরূপে বসুদেবপুত্র যে পরব্রহ্ম, তা সূচিত হল।—এই নির্ভয়তার কথা কৈমুতিক ন্যায়ে দৃঢ়ীকৃত হচ্ছে—প্রলয়েও অবশিষ্টরূপে অবস্থিতি হেতু ও সর্বে পসংহারাদি হেতু কাললীলত্বদ্বারা শরণাপন্নের মৃত্যু-নিবারণ থেকে। অতএব প্রকরণের এক বাক্যতা অনুরোধে শ্রীভা° ১০।৩।২৪ শ্লোকে উক্ত 'রূপং যত্তৎ' বাক্যের ক্রমবাক্য ব্রহ্মপর ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না ॥ জী° ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ত্বচ্চরণাশ্রিতোঽপি নির্ভয়ঃ কিমুত ত্বমিত্যাহ মর্ত্ত্য ইতি সর্ব্বান্ লোকান্ প্রতি পলায়ন্ নির্ভয়ং ভয়াভাবং ন প্রাপ। যদৃচ্ছয়া যাদৃচ্ছিকমহৎকৃপালব্ধভক্ত্যৈবেত্যর্থঃ। ত্বৎপাদমেবাব্জং ধ্বন্বন্তরিং প্রাপ্য 'অব্জোঽস্ত্রী শঙ্খে না নিচুলে ধ্বন্বন্তরৌচ হিমকিরণ' ইতি মেদিনী। হে আদ্য তেন ত্বদ্ভক্তাপি ত্বয়া মাতৃত্বেন স্বীকৃতাপি কংসাদপি কেবলমহমেব মহাভয়বিহ্বলেতি ভাবঃ ॥ বি° ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আপনার চরণ আশ্রিত জনই যেখানে নির্ভয় হয়ে যায় সেখানে আপনাকে সাক্ষাৎ আশ্রয় করলে যে নির্ভয় হওয়া যাবে, এতে আর বলবার কি আছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—মর্ত ইতি। নিখিল ভুবনে পালিয়ে বেড়িয়ে ভয় থেকে মুক্তি পায় না। **যদৃচ্ছয়া**—যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপালব্ধ ভক্তি দ্বারা। আপনার শ্রীচরণরূপ **অব্জং**—ধ্বন্বন্তরী লাভ করে সুস্থ হয়।—অব্জো, ধ্বন্বন্তরী, শঙ্খ, হিমকিরণ একার্থ বাচক—মেদিনী। তাই বলছি হে আদ্য! আপনার ভক্ত হয়েও, আপনার দ্বারা মাতৃত্বে স্বীকৃত হয়েও কংস থেকে কেবল আমি মহাভয়বিহ্বল ॥ বি° ২৭ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ স তাদৃশত্বেন নির্ভয়ঃ মদ্ভাগ্যেন চ মৎপুত্রতাং প্রাপ্তস্ত্বং ত্রাহি, দ্বিষ্টত্বেনারোচকত্বাৎ সাক্ষাৎ কংসনামাগ্রহণম, এবং পূর্ব্বমপি 'অয়ন্তসভ্যঃ' (শ্রীভা০ ১০।৩।২২) ইত্যেবোক্তং শব্দশ্লেষেণ পরমোগ্রত্বং সূচিতম্, অর্থশ্লেষেণ চ পিতৃব্যাজত্বব্যক্ত্যা ভয়াধিক্যম্, 'নিকৃন্ততি সমূল হি বন্ধুভ্যো ভয়মুত্থিতম্' ইতি ন্যায়াৎ নস্ত্রহীতি অস্মদ্রক্ষামেব কুরু, ন তু তং ঘাতয়িতুং প্রার্থয়ে, ইতি কৃপাবিশেষায় দৈন্যোক্তিঃ। ভো ইতি পরমার্ত্ত্যা সম্বোধনম্। তথাপি মাতৃভাব-স্বভাবতো ভয়বিষয়ং তমেবান্তর্ধাপয়িতুং ছলেনাহ—রূপঞ্চেতি। পুরুষস্য ব্যষ্ট্যন্তর্যামিনো রূপমাকারং চতুর্ভুজত্বাৎ, অতএব বিরাড়ন্তর্বর্ত্তিষু ধ্যানধিষ্ণ্যত্বেন প্রসিদ্ধমিত্যেবার্থঃ। দ্বিভুজত্বে হি গূঢ়ত্বং ধ্যানধিষ্ণ্যত্বঞ্চ শ্রূয়তে—'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুলিঙ্গম্' ইত্যাদি সপ্তমাদৌ (শ্রীভা০ ৭ ১০।৪৮), 'শৃঙ্গবেণুধরং তু বা' ইত্যাদি শ্রীগোপালতাপনী ধ্যানাদৌ মাংসদৃশাম্ অজ্ঞানাং অযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ, তত্র হেতুস্তু বক্ষ্যতে—'বিশ্বম্' (শ্রীভা০ ১০।৩।৩১) ইত্যাদিনা॥ জী০ ২৮॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তাদৃশ ভাবে নির্ভয় এবং আমার ভাগ্যে আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। বেদদ্বেষী বলে অরোচকতা হেতু কংসাদি অসুরগণ আপনার এরূপের মাধুর্য আস্বাদনে বঞ্চিত, তাই আক্রমণ করবে। অতএব ভয়াধিক্য।—এরূপ কথা ১০।৩।২২ শ্লোকে 'অসভ্যঃ' বাক্যে বসুদেবও বলেছেন—সেখানেও তার ভয়াধিক্য প্রকাশ পেয়েছে—তাই বলা হচ্ছে 'নস্ত্রাহি' আমাদিকে রক্ষাই করুন—কংসকে বধ করবার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি না। এই শিশু যে ভয়ের ভয় স্বরূপ দেবকীদেবী এ কথা জানলেও মাতৃভাবের স্বভাব বশতঃ ভয়ের বিষয় চতুর্ভুজ রূপটি অন্তর্ধান করিয়ে দেওয়ার জন্য ছলে তাকে বললেন—রূপঞ্চেদং ইতি। 'পুরুষস্য' ব্যষ্টি-অন্তর্যামীর 'রূপং' আকার চতুর্ভুজ হেতু ধ্যানগম্য বলেই প্রসিদ্ধ। **মাংস দৃশাম্ ইত্যাদি**—অজ্ঞজনের অযোগ্যতা হেতু তাদের নয়নের বিষয়ীভূত করবেন না। এর হেতু পরে ১০।৩।৩১ শ্লোকে বলা হয়েছে॥ জী০ ২৮॥

২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ত্বং ত্বদীয়শ্চ নির্ভয়ঃ কথমাবামেব মহাভয়গ্রস্তৌ করোষীত্যাহ স ত্বমিতি। ঘোরাদিতি মহাভীষণত্বম্। উগ্রেতি পিতা নোগ্রঃ সেনাচ নোগ্রা কিন্ত্বাত্মজ এবোগ্র ইতি ভয়েনৈব সাক্ষাত্তন্নামাগ্রহণং, কিঞ্চ ভৃত্যানাং বিবিধং ত্রাসং হংসি পিত্রোরাবয়োঃ কিমন্তর্ভয়ং ন হরসীতি ভাবঃ। ভো মাতঃ কংসাদি বধার্থমেবাবতীর্ণোঽস্মি আয়াতু কংসস্তমধুনৈব বধিষ্যামি চক্ষুর্ভ্যাং পশ্যেতি তদুক্তিমাশঙ্ক্য বর্দ্ধিষ্ণুনা পুত্র ভাবেন তস্মাৎ কংসবধমসম্ভাবয়ন্তী প্রত্যুত কংসাদেব তদনিষ্টমাশঙ্কমানা মহাভয়কম্পিত সর্ব্বাঙ্গী হন্ত হন্ত পরমেশ্বরত্বাদহঙ্কারবতি পুত্রেঽস্মিন্ ভেদাদয় উপায়া ন ঘটন্ত ইত্যতঃ সাম্নৈব স্বকৃত্যং সাধয়ামীতি মনসি বিমৃশ্য তদ্রূপমুপসংহারয়িতুং যুক্ত্যন্তরমুত্থাপয়তি রূপমিতি। পৌরুষমৈশ্বরং ধ্যানধিষ্ণ্যং ধ্যানাস্পদং মাংসদৃশাং মাংসচক্ষুষাং প্রত্যক্ষং মাকৃথাঃ॥ বি০ ২৮॥

২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আপনি নিজে নির্ভয়, আপনার ভক্তজনও নির্ভয়। তবে কেন? হে ভগবন্! আপনার পিতামাতা আমাদের দুজনকে মহাভয়গ্রস্ত করে রেখেছেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সত্বম ইতি। **ঘোরাৎ**—এই শব্দটিতে মহাভীষণত্ব ধ্বনিত হচ্ছে। (উগ্র + সেনা + আত্মজাৎ) পিতা উগ্র নয়, সেনাও উগ্র নয় কিন্তু আত্মজই উগ্র, এইরূপে ভয়েই সাক্ষাৎ ক স নামটা গ্রহণ না করে

২৯। জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মাবিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥

২৯। অন্বয় ঃ মধুসূদন! অসৌ পাপঃ (পাপাচরণশীলঃ কংসঃ) ময়ি তে জন্ম মাবিদ্যাৎ (ন জানাতু) [যতঃ] ভবদ্ধেতোঃ অহম্ অধীরধী (চঞ্চলমিতিঃ) কংসাৎ সমুদ্বিজে (বিভেমি)।

২৯। মূলানুবাদ ঃ হে মধুসূদন! চঞ্চলমতি আমি আপনার জন্য ক স হতে উদ্বিগ্ন হচ্ছি। অতএব আমার গর্ভে আপনার জন্ম, এ কথা পাপ কংস যাতে জানতে না পারে, তাই করুন।

ঘুরিয়ে যারা শান্ত তাদের নামোচ্চারণেই বললেন। আরও হে প্রভো! আপনি নিজভক্তগণের বিবিধ ত্রাস নাশকারী। কিন্তু পিতা মাতা আমাদের অন্তরের ভয় কেন না বিদূরিত করে দিচ্ছেন। **রূপঞ্চেদং ইত্যাদি** হে মাতঃ! আমি ক সের বধের নিমিত্তই অবতীর্ণ হয়েছি। কংসকে আসতে দিন-না একবার। সঙ্গে সঙ্গেই বধ করে ফেলবো। নিজ চোখেই দেখুন-না কাণ্ডখানা—পুত্রের এইরূপ উক্তি আশঙ্কা করে উচ্ছলিত পুত্র-স্নেহে মাতা দেবকী এই ছোট শিশু থেকে কংস-বধ অসম্ভব মনে করে ও প্রত্যুত কংস থেকে শিশুরই অনিষ্ট আশঙ্কা করে মহাভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। সর্বাঙ্গ তাঁর কাঁপতে লাগল। হায় হায় 'পরমেশ্বর' বলে অহঙ্কারী আমার এই পুত্রে 'ভীতি প্রদর্শনাদি' নীতি কার্যকরী হচ্ছে না। অতএব 'সাম' নীতি (মিষ্টি কথা) অবলম্বনে কার্য সাধন করবো, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে শিশুর সেই রূপ উপসংহার করাবার জন্য অন্য এক যুক্তি উত্থাপন করলেন—'রূপমিতি' হে প্রভো! আপনার এইরূপ **পৌরুষং**—ঐশ্বরিক ধ্যানগম্য রূপ মাংস চক্ষুর গোচরীভূত করবেন না॥ বি॰ ২৮॥

২৯। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ নন্থ মাতস্তব কিমর্থং ভয়ম্? তথা মমাপ্রত্যক্ষতায়াং গর্ভচৌর্য্যাপরাধেন তস্মাদ্ভয়মেব স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য যথার্থমেব নিবেদয়তি—জন্মত ইতি। ভবদর্থমেব বিভেমি, নাত্মার্থমিতি। যদ্যপি মধুসূদনত্বেন ত্বয়ি ক্ষুদ্রাদস্মাদ্ভয়ং ন সম্ভবতি, তথাপি তত্র কারণমিদমেবেত্যাহ—অধী রধীরিতি, হঠাদ্ধৈর্য্যবিলোপকেনানুকম্পোদয়েনেত্যর্থঃ; অত্র কংসনামগ্রহণমত্যুৎকণ্ঠয়া॥ জী॰ ২৯॥

২৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ মা তোমার কিসের জন্য ভয়? আমার এ-রূপ অন্তর্ধান করিয়ে নিলে গর্ভচৌর্য অপরাধে কংস থেকে ভয় আরও বেড়ে যাবে যে'—এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় যথার্থ কথা নিবেদন করছেন মা দেবকী—জন্মত ইতি। তোমার জন্যই আমি ভয় করছি—নিজের জন্য নয়। যদিও ত্বমি মধুসূদন বলে ঐ ক্ষুদ্র কংস থেকে ভয় সম্ভব নয়, তথাপি এ বিষয়ে কারণ তো এইরূপ —অধীরধী ইতি—আমি চে চঞ্চল মতি। হঠাৎ ধৈর্যবিলোপক অনুকম্পা উদয়ে এইরূপ ভাবের প্রকাশ। এখানে কংস নাম গ্রহণ হয়েছে উৎকণ্ঠা বশতঃ॥ জী॰ ২৯॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভো মাতর্যদীদং রূপমন্তর্দ্ধাপয়ামি তদা কংসঃ আগত্য গর্ভ স্তে ক গত ইতি গর্ভচৌর্য্যাপরাধেন ত্বামধিকং তাড়য়িষ্যতীতি চেত্তত্র মম কা শঙ্কা ইত্যাহ জন্মেতি। মাবিদ্যান্মাজা-নাতু। মধুসূদনেতি মধুদৈত্যং হতবতো মম কংসবধে কঃ প্রয়াস ইতি মামংস্থা স্তদানীন্তনাৎ মধোরপ্যয়-

৩০। উপসংহর বিশ্বাত্মন্ আদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥

৩০। অন্বয় ঃ বিশ্বাত্মন্! শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং (সেবিতং) চতুর্ভুজং অলৌকিকং অদঃ রূপং (ইদং প্রত্যক্ষং রূপং) উপসংহরঃ (গোপয়)।

৩০। মূলানুবাদ ঃ হে বিশ্বাত্মন্। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শোভায় শোভিত এই চতুর্ভুজ অলৌকিক রূপ সম্বরণ করুন।

মিদানীন্তনঃ কংসঃ কোটিগুণিতবলাধিক ইতি ভাবঃ। ভবদ্ধেতোরিতি মদপরাধং প্রকল্প্য মত্তাড়নংবন্ধাদিকং কুর্য্যাচ্চেৎ করোতু। কেবলং ভবতঃ কল্যাণমাশাসে ইতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি রূপং যত্তদিত্যনেন নষ্টে লোকে ইত্যনেন যোঽয়মিত্যনেন মদৈশ্বর্য্যং বৃথৈব কিমবাদীঃ? সত্যং, পুত্র! ভবন্মাতাহমেবমধীরবুদ্ধিরেব মাখিদ্যস্ব মমৈব দোষোঽয়ং নির্ম্মঞ্জনং তে যামি মাতৃবাৎসল্যেনাপি রূপমিদমুপসংহরেতি ভাবঃ॥ বি০ ২৯॥

২৯। বিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ভো মাতঃ! যদি আমি এই চতুর্ভুজ রূপ অন্তর্ধান করিয়ে দেই, তবে কংস এসে 'গর্ভ তোমার কৈ গেলো' এ বলে গর্ভচৌর্য অপরাধে তোমার উপরে আরও বেশী তাড়না করবে না-কি? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় দেবকী বলছেন—তাতে আমার কি ভয়? এই আশয়ে বলা হচ্ছে—জন্মেতি। **মাবিদ্যাৎ**—পাপ কংস যাতে না জানে তাই করুন। **মধুসূদন ইতি**—মধুদৈত্য হন্তা আমার কংস বধে যত্নের কি আর প্রয়োজন? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায়—হে মধুসূদন! সেই সময়কার মধুদৈত্য থেকেও এখানকার এই কংস কোটিগুণ অধিক বলশালী, তাই বলছি ইত্যাদি। **সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ**—আমার অপরাধ মনে করে কংস আমায় তাড়না করে করুক। আমি কেবল তোমারই মঙ্গল কামনা করি। আচ্ছা বেশ তো, তবে কেন পূর্ব পূর্ব শ্লোকে 'রূপং যত্তৎ', নষ্টে লোকে', এবং 'যোঽয়ম্' ইত্যাদি কথায় বৃথাই আমার ঐশ্বর্য বললেন? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে—সত্যই পুত্র, তোমার মা আমি অধীর বুদ্ধিই বটে। দুঃখ করো না—এ আমারই দোষ। তোমার বালাই লয়ে মরি—আচ্ছা বেশ, মাতৃবাৎসল্যের জন্যই না হয় এ রূপ সম্বরণ করলে॥ বি০ ২৯॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তত্রানুমতিমাশঙ্ক্য পুনস্তদপ্যসহমানাহ—উপেতি। শঙ্খাদিশ্রিয়া সেবিতং চত্বারো ভুজা যত্র, তাদৃশং যদ্রূপং আকারবিশেষস্তদেবোপসংহর গোপয়, রূপান্তরন্তু প্রকটয় ইত্যর্থঃ। তথা সতি লোকে কুত্রাপি গোপয়িতুমশক্যঃ স ইতি ভাবঃ। হে বিশ্বাত্মন্নিতি—যুগপদনন্তরূপাবকাশত্বান্নত্র তবাশক্তিরিতি ভাবঃ, অতোঽধিকভুজদ্বয়ং কৌস্তুভাদিকঞ্চ গোপয়ন্ নিগূঢ়ং লোকানুরূপমেব রূপং প্রকাশয়েত্যর্থঃ। তথা সতি লোকে কুত্রাপি গোপয়িতুং শক্যসে ইতি ভাবঃ॥ জী০ ৩০॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এ বিষয়ে অনুমতির অপেক্ষা আছে, এইরূপ আশঙ্কা করে পুনরায় তাও দিলেন অধীর হয়ে—উপসংহর ইতি। আপনার এই যে অলৌকিক আকার-

৩১। বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥

৩১। অন্বয় ঃ পরঃ পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) ভবান্ নিশান্তে (প্রলয়ে) এতৎ বিশ্বং স্বতনৌ (স্বদেহে) যথাবকাশং (অসঙ্কোচতঃ) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) সঃ অয়ং (ভগবান্) মম গর্ভজঃ অভূৎ ইতি যৎ তৎ নৃলোকস্য (মনুষ্য লোকস্য) বিড়ম্বনং হি (অসম্ভবাদতঃ উপহাসকারণমেব)।

৩১। মূলানুবাদ ঃ (আপনার এই অলৌকিক রূপ সম্বরণ করতে বলছি কেন, শুনুন—)

যে পরমপুরুষ আপনি প্রলয়-অবসানে নিজদেহ মন্দিরে চরাচরাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে অবাধে ধারণ করেন, সেই আপনি আজ আমার গর্ভগত হয়েছেন। অহো ইহা মানুষী আমার বিড়ম্বনা মাত্র।

বিশেষ যাতে চক্রাদি সেবিত চারটি বাহু রয়েছে, তাই মাত্র গোপন করুন—অন্য মধুর রূপ প্রকাশ করুন, এইরূপ ভাব। ঐ অলৌকিক রূপ থাকলে অপেনাকে গোপন করা যাবে না। **হে বিশ্বাত্মন্ ইতি**—হে বিশ্বাত্মা—আপনি যে বিশ্বত্মা, তাই যুগপৎ অনন্তরূপ আপনাতে হতে পারে, এ বিষয়ে আপনার শক্তি আছে, এইরূপ ভাব। অতএব অধিক ভুজদ্বয় এবং কৌস্তুভাদি আবৃত করে দিন—সাধারণ নরবালকের মতো রূপ প্রকাশ করুন। এরূপ করলে আপনাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা যাবে॥ জী॰ ৩০॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বিশ্বাত্মন্নিতি বিশ্বমধ্যেঽহমপ্যস্মি তন্মমান্তর্মধ্যে স্থিত্বা কথমেবমধীরাং ধিয়ং প্রবর্ত্তয়সীতি তবৈবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। অলৌকিকমিতি লৌকিক নরবালকাকারো ভব। যথা ঝটিতি ত্বামহং ক্বাপি গোপয়ানীতি ভাবঃ॥ বি॰ ৩০॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিশ্বাত্মন্ ইতি—যেহেতু আপনি বিশ্বের অন্তর্যামী আর আমিও বিশ্বের মধ্যে রয়েছি, তাই আপনি আমার অন্তরের মধ্যেও রয়েছেন—আমার মধ্যে থেকে কেন আমার এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মাচ্ছেন। এতো আপনারই দোষ, এরূপ ভাব। **অলৌকিকম্ ইতি**—অলৌকিক রূপ সম্বরণ করুন। লৌকিক নরবালকের আকার হোন, যাতে আমি ঝটিতি আপনাকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারি॥ বি॰ ৩০॥

৩১ শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ নন্বধুনা মারয়াম্যেব তং, তথেদৃশেন ময়া পুত্রেণ তব কীর্ত্তিরেব ভবিষ্যতি, মাংসচক্ষুষোঽপি চমৎকৃতিমাপ্স্যন্তীত্যাশঙ্ক্য পুনর্বলাদ্বর্দ্ধিষ্ণুনা মাতৃভাবেন তস্য তাদৃশ-শক্তেরপ্রতীত্যা ব্যাজান্তরেণাপি তৎ প্রার্থয়তে—বিশ্বমিতি। অত্র তেষামাভাসেঽপি কিমিতি সাটোপমেব বাক্যম্, ততশ্চাধুনা মারয়াম্যেব ইত্যৌদ্ধত্যেন ধ্বনিতং স্যাৎ, এবমিত্যর্থান্তরম্। বিশ্বম্ অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডাত্মকং, নিশা প্রাকৃতপ্রলয়রাত্রিঃ, তদন্তে তস্যা নাশে সৃষ্টিস্থিতিসময়ে পরঃ পুরুষো মহৎস্রষ্টৃরূপঃ সন্ বিভর্ষি ইতি সোঽয়মেব হি বিশ্বমন্তর্ভাবয়ন্ স্বাংশিনং তং প্রবিশ্যাবির্ভবতীত্যভিপ্রায়াৎ। গর্ভজো গর্ভগশ্চেতি পাঠদ্বয়ম্॥ জী॰ ৩১॥

৩১। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শিশু যেন বলছে, অধুনা সেই কংসকে নিশ্চয় বধ করব—ঈদৃশ পুত্রের দ্বারা আপনার কীর্তিই হবে, আর আপনার মাংসচক্ষুরও সুখ-পরাকাষ্ঠা লাভ হবে—এইরূপ কথার আশঙ্কাতে উচ্ছলিত মাতৃস্নেহে বালকের তাদৃশ শক্তি আছে বলে বিশ্বাস না হওয়ায় ছল-গর্ভ বাক্যে পুনরায় ঐ অলৌকিক রূপ গোপনের প্রার্থনা করছেন দেবকীদেবী—বিশ্বম্ ইতি ! **বিশ্বং**—অনন্তকোটি ব্রহ্মাত্মক। **নিশা**—প্রাকৃত প্রলয়রাত্রি। **তদন্তে**—তার অবসানে সৃষ্টিস্থিতি সময়ে—(সেই সময়েই অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হেতু)। **পরঃ পুরুষঃ** মহৎস্রষ্টৃরূপ (হয়ে বিশ্ব ধারণ করেন)। **সোঽয়ং**—অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর সেই আপনিই আমার গর্ভে প্রবেশ করে আবির্ভূত হলেন ॥জী৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্বু কিমিত্যুপসংহর্ত্তব্যং ময়া পরমেশ্বরেণ পুত্রেণ তব মহতী প্রতিষ্ঠৈবাস্তিতি চেন্নাহং প্রতিষ্ঠামাশাসে ইত্যাহ বিশ্বমিতি নিশান্তে মন্দিরে 'নিশান্তবস্ত্য সদনভবনাগার মন্দির' মিত্যমরঃ। স্বতনুমন্দিরে যথাবকাশমসঙ্কোচতঃ নৃলোকস্য মানুষ্যা মম বিড়ম্বনমেব তদিদম্। অয়ি মূঢ়ে, কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহো ভগবাংস্তব মানুষপুত্র্যা গর্ভে স্থিতোঽভূদিতি বক্তুমভিমন্তমপি কিং ন লজ্জসে ইতি প্রতিবেশিন্যো মামুপহসিষ্যন্তীতি প্রত্যুতাপ্রতিষ্ঠৈব মম স্যাদিতি ভাবঃ। নন্বু পরব্রহ্মমূর্ত্তের্ভগবতঃ সাক্ষাদপরোক্ষানুভবিনোর্দেবকী বসুদেবয়োরপি কিমিদমঘটমানমাবিদ্যকং ভয়শোকাদিকং, নৈবং বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং বহিরঙ্গাভ্যাং পরভূতা খলু যান্তরঙ্গা স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিস্তস্যা অপি সারবৃত্তিরূপো যঃ প্রেমা তদ্বিলাসভূতমে-বেদং ভয়শোকাদিকমাবিদ্যকত্ব প্রবাদপাত্রী ভবিতুং নৈবার্হতি। প্রেম্নো মায়াতীতত্বে কিং প্রমাণমিতি চেৎ ভগবতঃ প্রেমবশ্যত্বান্যথাপপত্তিরেব মায়াময়ত্বে তস্য মায়াবশ্যত্বমাপদ্যতেতি। কিঞ্চাত্র চান্যত্র ব্যুৎপত্ত্যর্থ-মিদমভ্যস্যতে। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্য ইতি ভগবদুক্তেস্তস্য স্বরূপং ভক্ত্যৈব গম্যমিত্যবসীয়তে। সা চ ভক্তি স্ত্রিবিধা গুণীভূতা প্রধানীভূতা কেবলাচ তাসাঞ্চ ক্রমেণ জ্ঞানং জ্ঞানময়ী রতিঃ প্রেমা চেতি ফলানি তত্র জ্ঞানেন কেবলং চিৎসুখৈকময়ং ব্রহ্মস্বরূপমেব, জ্ঞানময় রত্যা চিদৈশ্বর্য্যময়ং ভগবৎস্বরূপমেব প্রেম্না তু মাধুর্য্যময়ং কৃষ্ণরামাদি স্বরূপমেবাস্বাদ্যতে। স্বরূপস্য বস্তুতঃ ঐক্যেঽপ্যাস্বাদনভেদাদ্ভেদাতিদেশঃ। তচ্চ মাধুর্য্যং শ্রীবিগ্রহনিষ্ঠরূপাদি পঞ্চকস্য ভক্তবাৎসল্যস্য লীলায়াশ্চ ইতি সপ্তবিধং ব্রজস্থস্য তস্য তু বৈশ্বৈশ্বর্য্যয়োরাধিক্যান্নবিধং যদুক্তং "চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে। ঐশ্বর্য্যক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চেতি।" প্রেমা চ দাস্যসখ্যবাৎসল্যোজ্জ্বল ভেদাচ্চতুর্বিধঃ। তেষ্বপি মধ্যে বাৎসল্য প্রেমা স্বস্বভাবমহিম্নৈব কৃষ্ণমনুকম্প্যত্বেন মমত্বাতিশয় বিষয়ীকৃত্য স্পষ্টমপ্যৈশ্বর্য্যং স্বয়মনুভূয়-মানত্বং প্রাপ্তমপি তথা আচ্ছাদয়তি যথা তন্মমতা রসনয়া নিবদ্ধো বশীভূয় স কৃষ্ণঃ স্বমাধুর্য্যমপারমন্যানাস্বাদ্যং বাৎসল্যপ্রেমবজ্জনমাস্বাদয়তি। জ্ঞানেন বা জ্ঞানময়রত্যা বা সচ্চিদানন্দাত্মকবস্তুনাং য আস্বাদস্তস্মাৎ কোটি-কোটিগুণিতাং মমতা হেতুকমাস্বাদং প্রেমা প্রবর্ত্তয়তি। তথাহি সর্ব্বসন্তাপ নিবর্ত্তকাৎ পরমহ্লাদকাৎ দৃশ্যমানাচ্চন্দ্রাদপি সকাশাৎ সর্ব্বগুণহীনোঽপি কালত্বাদি দোষযুক্তোঽপি দৃশ্যমানঃ স্বপুত্রো যৎ সুখমধিকং দত্তে তত্র মমতৈব যদি কারণং সর্ব্বগুণমণ্ডিতে স্বভাবাদেব নিরবধিক সুখপ্রদে শ্রীকৃষ্ণে পুত্রীভূতে নিরবধিকৈব সা মমতা প্রেমনিষ্ঠা কিমুতেতি জ্ঞান প্রেম্নোর্ভেদো বিবৃতঃ। যথা হ্যবিদ্যা স্ববৃত্ত্যা মম তয়া জীবং দুঃখয়িতু-

মেব বধ্নাতি তথৈব প্রেমা স্ববৃত্ত্যা মমতয়েশ্বরং সুখরূপমপ্যতিসুখয়িতুং বধ্নাতি যথা দণ্ডনীয় জনস্য গাত্রবন্ধনং রজ্জুনিগড়াদিনা। মাননীয় জনস্যাপি গাত্রবন্ধনমনর্ঘ সুগন্ধ-সূক্ষ্ম-শ্লক্ষ্ণ কঞ্চুকোষ্ণীষাদিনেত্যবিদ্যাধীনো জীবো দুঃখী। প্রেমাধীনঃ কৃষ্ণোঽতিসুখীতি। কিঞ্চ যথৈবাবিদ্যয়া স্ব তারতম্যেন জ্ঞানাবরণ তারতম্যাজ্জীবস্য পঞ্চ-বিধক্লেশতারতম্যং বিধীয়তে তথৈব প্রেম্নাঽপি স্বতারতম্যেন জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যাবরণ তারতম্যাৎ স্ববিষয়া-শ্রয়য়োরনন্ত প্রকারং সুখতারতম্যং বিধীয়তে ইতি তত্র কেবলঃ প্রেমা শ্রীযশোদাদিনিষ্ঠঃ স্ববিষয়াশ্রয়ৌ মমতা রসনয়া নিবধ্য পরস্পর বশীভূতে। বিধায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিকমাবৃত্য যথাধিকং সুখয়তি ন তথা দেবক্যাদি নিষ্ঠঃ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিলিতত্বেন প্রাবল্যাভাবাৎ তত্তৎপ্রেম্নস্তথা তথাভূতত্বে কারণন্তু নান্বেষ্টব্যম্। তাসাং যশোদাদি দেবক্যাদীনাং নিত্যসিদ্ধত্বাদেব তত্তত্তাদৃশ প্রেমবিশেষাণামপি নিত্যসিদ্ধত্বাৎ ইতি সর্ব্বং নিরবদ্যম্ ॥ বি০ ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ 'কেন আমি এই চতুর্ভুজরূপ সম্বরণ করবো ? পরমেশ্বরকে পুত্ররূপে লাভ হেতু আপনার মহতী প্রতিষ্ঠা হোক-না'—এরূপ কথার আশঙ্কায় দেবকীদেবী বলছেন—আমি প্রতিষ্ঠা চাই না। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বিশ্বম্ ইতি। **নিশান্তে**—মন্দিরে। যে-আপনি স্বতনু-মন্দিরে 'যথাবকাশং' অর্থাৎ অবাধে এই বিশ্ব 'বিভর্তি' ধারণ করেন, সেই আপনি আমার গর্ভে এসেছেন—এ **নৃলোকস্য বিড়ম্বনং**—মানুষী আমার বিড়ম্বনা মাত্র। প্রতিবেশীগণ যে উপহাস করবে, বলবে—অয়ি মূঢ়ে দেবকী, কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ সর্ববৃহৎ ভগবান্ তোমার মানুষপুত্র হয়ে ছোট্ট গর্ভে অবস্থিত হয়েছে, একথা বলতে ও অভিমান করতে কি তুমি লজ্জিত হচ্ছ না ?—এরূপে আমার অপ্রতিষ্ঠাই হবে, প্রতিষ্ঠা নয়। এখানে একটি প্রশ্ন—পরব্রহ্ম মূর্তিমন্ত ভগবানের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়রূপে অনুভবকারী দেবকী-বসুদেবের কেন এমন অসঙ্গত অবিদ্যাজনিত ভয়শোকাদি ? এরই উত্তরে, না না এরূপ প্রশ্ন উঠাতে পার না। বহিরঙ্গা বিদ্যা-অবিদ্যার মূল স্বরূপ অন্তরঙ্গ স্বরূপভূতা যে চিৎশক্তি—তারও সারবৃত্তি স্বরূপা যে প্রেমা, তারই বিলাসভূতা এই ভয় শোকাদি—ইহা এই প্রেমেরই ব্যাভিচারী ভাব অর্থাৎ তরঙ্গ। একে মায়িক অজ্ঞান প্রসূত বলা যাবে না—তাতে প্রেমার উপরই দোষারোপ করা হবে। প্রেমা যে মায়ার অতীত, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে—ভগবানের প্রেমবশ্যতা অন্যথানুপপত্তি প্রমাণে অবশ্য স্বীকার্য—কাজেই প্রেম যদি মায়িক হয় তবে শ্রীভগবানের মায়াবশ্যতা স্বীকার করে নিতে হয়। আরও, এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অন্যত্র এইরূপ আলোচিত হয়েছে—"আমি যেরূপ সর্বব্যাপি ও সচ্চিদানন্দ পুরুষ, তা একমাত্র ভক্তিদ্বারাই স্বরূপতঃ জানা যায়।"—"একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য হয়ে থাকি।" এইরূপে শ্রীভগবানের উক্তিদ্বারাই নিশ্চিত হল যে একমাত্র ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবানের স্বরূপ জানা যায়। সেই ভক্তি ত্রিবিধ—গুণীভূতা, প্রধানীভূতা এবং কেবলা। এই ভক্তিত্রয়ের ফল যথাক্রমে এইরূপ—জ্ঞান, জ্ঞানময়ী রতি এবং প্রেমা। পুনরায় এর মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা কেবল চিৎসুখৈকময় ব্রহ্মস্বরূপই, জ্ঞানময় রতিদ্বারা চিদ্ ঐশ্বর্যময় ভগবৎ স্বরূপই এবং প্রেমের দ্বারা মাধুর্যময় কৃষ্ণরামাদি স্বরূপই আস্বাদন হয়। বস্তুতঃ স্বরূপের ঐক্য থাকলেও আস্বাদন ভেদ হেতু ভেদের আরোপ। সেই মাধুর্যও সপ্তবিধ, যথা—

শ্রীভগবানুবাচ।

৩২। ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ॥

৩২। অন্বয়ঃ শ্রীভগবানুবাচ—[হে] সতি! সায়ম্ভুবে (তন্নামকে মন্বন্তরে) পূর্ব্বসর্গে (পূর্ব্বজন্মনি) ত্বং এব পৃশ্নিঃ অভূঃ (আসীঃ) তদা অয়ং (বসুদেবঃ) অকল্মশঃ (নিষ্পাপঃ) সুতপা নাম প্রজাপতিঃ (অভূৎ)।

৩২। মূলানুবাদঃ (বসুদেব দেবকীর স্তুতি বাক্যে পরমানন্দিত হয়ে স্বীয় প্রসিদ্ধ আবির্ভাবের কারণ বলবার নিমিত্ত স্তবমুখে সান্ত্বনা দিতে দিতে স্নেহাধিক্য হেতু মা-কে সম্বোধন করে শ্রীভগবান্ বলতে লাগলেন—হে সতি! স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্নি নামে বিখ্যাত ছিলে এবং বসুদেব তখন শুদ্ধচিত্ত সুতপা নামে প্রজাপতি ছিল।

শ্রীবিগ্রহনিষ্ঠরূপাদি পঞ্চকের (১ রূপমাধুর্যের অনুভূতি, ২ স্পর্শমাধুর্যের অনুভূতি, ৩ গন্ধমাধুর্যের অনুভূতি, ৪ শব্দমাধুর্যের অনুভূতি, ৫ রসমাধুর্যের অনুভূতি।), ভক্তবাৎসল্যের এবং লীলার মাধুর্য। ব্রজস্থ মাধুর্যের দুই অধিক, যথা—বেণুমাধুর্য এবং ঐশ্বর্যমাধুর্য—সব মিলিয়ে নববিধা মাধুর্য—"কৃষ্ণের বেণুমাধুর্যাদি চার-প্রকার মাধুর্য ব্রজেই পাওয়া যায়" এ কথা শাস্ত্রেই উক্ত আছে। প্রেমও চার প্রকার, যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং উজ্জ্বল। তার মধ্যেও আবার বাৎসল্য প্রেমা নিজ স্বভাব-মহিমায় কৃষ্ণকে অনুকম্পার পাত্র রূপে মমত্বাতিশয়ের বিষয় করত ঐশ্বর্য স্পষ্ট হলেও স্বয়ম্ অনুভবের বিষয় হলেও এমনভাবে তাকে আচ্ছাদন করে, যাতে সেই মমতারজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ হওয়ত বশীভূত হয়ে কৃষ্ণ অন্যের অনাস্বাদ্য নিজ অপার মাধুর্য বৎসল-প্রেমময় জনকে আস্বাদন করান। জ্ঞানের দ্বারা বা জ্ঞানময় রতি দ্বারা সচ্চিদানন্দ বস্তুর যে আস্বাদন, তার থেকে কোটিকোটিগুণ মমতা হেতুক আস্বাদন প্রেমা জন্মায়। তথা হি—সর্বসন্তাপ নিবর্তক, পরম আহ্লাদক দৃশ্যমান্ চন্দ্র থেকেও সম্মুখের নিজ পুত্রটি সর্বগুণহীন ও কালধর্মাদি দোষযুক্ত হলেও যেহেতু অধিক সুখ দেয়, আর সেখানে মমতাই যদি কারণ হল, তবে সর্বগুণমণ্ডিত স্বভাবতই অসীম সুখপ্রদ পুত্ররূপে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণে অসীম মমতা প্রেমনিষ্ঠা যে হবে, তাতে আর বলবার কি আছে। এইরূপে জ্ঞান এবং প্রেমের ভেদ বলা হল।

যথা অবিদ্যা নিজের বৃত্তি মমতায় জীবকে দুঃখ দেওয়ার জন্যই বন্ধন করে সেইরূপ প্রেমা নিজ-বৃত্তি মমতা দ্বারা-ঈশ্বর সুখস্বরূপ হলেও তাঁকে আরও অধিক সুখ দেওয়ার জন্য বন্ধন করে। যেরূপ না-কি দণ্ডনীয় জনের গাত্রবন্ধন-রজ্জুনিগড়াদিতে, আর মাননীয় জনের গাত্রবন্ধন অমূল্য-সুগন্ধ সূক্ষ্ম-কোমল কঞ্চুক-উষ্ণীষাদিতে এক দুঃখী অন্য সুখী—দুই-ই বন্ধন হলেও। সেইরূপ অবিদ্যার অধীন জীব দুঃখী, আর প্রেমাধীন কৃষ্ণ অতি সুখী। আরও যেমন অবিদ্যার তারতম্যে উহার জ্ঞানাবরণ তারতম্য হেতু জীবের পঞ্চবিধ ক্লেশ তার তম্য হয়ে থাকে সেইরূপই স্বতারতম্যে প্রেমের দ্বারাও জ্ঞান-ঐশ্বর্যাদি আবরণ তারতম্য হেতু স্ববিষয়-আশ্রয়ের অনন্ত প্রকার সুখ-তারতম্য হয়ে থাকে। এখানে শ্রীযশোদাদি নিষ্ঠ কেবল প্রেমা স্ববিষয়-আশ্রয়কে

৩৩। যুবাং বৈ ব্রহ্মণাদিষ্টৌ প্রজাসর্গে যদা ততঃ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তেপাথে পরমং তপঃ॥

৩৩। অন্বয় ঃ ততঃ (অনন্তরং) যদা প্রজাসর্গে (সন্তানোৎপত্তৌ) যুবাং ব্রহ্মণা আদিষ্টৌ ততঃ (তদা) ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য (সম্যক্ বশীকৃত্য) পরমং তপঃ তেপাথে (কৃতবন্তৌ)।

৩৩। মূলানুবাদ ঃ ঐ জন্মে যখন তোমরা প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলে তখন স্বস্ব ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযম করত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেছিলে।

মমতা-রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ করত পরস্পর বশীভূত করে জ্ঞান-ঐশ্বর্যাদি আবৃত করত যথা অধিক সুখ দান করে সেরূপ করে না দেবক্যাদি নিষ্ঠ প্রেমা। কারণ তাঁদের প্রেমার সহিত ঐশ্বর্য জ্ঞানের মিশ্রনে প্রাবল্যের অভাব। এঁদের সেই সেই প্রেমের তথা তথা হওয়ার কারণ কি, তা বের করা যাবে না—সেই যশোদা দেবক্যাদির নিত্যসিদ্ধত্ব হেতুই সেই সেই তাদৃশ প্রেমা বিশেষেরও নিত্য সিদ্ধতাই এখানে হেতু—এভাবে সব কিছুই নিরবদ্য ॥ বি০ ৩১ ॥

৩২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** এবং তয়োরুক্তিভিরানন্দিতো নিজপ্রসিদ্ধরূপাবির্ভাব-কারণকথনাদিনা তৌ প্রতিষ্টুবন্নিব পরিসান্ত্বয়ন্ মাতরি স্নেহবিশেষেণ তাং সম্বোধ্যাহ—ত্বমেবেত্যাদিনা। স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে সতি বর্ত্তমানে; যদ্বা, হে সতীতি পুনঃ পুনস্তস্যৈব পত্নীতয়া পাতিব্রত্য-নিষ্ঠাভিপ্রায়েণ, অকল্মষঃ রাগদ্বেষাদিরহিতঃ, এবমন্যোন্যং দাম্পত্যযোগ্যতোক্তা ॥ জী০ ৩২ ॥

৩ । **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** মায়ের এরূপ উক্তিতে আনন্দিত হয়ে বালক নিজপ্রসিদ্ধরূপ-আবির্ভাবের কারণ কথনাদি দ্বারা মাকে যেন প্রতিস্তব মুখে সান্ত্বনা দিতে দিতে তাঁর প্রতি স্নেহবিশেষে সম্বোধন করে বললেন—ত্বম ইতি। **স্বায়ম্ভুবে**—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে **সতি**—বর্তমানে অর্থাৎ বর্তমান স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে। অথবা, **হে সতি ইতি**—পুনঃ পুনঃ একই ব্যক্তির পত্নীত্ব হেতু পাতিব্রত্য-নিষ্ঠা অভিপ্রায়ে 'সতি' বলে সম্বোধন। **অকল্মষঃ**—(বসুদেব) রাগদ্বেষাদি রহিত—এই রূপে পরস্পরে দাম্পত্য যোগ্যতা বলা হল ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভো মাত র্ন কেবলমস্মিন্নেব জন্মনি ত্বদ্গর্ভ্ভগতোঽহমপি তু জন্মান্ত-রেষ্বপ্যতস্ত্বং কিমিতি স্বদৈন্যং মন্যসে ন ত্বং প্রাকৃত্যেব মানুষীত্যাহ ত্বমেবেত্যাদি চতুর্দ্দশভিঃ। অভূঃ আসীঃ স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে সতি বর্ত্তমানে অয়ং বসুদেবঃ ॥ বি০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শ্রীভগবান বললেন—ভো মাতঃ! কেবল যে এই জন্মে তাই নয়—জন্মান্তরেও তোমার গর্ভ থেকে আমি আবির্ভূত হয়েছি—তুমি নিজেকে এত দীন মনে করছ কেন, তুমি প্রাকৃত মানুষী নও—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ত্বমেব ইত্যাদি চতুর্দশ শ্লোকে। **স্বায়ম্ভুবে** স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে **অভূঃ**—ছিলে পৃশ্নি, আর **সতি**—বর্তমানে এই দেবকী। **অয়ং**—এই বসুদেব ॥ বি০ ৩২ ॥

৩৪ বর্ষবাতাতপহিম ঘর্ম্মকালগুণাননু।
সহমানৌ শ্বাসরোধ-বিনির্ধূতমনোমলৌ॥
৩৫। শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা।
মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মদারাধনমীহতু॥

৩৪-৩৫। অন্বয়ঃ বর্ষবাতাতপহিমঘর্ম্মকালগুণান্ (বর্ষাদীন্ ঋতুধর্ম্মান্) অনু (যথাক্রমং) সহমানৌ শ্বাসরোধবিনির্ধূত মনোমলৌ (শ্বাসরোধেন দূরীকৃতানি মনোমলানি যয়োঃ তৌ) শীর্ণপর্ণানিলহারৌ (গলিতপত্র—বায়ুমাত্রাহারৌ) মত্তঃ (মৎ সকাশাৎ) কামান্ অভীপ্সন্তৌ (ইচ্ছন্তৌ) উপশান্তেন চেতসা (নির্ম্মলান্তঃকরণেন) মম আরাধনং ঈহতুঃ (কৃতবন্তৌ)।

৩৪-৩৫। মূলানুবাদঃ বর্ষা বায়ু-হিম ঘর্ম প্রভৃতি কালধর্ম নিরন্তর সহ্য করত প্রাণায়াম দ্বারা মনের কামাদি মালিন্য বিদূরিত করে গলিত পত্র ও বায়ুমাত্র আহারে দেহ ধারণ পূর্বক পুত্রভূত আমার থেকে জন্মদাতা-ভাবোচিত সুখেচ্ছায় ভক্তি-যুক্ত চিত্তে আমার আরাধনা করেছিলে তোমরা দুজনে।

৩৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** বৈ প্রসিদ্ধৌ স্মরণে বা, ততস্তদানীমেবেতি ব্রহ্মাদেশ-পালপরতোক্তা, সংনিম্যেতি চ শান্তিনিষ্ঠা, অতএব পরমম্, অনেকার্থস্য তপেস্তপঃকর্ম্মককর্তৃত্বব্যক্তয় এব তপঃশব্দোঽনূদ্যত ইত্যভিপ্রেত্য তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তেপাথে তপঃ কৃতবন্তাবিতি, কিন্তু উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি তত্র কৃতবন্তাবিত্যেবার্থঃ পর্য্যবস্যতি, ততঃ এব চান্বিতং স্যাদিতি॥ জী০ ৩২॥

৩৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বৈ**—প্রসিদ্ধি অর্থে, অথবা স্মরণে। **ততঃ**—যখনই আদিষ্ট হলেন, তখনই তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন, ব্রহ্মার আদেশ পালনপর হয়ে। ইন্দ্রিয়গ্রাম **সংনিয়ম্য**—সম্যক্ ভাবে নিয়মিত করে অর্থাৎ শান্তি-নিষ্ঠা পরায়ণ হয়ে। অতএব **পরমম্**—পরম তপস্যা আরম্ভ করলেন॥ জী০ ৩৩॥

৩৪-৩৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তপ এব দর্শয়তি—বর্ষেতি যুগ্মকেন, বর্ষাদীন্ কালস্য গুণান্ স্বভাবান্ অনু নিরন্তরং সহমানৌ, আতপঃ সাক্ষাদ্রবিরশ্মিতাপঃ, ঘর্ম্ম ঔষ্ণ্যম্, যদ্বা, আতপঃ শারদস্য রবেঃ, ঘর্ম্মো নৈদাঘস্য; কিঞ্চ, শ্বাসরোধঃ প্রাণায়ামঃ, তেন প্রথমং সামান্যতো ধূতা নাশিতাস্ততো যাবদুপ-লভ্যন্তে, তাবন্নিঃশেষেণ ধূতাস্ততঃ স্বয়মনুপলভ্যমানায়া অপি সূক্ষ্মতমবাসনায়া উচ্ছেদনেন বিশেষেণ নির্ধূতা মনসো মলাঃ কামাদয়ো যাভ্যাং তৌ। এতেন যৎকিঞ্চিত্ত্ব-মধ্যমত্ব-যাবত্ত্ব ক্রমেণ তয়োরাগ্রহাধিক্যং বোধিতম্; অতএব উপশান্তেন সুস্থিরেণ কিংবা মন্নিষ্ঠেন 'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' (শ্রীভা০ ১১।১৯।৩৬) ইত্যুক্তেরিতি শান্তিনিষ্ঠা। মত্তঃ পুত্রভূতাৎ কামান্ জনকভাবোচিতসুখানি প্রজাসর্গ ইত্যুক্তত্বাৎ, 'মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ' (শ্রীভা০ ১০।৩।৩৮) ইতি বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ॥ জী০ ৩৪-৩৫॥

৩৪-৩৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কিরূপ তপস্যা, তাই বলা হচ্ছে—বর্ষাবাত ইতি দুইটি শ্লোকে। বর্ষাদি—কালের **গুণান্**—স্বভাব **অনু**—নিরন্তর সহ্য করতে করতে। **আতপঃ**—

৩৬। **এবং বাং তপ্যতোর্ভদ্রে তপঃ পরমদুষ্করম্।**
দিব্যবর্ষসহস্রাণি দ্বাদশেয়ুর্ম্মদাত্মনোঃ ॥
৩৭। **তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে।**
তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ ॥
৩৮। **প্রাদুরাসং বরদরাড়্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া।**
ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ ॥

৩৬। **অন্বয় ঃ** হে ভদ্রে! মদাত্মনোঃ(মচ্চিত্তয়োঃ) বাং(যুবয়োঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তং) পরমদুষ্করং তপঃ তপ্যতোঃ (তপস্যাং কুর্ব্বতোঃ) দ্বাদশদিব্যবর্ষসহস্রাণি ঈয়ুঃ (গতানি)।

৩৬। **মূলানুবাদ ঃ** মদ্গত চিত্ত হয়ে এইরূপ দুষ্কর তীব্র তপস্যা করতে করতে দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

৩৭–৩৮। **অন্বয় ঃ** অনঘে (হে নিষ্পাপে) তদা বাং (যুবয়োঃ) তপসা শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা চ নিত্যং হৃদি ভাবিতঃ (আরাধিতঃ সন্) পরিতুষ্টঃ বরদরাট্ (বরদেষু শ্রেষ্ঠঃ) অহং যুবয়োঃ কামদিৎসয়া (মনোরথপূরণ বাঞ্ছয়া) অমুনা (চতুর্ভুজবিশিষ্টেন) বপুষা প্রাদুরাসং (আবির্ভূতঃ সন্)বরং ব্রিয়তাম্ ইতি উক্তে বাং (যুবাভ্যাং) মাদৃশঃ (মৎসদৃশঃ) সুতঃ বৃতঃ (প্রার্থিতঃ)।

৩৭–৩৮। **মূলানুবাদ ঃ** হে অনঘে! তখন তোমাদের তপস্যা এবং তৎজনিত শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত নিরন্তর ধ্যান হেতু তোমাদের প্রতি তুষ্ট হয়ে বরদাতাগণের শ্রেষ্ঠ আমি তোমাদের মনোরথ পূরণের জন্য এই চতুর্ভুজ দেহে সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলাম এবং 'বর গ্রহণ কর' এরূপ বললে তোমরা মাদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেছিলে।

সাক্ষাৎ রবিরশ্মিতাপ। ঘর্ম-উষ্ণতা। **শ্বাসরোধঃ** - প্রণায়াম। **বিনির্ধূত মনোমলৌ**—প্রাণায়ামের দ্বারা প্রথমতঃ সামান্যভাবে মনোমলের অর্থাৎ কামাদির নাশ, ক্রমে নিঃশেষিতভাবে উহার উচ্ছেদে বিশেষভাবে নাশ। **উপশান্তেন**–সুস্থির চিত্তে অথবা শান্তিনিষ্ঠাযুক্ত চিত্তে। **মত্তঃ**—পুত্রভূত আমার থেকে। **কামান্**—জনক-জননী ভাবোচিত সুখরাশি ॥ জী০ ৩৪–৩৫ ॥

৩৪–৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** আতপঃ সৌরকিরণোত্থস্তাপঃ ঘর্ম্মো নিদাঘোত্থঃ ॥ বি০৩৪-৩৫ ॥

৩৪–৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আতপঃ** - সৌর-কিরণোত্থ তাপ। **ঘর্ম**—নিদাঘোত্থ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ভদ্রে পরমভাগ্যবতীতি তত্র যোগ্যতোক্তা; যদ্বা, ভদ্রবনে মাথুরক্ষেত্র এবাত্র ময্যেব আত্মা চিত্তং যয়োরিতি কামান্তরং নিরস্তমিত্যুপরতি-নিষ্ঠা ॥ জী০ ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ভদ্রে** পরমভাগ্যবতী—এই তপস্যা বিষয়ে যোগ্যতা বলা হল। অথবা, 'ভদ্র' পদে মথুরামণ্ডলের ভদ্রবনে-যে তপস্যা করেছেন। তাই ইঙ্গিত করা হল, **মদাত্মনো** – আমাতেই যাঁদের চিত্ত, সেই বসুদেব দেবকী ॥ জী০ ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মদাত্মনোর্মচ্চিত্তয়োঃ ॥ বি০ ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মদাত্মনো**—মদ্গতচিত্ত ॥ বি০ ৩৬ ॥

৩৭-৩৮। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তদেতি সার্দ্ধকম্। অনঘে হে সর্ব্বাপরাধরহিতে ইতি তপোনিশ্ছিদ্রতা সূচিতা, অতএব বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধেন যুবাং প্রতীত্যর্থঃ, পরিতুষ্টঃ সন্, পরীতি কর্ম্ম-প্রবচনীয়ং বা, তচ্চ বীপ্সায়াং, বীপ্সা চ জন্মভেদেনেতি তথৈবার্থঃ। নন্থ ভক্ত্যৈব পরিতোষ্যত্ত্বং, ন তু তপসা; সত্যং, পারম্পরিকমেব কারণং তদিত্যাহ—তপসা মৎসন্তোষার্থং প্রযুক্তেন জাতা যা নবধাসাধনভক্তৌ শ্রদ্ধা, তয়া জাতা যা তল্লক্ষণা ভক্তিস্তয়া, নিত্যং হৃদি ভাবিতঃ যত্নেন প্রাপিতঃ, চকারাদ্বিনৈব যত্নঞ্চ প্রেমলক্ষণয়া প্রাপিতঃ, পুত্রত্বভাবনাময্যেবেতি জ্ঞেয়ম্; অমুনা এতেন শ্রীকৃষ্ণাখ্যেন বপুষেতি পরিতোষাদৌ সর্ব্বত্র যোজ্যম্, অমুনা বপুষা হৃদি ভাবিতঃ, অতএব পরি সর্ব্বতোভাবেন তুষ্টোঽহম্, অতএবামুনৈব বপুষা প্রাদুরাসমিতি হেতৌ তৃতীয়া। বরদরাড়িতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্, কিঞ্চ, তপসোঽধিকফলদানে তত্র চোত্তরোত্তরাধিক্যে চ কারণং জ্ঞেয়ম্। ব্রিয়তামিত্যর্দ্ধকং, বাং যুবাভ্যামিত্যর্থঃ। তৃতীয়ায়াঃ ষষ্ঠী, মাদৃশঃ মৎসদৃশ এব বৃতঃ, ন তু সাক্ষা-দহম্; লজ্জাদিনা তথা বরণাশক্তেরিতি ভাবঃ ॥ জী০ ৩৭ ৩৮ ॥

৩৭-৩৮। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অনঘে**- হে সর্বাপরাধ রহিত। এই কথায় তপস্যার নিশ্ছিদ্রতা সূচিত হচ্ছে—আচ্ছা, ভগবান্ তো একমাত্র ভক্তিতেই পরিতুষ্ট হন—তপস্যা দ্বারা তো নয়। এ কথা সত্য; এখানে পারম্পরিক কারণ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'তপস্যা' তপস্যা আমার সন্তোষার্থে প্রযুক্ত হলে নবধা সাধনভক্তির প্রথম ভূমিকা শ্রদ্ধা জাত হয়—অতঃপর তার থেকে যে প্রেমভক্তি জাত হয়—সেই প্রেমভক্তিতে নিত্য হৃদয়ে ভাবিত হয়ে অর্থাৎ যত্নে প্রাপিত হয়ে—এখানে 'চ' কারের ব্যবহারে বুঝা যাচ্ছে—যত্ন বিনাও প্রেমের দ্বারা প্রাপিত হয়ে এই প্রেম পুত্রত্ব ভাবনাময়ী, এরূপ জানতে হবে। **অমুনা বপুষ**—এই শ্রীকৃষ্ণাখ্য বপুই হৃদয়ে ভাবিত, এতএব এই দেহেই আবির্ভূত, কারণ আমি সর্বতো-ভাবে তুষ্ট। **মাদৃশঃ**—মৎসদৃশই প্রার্থনা; সাক্ষাৎ আমি নই, লজ্জাদিতে তথা প্রার্থনার অশক্তি হেতু ॥

৩৭-৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মদীয় ব্রতরূপ তপঃ শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বকং নিরন্তরং মদ্ধ্যানমেব মৎপরিতোষে কারণমিত্যাহুঃ—তদেতি। অমুনা অনেন চতুর্ভুজেন ভক্ত্যেতি শ্রদ্ধয়েতি নিত্যমিতি ভাবিত ইতি পদত্রয়াধিক্যেন নেয়ং তপো যোগাঙ্গভূতা ভক্তির্ব্যাখ্যেয়া সা তু মদাত্মনোরিত্যেতাবন্মাত্রেণৈব সিদ্ধ্যেদত-স্ততঃ পৃথগ্ভূতা প্রেমহেতুভূতৈব ততশ্চ তপো যোগাবেবাধিকাবনয়োরৈশ্বর্য্য জ্ঞানহেতূ জ্ঞেয়াবিতি কেচি-দাহুরন্যেতু নিত্যসিদ্ধয়োর্দেবকী বসুদেবয়োঃ প্রেমাপ্যৈশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রো নিত্য এব তদংশয়োঃ পৃশ্নি সুতপসো জ্ঞানযোগৌ ত্বংশিনোস্তয়োরকিঞ্চিৎকরাবিত্যাহুঃ। অত্র চিন্তিত ইত্যনুক্ত্বা ভাবিতো ভাব বিষয়ীকৃত ইত্যনেন রাগভক্তিরবগম্যতে ॥ বি০ ৩৭-৩৮ ॥

৩৭-৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তপসা**—মদীয় ব্রতরূপ তপস্যা-শ্রদ্ধয়া ইত্যাদি—শ্রদ্ধা, ভক্তিপূর্বক নিরন্তর আমার ধ্যানই আমার পরিতোষের কারণ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তদা ইতি। **অমুনা** —এই চতুর্ভুজ রূপে। সেই তপস্যা হল, ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্বক নিরন্তর হৃদয়ে ভাবনা—এখানে 'ভক্তি-শ্রদ্ধা-নিত্য' এই পদত্রয়ের আধিক্যের দ্বারা বুঝান হচ্ছে, এই তপস্যাকে যোগাঙ্গভূতা ভক্তি বলে ব্যাখ্যা করা

৩৯। অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী।
ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ মমমায়য়া॥

৩৯। **অন্বয়ঃ** অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়ৌ (বিষয় ভোগাদিনিবৃত্তৌ) অনপত্যৌ (সন্তানহীনৌ) দম্পতী মে (মম) দেবমায়য়া (পুত্রস্নেহময্যা) মোহিতৌ মে (মত্তঃ) অপবর্গং ন বব্রাথে (প্রার্থিতবন্তৌ)।

৩৯। **মূলানুবাদঃ** তখন গ্রাম্যবিষয় সুখ উপভোগ রহিত নিঃসন্তান দম্পতি তোমরা তৎকালে পুত্রস্নেহময়ী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করনি।

চলবে না। এই তপস্যা মদাত্মনো—আমাতেই প্রাণ ঢেলে আমার আরাধনা। একমাত্র এতেই সিদ্ধি হয়ে যায়, অতএব ইহা একাই অবশ্যই প্রেমের হেতুভূতা—কাজেই এখানে পুনরায় অধিকভাবে তপ-যোগকে আনাতে বুঝা যাচ্ছে, এঁদের ভক্তি ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা। এ বিষয়ে বিচার আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যথা—কেউ কেউ বলেন নিত্যসিদ্ধ অংশী বসুদেব দেবকীতে ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা প্রেম থাকাতেই তাঁদের নিত্যসিদ্ধ অংশ পৃষ্ণিগর্ভাদিতে যে প্রেম, তা ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা হয়েছে। এরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীবসুদেব-দেবকীর পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। তাই মূলে বলা হল হৃদয়ে 'ভাবিত,'—'চিন্তিত' শব্দ ব্যবহার করা হল না। ভাবিত পদের অর্থ হল, ভাব বিষয়ীকৃত—এতে বুঝা যাচ্ছে, এঁদের ভাবটি হল রাগভক্তি॥ বি৩৭-৩৮॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তাদৃশেন মদ্ভাবেন যুবাং ন কেবলং বিষয়ান্তরোৎপাদনং নাদৃতবন্তৌ, অপি তু তদনাদরেণ মোক্ষায় যোগ্যাবপি মৎপ্রসাদেন তং হস্তপ্রাপ্তমপি নাদৃতবন্তৌ ইত্যাহ—অজুষ্টেতি। তত্রাজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবিত্যনেনাহঙ্কারাস্পদ দেহাবেশো নিরস্তঃ, অনপত্যাবিত্যনেনাপতোপ-লক্ষিতমমতাস্পদাভাব উক্তঃ, ততশ্চাবর্গবরণযোগ্যতা দর্শিতা, তদুক্তম্—'বিনির্ধূতমনোমলৌ' (শ্রীভা০ ১০।৩।৩৪) ইতি, তত্রাপি মে মত্ত ইতি প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়ীকৃতা, তদুক্তং বরদরাড়িতি, তাদৃশাবপি যুবাং তাদৃশাবপি মত্তো ন বব্রাথে, তত্র ক্রমপ্রাপ্তং হেতুং নির্দ্দিশতি—মোহিতৌ মম মায়য়েতি। মম মদীয়য়া মায়য়া ঝটিতি স্ববিষয়কপুত্রস্নেহসম্পাদিকয়া মায়য়া কৃপয়া; যদ্বা মদ্বিষয়কপুত্রোচিতলালনেচ্ছাময্যা কৃপয়া তিরস্কৃতান্যভাবত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তস্তু—'সালোক্যসার্ষ্টি'(শ্রীভা০ ৩।২৯।১৩)ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধ এবেতি নোক্তঃ॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** আমা বিষয়ে তাদৃশ ভাবে তোমরা দুজন কেবল যে বিষয়ান্তর উৎপাদনেই আদররহিত তাই নয়, বিষয়ে অনাদর হেতু মোক্ষের যোগ্য হয়েও, আমার প্রসাদে মোক্ষ হাতের মুঠায় এসে গেলেও তাতেও আদর রহিত —এই আশয়ে বলা হচ্ছে - অজুষ্ট ইতি। **অজুষ্টগ্রাম্য বিষয়ৌ**—গ্রাম্যবিষয়সুখ উপভোগ রহিত, এই বাক্যে অহঙ্কারাস্পদ দেহাবেশ নিরস্ত হল। **অনপত্যৌ**—নিঃসন্তান বাক্যে উপলক্ষণে মমতার বস্তুর অভাব সূচিত হল। এতে মোক্ষ বরণের যোগ্যতা দেখান হল। এ বিষয়ে ভা০ ১০।৩।৩৪ শ্লোকে পূর্বেই বলা হয়েছে, এরা দুজন নির্ধূত কষায়। এর মধ্যেও আবার **মে** আমার থেকে, যে আমি বরদশ্রেষ্ঠ বলে উক্ত, এইরূপে প্রাপ্তি সম্ভাবনা দৃঢ়ীকৃত হল। তোমরা তাদৃশ হয়েও তাদৃশ আমার থেকেও মোক্ষবর চাও নি। এ সম্বন্ধে ক্রমপ্রাপ্ত হেতু নির্দেশ করা হচ্ছে, 'আমার মায়াতে মোহিত', ঝটিতি স্ববিষয়ক পুত্রস্নেহ-সম্পাদিকা কৃপাতে মোহিত; অন্যভাব তিরস্কৃত হওয়া হেতু॥

৪০। গতে ময়ি যুবাং লব্ধ্বা বরং মৎসদৃশং সুতম্।
গ্রাম্যান্ ভোগানভুঙ্ক্তাথাং যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ ॥

৪০। **অন্বয়** ঃ ময়ি গতে যুবাং মৎসদৃশং সুতং বরং লব্ধ্বা যুবাং প্রাপ্ত মনোরথৌ গ্রাম্যান্ ভোগান্ (বিষয়ান) অভুঙ্ক্তাথাং (বুভুজাথে)।

৪০। **মূলানুবাদ** ঃ আমি বর দিয়ে চলে গেলে মৎসদৃশ পুত্রবর লাভে প্রাপ্ত মনোরথ তোমরা পরে গ্রাম্যবিষয় ভোগ করেছিলে।

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মায়য়া পুত্রস্নেহময্যা 'বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুরিতু'্য-পরিষ্টাদুক্তেঃ পুত্রস্নেহোঽপি মায়াশব্দেনোচ্যতে। মোহিতৌ তদাস্বাদানন্দেন বিচিত্রীকৃতৌ ॥ বি০ ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **মায়য়া**—পুত্রস্নেহময়ী মায়ায়। ভা০ ১০।৮।৪৩ শ্লোকে বলা হয়েছে—"কৃষ্ণ বিস্তার করলেন. পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবীমায়া (প্রেমবিশেষ); এই উক্তিতে পুত্রস্নেহও মায়া শব্দে উক্ত হল। **মোহিতৌ**—সেই আস্বাদন-আনন্দে বিস্মিতকৃত তারা দুজন ॥ বি০ ৩৯ ॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ অতঃ সাধিতে ময়ি মদেকার্থাদ্বৈরাগ্যাদপি শিথিলৌ জাতৌ, উৎফুল্লমনস্তেন স্বস্য মল্লক্ষণপুত্রসম্পত্তিযোগ্যতেচ্ছয়া চ বিষয়মপ্যর্জিতবন্তাবিত্যাহ—গতে ময়ীতি। পশ্চাদ্গ্রাম্যান্ ভোগানপি যুবাং ভুক্তবন্তৌ, যতো যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ ভূতৌ; যুবাং প্রতি গতে ইতি বা। অত্র টীকায়াং বরং দত্ত্বা ইত্যধ্যাহৃত্যৈব ব্যাখ্যাতম্, দত্ত্বেতি পাঠস্য কুত্রাপ্যদর্শনাৎ। বরং মৎসদৃশমিত্যত্র চ বর-শব্দঃ কর্ম্মসাধনঃ ॥ জী০ ৪০ ॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর আমাকে পাওয়ার জন্য যে সাধনা, তা সিদ্ধ হয়ে গেলে আমাকে পাওয়ার জন্য পূর্বে যে বৈরাগ্য ছিল, সে বৈরাগ্যও তাদের দুজনের শিথিল হয়ে গেল। এই বরের দ্বারা উৎফুল্লমনা তারা দুজন নিজেদের মল্লক্ষণপুত্রসম্পত্তি প্রাপ্তি যোগ্যতা ইচ্ছায় বিষয়ও অর্জন করতে লাগলেন। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গতে ময়ি।

আমি চলে যাওয়ার পর গ্রাম্য ভোগও তারা দুজন উপভোগ করতে লাগলেন, যেহেতু তারা প্রাপ্ত মনোরথ হয়ে গিয়েছেন।

এই টীকাতে 'বরং দত্ত্বা' অর্থাৎ 'বর দিয়ে' এই কথাটি বসিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। 'দত্ত্বা' এরূপ পাঠ কুত্রাপি দেখা যায় না। 'বরং মৎসদৃশম্' এখানে 'বর' শব্দ কর্মসাধন ॥ জী০ ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকা** ঃ গ্রাম্যান্ ভোগানিতি তাদৃশ পুত্রোৎপত্তীচ্ছয়েতি ভাবঃ। ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মশ্চেত্যমরঃ ॥ বি০ ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকানুবাদ** ঃ তাদৃশ পুত্রোৎপত্তি ইচ্ছা করে গ্রাম্যসুখভোগ স্বীকার করলেন। 'ব্যবায়ো' এবং গ্রাম্যধর্ম একই অর্থ বাচক-অমর।

৪১। অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥

৪১। **অন্বয়** ঃ শীলৌদার্য্যগুণৈঃ (সচ্চরিত্র সাবল্যাদিধর্ম্মৈঃ) সমং (তুল্যং) লোকে (ভুবনে) অন্যতমং (অপরং) অদৃষ্ট্বা (অলব্ধা) পৃশ্নিগর্ভ ইতিশ্রুতঃ (পৃশ্নিগর্ভ ইতি নাম্না বিখ্যাতঃ) অহং বাং (যুবয়োঃ) সুতঃ অভবম্ (জাতঃ)।

৪১। **মূলানুবাদ** ঃ (প্রথম জন্মের কথা বলা হচ্ছে—) এই লোকে সচ্চরিত্র-মহত্ত্ব কারুণ্যাদি গুণে আমার সমান অন্য কাকেও না দেখে আমি স্বয়ংই তোমাদের পুত্র হয়েছিলাম এবং পৃশ্নিগর্ভ এই নামে বিখ্যাত হয়েছিলাম ॥

[শ্রীসনাতন বৃ০ তোষণী ঃ পুত্রোৎপত্তি-উপকরণ হিসাবে তৈল-তাম্বুল-শয্যা-বস্ত্রাদি উপভোগের অপেক্ষা থাকায়, তাঁরা উহা স্বীকার করলেন ॥ স০ ৪০ ॥

শ্রীজীবক্রমসন্দর্ভ ঃ আমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্তিরূপ বরলাভে তোমরা উৎফুল্লমনা হয়ে উঠলে। সুতরাং তাদৃশ পুত্রযোগ্য সম্পত্তির যোগ্য হওয়ার ইচ্ছায় বিষয় উপার্জনে মন দিলে,—এইরূপ অর্থই এখানে হবে ॥ ক্রম০ ৪০ ॥]

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ অহন্তু ভবদ্ভ্যাং তদুক্তিচাতুর্য্যাচ্ছলিত ইব, পশ্চাদ্বিচার্য্য ভবন্মনোগতমেব কৃতবানিত্যাহ—অদৃষ্ট্বেতি। শীলং, সচ্চরিত্রম্, ঔদার্য্যং মহত্ত্বং গুণস্তয়োঃ কারণং কারুণ্যাদি, তৈরাত্মনৈব সমং তুল্যম্, স্মৃতঃ খ্যাতঃ, শ্রুত ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ, সোঽয়মেব ত্রেতাযুগাধিষ্ঠাতা বভূবেতি লক্ষ্যতে, 'বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ' ইত্যাদিকং হ্যেকাদশে (শ্রীভা০ ১১।৫।২৬) প্রসঙ্গতঃ শ্রূয়তে ॥ জী০ ৪১ ॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ আমি কিন্তু তোমাদের স্তুতিমুখে সেই সব কথায় যেন ছলিতই হয়েছিলাম—পরে বিচার করে তোমাদের মনোগত ভাবেই কাজ করেছিলাম—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অদৃষ্টেতি। **শীলং**—সচ্চরিত্র। **ঔদার্যং** মহত্ত্ব। **গুণঃ**—সচ্চরিত্র-মহত্ত্ব থাকা হেতু কারুণ্যাদি গুণ—এত সবে বিশিষ্ট আমার তুল্য অন্য কাউকে না দেখে ॥ জী০ ৪১ ॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পৃশ্নিগর্ভ ইতি সোঽয়ং ত্রেতাযুগাবতারো লক্ষ্যতে। "বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভ" ইত্যেকাদশে তৎপ্রাসঙ্গিকোক্তেঃ ॥ বি০ ৪১ ॥

৪১। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **পৃশ্নিগর্ভ**—সেই আমিই প্রথম জন্মে পৃশ্নগর্ভ নামে অবতীর্ণ হলাম। এই নামের দ্বারা ত্রেতার যুগাবতারকে লক্ষ্য করা হয়েছে। বিষ্ণুর্যজ্ঞ, পৃষ্ণিগর্ভ এই সব নাম একাদশে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে ॥ বি০ ৪১ ॥

৪২। তয়োর্ব্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ॥

৪৩। তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাম্।
জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি॥

৪২। অন্বয় ঃ পুনঃ এব অহং তয়োঃ বাং (যুবয়োঃ কশ্যপাদিতিরূপাভ্যাং স্থিতয়োঃ) কশ্যপাৎ অদিত্যাম্ উপেন্দ্রঃ (ইন্দ্রানুজঃ) ইতি বামনত্বাৎ (খর্ব্বত্বাৎ) বামনঃ বিখ্যাতঃ আস (জাতঃ)।

৪২। মূলানুবাদ ঃ (দ্বিতীয়-জন্মে) পুনরায় আমি অদিতি কশ্যপরূপ তোমাদের পুত্ররূপে জন্মেছিলাম এবং বিখ্যাত হয়েছিলাম উপেন্দ্র ও খর্বাকৃতি হেতু বামন নামে।

৪৩। অন্বয় ঃ সতি! অহং ভূয়ঃ (পুনঃ) অস্মিন্ তৃতীয়ে ভাবে (তৃতীয় জন্মনি) অথ তেন এব বপুষা (তেনৈব রূপেণ বিশিষ্টঃ সন্) তয়োঃ এব বাং (যুবয়োঃ) জাতঃ। মে ব্যাহৃতং (বচনম্) সত্যম্।

৪৩। মূলানুবাদ ঃ অনন্তর তৃতীয় এই জন্মে পূর্বকথিত সেই চতুর্ভুজ মূর্তিতে আমি স্বয়ং তোমাদের পুত্ররূপে এই জন্ম নিলাম। হে সতি! আমার বাক্য সত্য হল।

৪২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তয়োরিতি তৈর্ব্যাখ্যাতং, তত্র তদপীত্যাদৌ, তদপি মমৈব পুনরস্তিত্বমিত্যর্থঃ। বামন আসেতি, যদিতি, 'উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ' ইতি বিখ্যাতো যঃ, স আস ইতি যদিত্যর্থঃ;অস্তের্লিটি রূপং ভ্বাদেশাভাব আর্ষঃ। যদ্বা,তথা তথা বিখ্যাতঃ সন্ যঃ কশ্যপাদদিত্যামাস বভূব, সোঽহমেব তদ্রূপয়োর্যুবয়োরাস বভূবেত্যর্থঃ॥ জী০ ৪২॥

৪২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তয়োঃ ইতি—এ শ্লোকের স্বামিপাদের ব্যাখ্যা—'আদিত্যাং কশ্যপাদ্বামন আসেতি যত্তদপি' ইত্যাদি—অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ অদিতি কশ্যপ থেকে আমার সত্তারই পুনরাবৃত্তি বামনরূপে জাত হয়েছিল সেইরূপ তোমাদের থেকে আমিই পুনরায় জাত হয়েছি। এই বামনদেব ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই বলে উপেন্দ্র নামে এবং খর্বাকৃতি বলে বামন নামে খ্যাত। অথবা, তথা তথা বিখ্যাত হয়ে যে জাত হয়েছিল কশ্যপ-অদিতি থেকে সেই আমিই বসুদেব-দেবকী তোমাদের থেকে আবির্ভূত হলাম॥ জী০ ৪২॥

৪২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অদিত্যাং কশ্যপাদ্বামন আসেতি যত্তদপি তদ্রূপয়োর্যুবয়োরহমেব পুনরাসম্ ইত্যর্থঃ॥ বি০ ৪২॥

৪২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অদিতি-কশ্যপে যে বামন জাত হয়েছিল, সে তো তদ্রূপ তোমাদিগেতে পুত্ররূপে পুনরায় আমিই জন্মেছিলাম॥ বি০ ৪২॥

৪৩ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ যেন পুরা বরায় প্রাদুরাসম্, অতএব পৃশ্নিগর্ভাদিত্বে 'তেনৈব বপুষা' ইত্যনুক্তত্বাৎ, ন তু তদানীমধুনৈব স্বয়মেব, কিন্তু স্বাংশেনৈবেতি—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণঃ' (শ্রীভা০ ১।৩।২৮) ইত্যাদ্যুক্তেঃ, 'পৃশ্নিগর্ভস্ত তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ' (শ্রীভা০ ১০।৬।২৫)

৪৪। এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥

৪৪। **অন্বয় ঃ** এতদ্‌রূপং (চতুর্ভুজস্বরূপং) মে প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় (মম পূর্ব্বজন্মস্মরণায়) বাং (যুবয়োঃ) দর্শিতং অন্যথা মর্ত্যলিঙ্গেন (মনুষ্যেণ) মদ্ভবং (মমজন্মরূপং) জ্ঞানং ন জায়তে।

৪৪। **মূলানুবাদ ঃ** আমার প্রাগ্‌জন্ম স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই তোমাদিকে এই চতুর্ভুজ রূপ দেখলাম—অন্যথা দ্বিভুজ মনুষ্যচিহ্নদ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মাতো না।

ইত্যত্রাপ্যেতদেব গীর্দেব্যা সূচিতমস্তি, অতএব বৈ নিশ্চয়ে। অথ কার্ৎস্ন্যে তৃতীয় এব ভবে তৎসদৃশসুত-প্রাপ্তিলক্ষণবরস্য পরমপূর্ণতাপেক্ষয়া চ 'সত্যং মে ব্যাহৃতম্' ইত্যুক্তম্॥ জী॰ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টিকানুবাদ ঃ** যে-চতুর্ভুজরূপে পুরাকালে বর দেওয়ার জন্য প্রাদুর্ভূত হয়েছিলাম, পৃষ্ণিগর্ভরূপে সেই ভাবেই জাত হলাম, এরূপ না বলায় বুঝা যাচ্ছে, অধুনাই এই কংস কারাগারে তোমাদের থেকে **বৈ** নিশ্চয়ই স্বয়ংরূপে জাত হলাম, তখন হই নি। তখন জাত হয়েছিলাম পৃষ্ণিগর্ভরূপে স্বাংশে। যথা, (শ্রীভা॰ ১।৩।২৮) বাক্য—"আগে যাঁদের কথা বলা হল, এরা সব কেঁউ পরম-পুরুষের অংশ কেঁউ বিভূতি—কিন্তু কৃষ্ণ হলেন শ্রীভগবান্ স্বয়ং।" আরও, (শ্রীভা॰ ১০।৬।২৫) "পৃষ্ণিগর্ভ" তোমার বুদ্ধি, আর স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ তোমার আত্মা রক্ষা করুন।" এখানেও সরস্বতীদেবী সেই কথাই প্রকাশ করেছেন। অতএব এখানে শেষমেষ এই তৃতীয় জন্মেই বলা হল—"আমার বর সত্য হল," এরূপ কথা। কারণ পূর্বে তোমার সদৃশ পুত্রপ্রাপ্তিলক্ষণ বরের পরিপূর্ণতার অপেক্ষা ছিল॥ জী॰ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভবে জন্মনি তেনৈব চতুর্ভুজেন অহং জাত ইতি প্রথমে জন্মন্যহং পৃশ্নিগর্ভঃ দ্বিতীয়েঽহং বামনঃ তৃতীয়েঽস্মিন্নমহমেবেত্যস্মচ্ছব্দমাত্র বাচ্যত্বেন মমৈব পূর্ণত্বং তয়োর্মদংশত্বমিতি বোধিতম্। এবং ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিরিতি। ন তু পৃশ্নিরেব ত্বমিত্যুক্ত্বা যুবামিতি পুত্রভাবেন নরাকৃতি পরব্রহ্ম ভাবেন বা কৃতস্নেহৌ সকৃদেব বা চিন্তয়ন্তৌ পরাং প্রকটলীলাত উত্তরামপ্রকটলীলাং পৃশ্ন্যাদীনাং অংশত্বং দেবকী বসুদেবয়োরংশিত্বঞ্চ। সতি হে কোবিদে। সন্ সুধী কোবিদো বুধ ইত্যমরঃ॥ বি॰ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অস্মিন্ ভবে**—এই জন্মে সেই চতুর্ভুজরূপে আমি জাত—এইরূপে প্রথম জন্মে 'আমি পৃশ্নিগর্ভরূপে জাত' দ্বিতীয় জন্মে 'আমি বামনরূপে জাত' এই তৃতীয় জন্মে 'আমিই জাত' এইরূপে শুধুমাত্র 'আমি' শব্দ বলাতে আমারই পূর্ণত্ব অর্থাৎ স্বয়ংভগবত্তা ও আগের দুই জনের অংশত্ব বোঝা যাচ্ছে। এইরূপেই পূর্বে ১০।৩।৩২ শ্লোকে দেবকীকে বলা হয়েছে—'তুমিই পূর্বসর্গে পৃষ্ণি ছিলে—কিন্তু পৃশ্নিই তুমি, এরূপ না বলাতে—অতঃপর পরবর্তী ১০।৩।৪৫ শ্লোকে এইরূপ উক্ত হওয়াতে, যথা "যুবাং মাং পুত্র ভাবেন ইত্যাদি" অর্থাৎ "স্বভাবতঃই প্রেমবান্ তোমরা পুত্র ভাবে বা নরাকৃতি পরব্রহ্মভাবে আমাকে একবার মাত্র চিন্তা করেও প্রকট লীলার পর আমার অপ্রকটলীলা-ধামে যাবে।"—এইসব প্রমাণের দ্বারা পৃশ্নাদির অংশত্ব এবং দেবকী-বসুদেবাদির অংশিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে॥ বি॰ ৪৩॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টিকা ঃ** ভবত্যস্মিন্ ইতি ভবো বিষয়ঃ, অহং বিষয়ো যস্য তজ্-জ্ঞানং নির্ণয়ো মনুষ্যরূপেণ ন স্যাৎ; জন্মত ইতি চিৎসুখপাঠঃ। যদ্বা, যচ্চোক্তং রূপঞ্চেদমিত্যাদি, তত্রাহ—এতচ্চতুর্ভুজাকারং যদ্রূপং দর্শিতং, তত্তু বরদানমারভ্য প্রাচীনতদাকার প্রাদুর্ভাবত্রয়স্মরণায়ৈব, ন তু প্রাধান্যাপেক্ষয়া, নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বেনৈব স্বয়ং ভগবতো মম তত্র তত্র প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চান্যথা প্রকারান্তরেণ মম ভবো জন্ম তৎপ্রতীতির্যত্র তজ্জ্ঞানং ন জায়তে। কেনাত্র প্রকারান্তরম্? তদেবাহ—মর্ত্যস্য দ্বিভুজত্বাদিনা প্রাকৃতমনুষ্যস্যেব লিঙ্গং চিহ্নং যত্র তেন গূঢ়েন নরাকৃতিপরব্রহ্মরূপেণেত্যর্থঃ। তস্মাচ্চতুর্ভুজ-দ্বিভুজতয়া ক্রীড়তো মম মুখ্যোঽপি তদাকারঃ প্রথমং ন দর্শিত ইতি ভাবঃ। মুখ্যত্বঞ্চাস্য দর্শিতম্ 'একোঽসি প্রথমম্' ইত্যাদি, 'তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে' (শ্রীভা০ ১০।১৪।১৮) ইত্যন্ত-ব্রহ্মবাক্যে, 'ন চান্তর্ন বহির্যস্য' (শ্রীভা০ ১০।৯।১৩) ইত্যাদি শ্রীশুকবাক্যে, 'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্' (শ্রীভা০ ১০।৪৪।১৪) ইত্যাদিনা শ্রীশুকদেবেনাপি স্বয়মনুমোদমানেনানুদিতে মথুরাপুরস্ত্রীবাক্যে, 'যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকম্' (শ্রীভা০ ৩।২।১২) ইত্যাদি শ্রীমদুদ্ধব-বাক্যে চ॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ মদ্ভব**—ভবো—বিষয়। তোমাদের জ্ঞানের বিষয় চতুর্ভুজরূপ, তার নির্ণয় মনুষ্যরূপ থেকে হয় না—কারণ এ অতি গূঢ়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত—এই যে চতুর্ভুজাকার যা তোমাদের এখন এই কংসকারাগারে দেখান হল, তা বরদান থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন সেই সেই আকারের প্রাদুর্ভাব-ত্রয় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই—কিন্তু এই চতুর্ভুজ রূপের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নয়। কারণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম ভাবেই স্বয়ংভগবান্ আমার প্রতিপাদন হয়েছে শাস্ত্রে সেই সেই স্থানে আরও, কারণ আমি যদি **অন্যথা**—প্রকারান্তরে অর্থাৎ দ্বিভুজরূপে আসতাম, তবে তোমাদের ঐশ্বর্যনিষ্ঠ মনে আমাকে বুঝতেই পারতে না—তোমাদের মন-যে সেই চতুর্ভুজ রূপেই নিবিষ্ট হয়ে আছে। নরাকৃতি পরব্রহ্ম রূপটি কি, তাই বুঝানো হচ্ছে শাস্ত্র প্রমাণ সহ, যথা—দ্বিভুজাদি দ্বারা প্রাকৃত মানুষের মতো চিহ্নে গোপন-বিগ্রহ। সুতরাং চতুর্ভুজ-দ্বিভুজরূপে লীলাপরায়ণ আমার দ্বিভুজরূপ মুখ্য হলেও প্রথমেই তা দেখান হয় নি, এইরূপ ভাব। দ্বিভুজরূপই যে মুখ্য, তাও দেখান হচ্ছে—(শ্রীভা০ ১০।১৪।১৮ ব্রহ্মার উক্তি—ব্রহ্মমোহন লীলায়) "প্রথমে আপনি এক ছিলেন দ্বিভুজ ভোজন-বিলাসীরূপে, পুনরায় লীলান্তে আপনি সেই দ্বিভুজ অদ্বয়ব্রহ্ম কৃষ্ণরূপেই আমার নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হচ্ছেন।" আরও, (ভা০ ১০।৯ ১৩) "মর্তলিঙ্গ অর্থাৎ দ্বিভুজ নরাকৃত ব্রহ্মকে মা যশোদা উলূখলে বন্ধন করলেন।" আরও, শ্রীশুকদেবের নিজেরও অনুমোদন আছে বলেই মথুরাপুরস্ত্রীগণের মুখে প্রকাশ করলেন—(ভা০ ৩।২।১২) "চিৎশক্তি তার বল পরিপূর্ণরূপে দেখাবার জন্য তোমার এই অপূর্ব দ্বিভুজ ঐশ্বর্যমাধুর্যমণ্ডিত মর্তলীলার উপযোগী রূপ প্রকাশ করছেন"॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকা ঃ** ময়ি ভবতীতি মদ্ভবং মদ্বিষয়ং মর্ত্যলিঙ্গেন ময়েত্যহন্তু স্বয়ং পরিপূর্ণ-স্বরূপো মর্তলিঙ্গো দ্বিভুজ এব নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বাদিতি ভাবঃ॥ বি০ ৪৪॥

৪৫। যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বাসকৃত।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্॥

৪৫। **অন্বয়ঃ** যুবাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বা অসকৃৎ (নিরন্তরং) চিন্তয়ন্তৌ কৃত স্নেহৌ (অনুরাগবন্তৌ) পরাং মদ্গতিং যাস্যেথে।

৪৫। **মূলানুবাদঃ** স্বভাবতই বাৎসল্য প্রেমসাগর আপনারা দুজন মুখ্যত পুত্রভাবে এবং গৌণত ব্রহ্মভাবে আমাকে নিরন্তর ধ্যান করতে করতে আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হবেন।

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকানুবাদঃ মদ্ভবং**—'ময়ি + ভবতি' এইরূপে আমার বিষয়ে (জ্ঞান হতে পারে না)—মনুষ্যোচিত লক্ষণ হেতু—আমি তো স্বয়ংপরিপূর্ণস্বরূপ মর্তলিঙ্গ দ্বিভুজ নরাকৃতি পরব্রহ্ম, সেই হেতু—এরূপ ভাব॥ বি০ ৪৪॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ** যুবামিতি, বা-শব্দ উপমার্থে বিকল্পে বা, স্বরূপেণ গুণেন চ বৃহত্তমত্বান্মুখ্যত্বেন ভগবানেবাত্র ব্রহ্ম, তাদৃশভাবেন কৃতস্নেহৌ সন্তৌ মুহুশ্চিন্তয়ন্তৌ, ভাবদ্বয়স্য তুল্যত্বঞ্চ বিষয়মাহাত্ম্যাৎ। পরাং মদ্গতিং পরমবৈকুণ্ঠং তদ্গমনঞ্চ কশ্যপাদিতিভ্যাম্ একীভূয়াধিকারান্তে জ্ঞেয়ম্। অন্যত্তৈঃ। অত্রাবতারিকায়ামিতি কথমিত্যন্বয়ঃ, অত ইত্যাদিস্তু সিদ্ধান্তঃ, অথবা তদেবমপি যুবাং সাধকাবিতি ন মন্তব্যং, ন চ পুনর্মৎপ্রাপ্তৌ শঙ্কা কার্য্যা যতঃ 'এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভাবিনি'—ইত্যাদি পাদ্মকার্ত্তিক-মাহাত্ম্যবচনাৎ। 'যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ। তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্যদৃচ্ছয়া॥ পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎ পদং শাশ্বতং পরম্। ন কর্ম্ম বন্ধনং জন্ম বৈন্নবানাঞ্চ বিদ্যতে॥' ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ড-বচনাৎ, মদীয়তত্তন্মহামন্ত্র-মজ্জন্মাষ্টমী-পূজাদিপটলানুসারাচ্চ। যুবাং নিত্যমেবৈতাদৃশৌ, তথাপি মমেব যুবয়োরপি মৎপ্রেম্ণৈব মৎপ্রেমবিশেষ মদারাধনপ্রচারার্থং তত্র তত্র স্বাংশেন, সম্প্রতি স্বয়মেব চাবতরণং লীলামাত্রম্। এতদেবোক্তম্—'ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ' (শ্রীভা০ ১০।৩।৩২) ইত্যাদি, তত এবানন্তরমপি মৎপ্রাপ্তৌ ন সাধনবৈশিষ্ট্যসাপেক্ষত্বম্, কিন্তু তদপি পূর্ব্ববদেব মৎপ্রাপ্তিস্তু স্বত এব ইত্যাহ—যুবামিতি। পুত্রভাবেনেতি ভাববৈশিষ্ট্যেন তথা মদাবির্ভাববৈশিষ্ট্যেন চেত্যর্থঃ। ব্রহ্মভাবেনেতি ভাবসামান্যেন ভগবন্মাত্রতয়াবির্ভাব-সামান্যেন চেত্যর্থঃ। বেত্যনুকল্পে, 'পিতরৌ নাদ্যবিন্দেতাম্' (শ্রীভা০ ১০।৮।৪৭) ইত্যাদিনা, 'পিতরাবুপলব্ধার্থৌ' (শ্রীভা০ ১০।৪৫।১) ইত্যাদিনা, 'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩২) ইত্যাদিরীত্যা, 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' (শ্রীভা০ ১০।১২।১১) ইত্যাদিরীত্যা চ তারতম্যাৎ। পূর্ব্বেণ মুখ্যেন, ইতরেণ গৌণেন বা চিন্তয়ন্তৌ, তত্রাপি সকৃদেব চিন্তয়ন্তৌ বা, যদ্যেবমপি সম্ভবতি তদাপীত্যর্থঃ; পরাম্—অস্যাঃ প্রপঞ্চপ্রকটলীলাত উত্তরাং তদপ্রকটলীলারূপাং মদ্গতিং যাস্যথ এব, নাধুনিকসাধনযোগ্যতাযোগ্যতাভ্যাং তত্রোপকার্য্যতাপকার্য্যত ইতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—কৃতস্নেহৌ—কৃতঃ স্বভাবত এব সিদ্ধঃ স্নেহঃ পুত্রভাবময়ঃ প্রেমা যয়োস্তৌ, স্বভাবসিদ্ধত্বমত্র 'এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা (শ্রীছা০ ৮।১।৫) ইতিবৎ, যদ্বা, কৃতস্নেহৌ চিন্তয়ন্তৌ সকৃদেব বা চিন্তয়ন্তৌ; অন্যৎ সমানম্॥ জী০ ৪৫।

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যুবাং ইতি**—'বা' শব্দ এখানে উপমার্থে কিম্বা বিকল্পে। স্বরূপে পুত্রভাবে অথবা সর্ববৃহৎ এই গুণে ব্রহ্মভাবে—সর্ববৃহৎ বলে মুখ্যভাবে ভগবানই এখানে ব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েছেন। তাদৃশভাবে কৃতস্নেহৌ কৃতস্নেহ হয়ে মুহুর্মুহু চিন্তাপরায়ণ তোমরা দুজন—বিষয় মাহাত্ম্য হেতু ভাবদ্বয়ের তুল্যতা। এইরূপ ভাবে মুহুর্মুহু ধ্যান করতে করতে **পরাং মদ্গতিং**—কশ্যপ অদিতি প্রভৃতির সহিত একীভূয়-অধিকারের পর আপনাদের পরম বৈকুণ্ঠে গতি হবে। এখানে এইরূপ কথা উপরে উপরে দেখা গেলেও প্রকৃত সিদ্ধান্ত তো এইরূপ, যথা—আপনারা দুজন সাধক এরূপ বলা যাবে না। পুনরায় আমার প্রাপ্তি বিষয়েও কোনও শঙ্কা করতে হবে না, কারণ আপনাদের নিত্যসিদ্ধত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এরূপ আছে, শ্রীভগবানের নিজের মুখেই—'যাদবগণ সকলেই আমার গণ'—পাদ্মে। তোমরা নিত্যই এরূপই, তথাপি আমার এবং আমার প্রেমবদ্ধ তোমাদেরও আমার প্রেমবিশেষ-মদারাধনা প্রচারের জন্য পূর্বের দুই জন্মে স্বাংশে এবং সম্প্রতি স্বয়মই যে অবতরণ, তা লীলামাত্র। আমার প্রাপ্তির জন্য তোমাদের কোন সাধনের অপেক্ষা নেই। আমার প্রাপ্তি তোমাদের স্বতঃই হয়ে থাকে। এই আশয়ে এই শ্লোকের অবতারণা—যুবামিতি। **পুত্রভাবেন চিন্তয়ন্তৌ**—ভাববৈশিষ্ট্যের সহিত, তথা আমার আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যের সহিত আমার ধ্যান করতে করতে। **ব্রহ্মভাবেন চিন্তায়ন্তৌ**—ভাবসামান্যের সহিত ধ্যান। পুত্রভাবে চিন্তাটাই হল মুখ্য, আর ব্রহ্মভাবে চিন্তা গৌণ, এই উভয় ভাবে চিন্তা করে—এই চিন্তা আবার একবার মাত্র করেও। **চিন্তয়ন্তৌ বা**—এখানে বা শব্দের ধ্বনি হল—এও যদি সম্ভব হয়, **ধ্বনির ধ্বনি**—এমন কি সম্ভব যদি নাও হয়—তাও পরমগতি লাভ হবে। আধুনিক সাধনযোগ্যতা অযোগ্যতা দ্বারা প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, এরূপ বলা যাবে না, কারণ'কৃতস্নেহৌ'—স্বভাবতঃই পুত্রভাবময় প্রেমসাগর তোমরা ॥জী৪৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টিকা ঃ** এবং স্বপিতৃত্বাৎ স্বমন্ত্রোপাসনা পটলোক্ত বসুদেবাদি ধ্যানপূজাদীনাং সার্ব্বকালিকত্ব প্রদর্শনমপ্যন্যথানুপপত্তি সিদ্ধং তয়োর্নিত্যসিদ্ধত্বং সংগোপ্য প্রেমবর্দ্ধনার্থং সাধকত্বমেব খ্যাপ-য়ন্ সিদ্ধিং প্রতিশ্রুত্য তাবানন্দয়তি—যুবামিতি। বস্তুতশ্চায়মর্থঃ মম প্রথমা গতিরদ্যতনী গোকুলং প্রতি যাত্বেকাদশে বর্ষে মথুরাং প্রতি পুনর্ভাবিনী তাং পরাং মদ্গতিং যুবাং যাস্যেথে প্রাপ্স্যথঃ যাস্যথ ইত্যর্থঃ। সাম্প্রতন্তু ময়া সহ যুবয়োর্বিচ্ছেদ এব ভবতীত্যর্থঃ॥ বি০ ৪৫ ॥

৪৫ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কৃষ্ণের নিজের মন্ত্রোপাসনা-পটলে বসুদেবাদিকে কৃষ্ণের পিতা বলে বলা আছে, কাজেই তাঁদের ধ্যান-পূজাদির সর্বকালিকত্ব প্রদর্শন অন্যথানুপপত্তি ন্যায়ে সিদ্ধ হয়ে আছে। এখানে তাদের সেই নিত্যসিদ্ধত্ব সংগোপন করত প্রেমবর্ধনের জন্য সাধকত্ব প্রকাশিত করে সিদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনন্দোচ্ছল করে উঠালেন—যুবাং ইতি। বস্তুতঃ এর অর্থ হল—কৃষ্ণ বলছেন, আমার সর্বশ্রেষ্ঠ নিত্যধাম গোকুলে এখন ফিরে যাবো, পরে একাদশ বর্ষে পুনরায় মথুরায় ফিরে আসবো—আমার এই শ্রেষ্ঠ ধামে তোমরা আমাকে প্রাপ্ত হবে। সম্প্রতি তোমাদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবে॥ বি০৪৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

৪৬। ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥

৪৬। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ—ইতি উক্ত্বা ভগবান্ হরিঃ তূষ্ণীং (মৌনী) আসীৎ। পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ (অবলোকয়তোঃ) আত্মমায়য়া (নিজমায়য়া) সদ্যঃ প্রাকৃতঃ শিশুঃ (মনুষ্যশিশুবৎ) বভূব॥

৪৬। মূলানুবাদ উপর্যুক্ত কথার পর ভগবান্ শ্রীহরি মৌনভাব ধারণ করে থাকলেন এবং পিতা-মাতার চোখের সামনেই দেখতে দেখতে নিজ স্বভাবসিদ্ধ রূপের শিশু হলেন।

৪৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ততঃ কিং জাতম্? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ইতীতি। ইত্যুক্ত্বা হরিস্তচ্চতুর্ভুজং রূপমপহর্ত্তুং গোপয়িতুং প্রবৃত্তত্বেন চ বিখ্যাপিত-তন্নামাসৌ তূষ্ণীমাসীৎ। ততশ্চ পিত্রোঃ সম্পশ্যতোরেব, ন ত্বন্যত্র দত্তদৃষ্ট্যোঃ সতোর্ভগবান্ স্বরূপভূতষাড়্গুণ্যবানসাবাত্মমায়য়া, 'মায়া স্যাচ্ছাম্বরী-বুদ্ধ্যোঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ, 'মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্' ইতি নির্ঘণ্টোশ্চ, স্বরূপভূতজ্ঞানশক্ত্যা বুদ্ধি-সৌষ্ঠববিশেষময়শক্ত্যেতি যাবৎ, যদ্বা, 'আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদ্গুণময়ী জড়াত্মিকা' ইতি মহাসংহিতাবচনাৎ আত্মেচ্ছয়া, যদ্বা, 'মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ' ইতি বিশ্বকোষাৎ আত্ম-কৃপয়া শিশুরাবিষ্কৃতশৈশবো বভূব। তত্র বিশেষজ্ঞানার্থমাহ—প্রাকৃত ইতি। গৌণ্যা বৃত্ত্যা প্রাকৃত ইবেত্যর্থঃ। যদ্বা, ন চাগন্তুকাকারেণ তাদৃগ্বভূব ইত্যাহ—প্রাকৃত ইতি। প্রকৃতিশ্চ স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চেতি পর্য্যায়াৎ 'প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্' ইতি প্রয়োগাচ্চ স্বভাবসিদ্ধ এবেত্যর্থঃ। অর্থান্তরং হি 'ন চান্তর্ন বহির্যস্য' (শ্রীভা০ ১০।৯।১৩) ইত্যারভ্য 'ববন্ধ প্রাকৃতং যথা' (শ্রীভা০ ১০।৯।১৪) ইতি পূরিতে বাক্যে দার্ষ্টান্তিক দৃষ্টান্তাভ্যাং নিরসনীয়ং স্বাভীষ্টলীলাক্রম-মেব প্রকটয়তস্তস্য সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিনিধানত্বেন তত্তদুপাসকাভীষ্ট-লীলাদর্শনায় যুগপদ্যোগ্যত্বাৎ সর্ব্বমেব তত্র স্বভাবসিদ্ধমেবেতি ভাবঃ। বক্ষ্যতে চ গর্গেণ—'বহূনি সন্তি রূপাণি নামানি চ সুতস্য তে' (শ্রীভা০ ১০।৮।১৫) ইতি॥ জী০ ৪৬॥

৪৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর কি ঘটল? এরই উত্তরে, শ্রীশুকদেব বলছেন—ইতি উক্ত্বা ইতি। এইরূপ বলে **হরি**—চতুর্ভুজরূপ চুরি ও গোপন করবার ইচ্ছায় সেই চোর নামে বিখ্যাত শিশু চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর পিতামাতা তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই, তাঁদের চোখের সমনেই (প্রাকৃত শিশু হয়ে গেলেন)। **ভগবান্**—স্বরূপভূত চক্ষুকর্ণাদি ছয় ইন্দ্রিয়বান্ ঐ শিশু। **আত্মমায়য়া**—('মায়া' পদে 'জ্ঞান'-ত্রিকাণ্ডশেষ।)—স্বরূপভূত জ্ঞানশক্তিদ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধিসৌষ্ঠব-বিশেষময় শক্তিদ্বারা। অথবা, ('আত্মমায়া' তদিচ্ছা—মহাসংহিতা বচন অনুসারে)—নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছায়। অথবা, ('মায়া' পদে কৃপা—বিশ্বকোষ) নিজকৃপায় (শিশু হলেন) অর্থাৎ শৈশব অবস্থা আবিষ্কার করলেন। এর মধ্যে বিশেষ জ্ঞানের জন্য এই শিশুর বিশেষণ দেওয়া হল 'প্রাকৃত'। গৌণীবৃত্তিতে এখানে অর্থ হবে, প্রাকৃতের মত—প্রাকৃত নয়। অথবা, কোনও আগন্তুক আকারের আদলেও ও-রূপ রচনা হল না, তাই

৪৭। ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥

৪৭। অন্বয় ঃ ততঃ চ (অনন্তরং)ভগবৎ প্রচোদিতঃ(ভগবতা প্রেরিতঃ) সঃ শৌরিঃ (বসুদেবঃ) যদা সুতম্ আদায় (গৃহীত্বা) সূতিকাগৃহাৎ বহিঃ গন্তুম্ ইয়েষ তর্হি অজা (জন্মরহিতা) যা যোগমায়া নন্দজায়য়া (নন্দপত্ন্যা যশোদয়া) অজনি (জাতা) [অভূৎ]।

৪৭। মূলানুবাদ ঃ অনন্তর বসুদেব ভগবানের দ্বারা স্পষ্টতঃই আদিষ্ট হয়ে সেই অনির্বচনীয় পুত্রকে বুকে তুলে নিয়ে সূতিকা গৃহ থেকে যখন বাইরে যেতে ইচ্ছা করলেন, ঠিক সেই সময়ই অজা নামে প্রসিদ্ধ যোগমায়া নন্দপত্নী যশোদা থেকে আবির্ভূত হলেন।

বলা হচ্ছে, 'প্রাকৃত' ইতি। প্রকৃতি, স্বরূপ এবং স্বভাব—একই পর্যায় ভুক্ত থাকায় এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—'মহান্ ব্যক্তিগণের ইহা প্রকৃতি সিদ্ধ' এখানে প্রকৃতি সিদ্ধের অর্থ স্বভাবসিদ্ধ।—"যার অন্তর নেই, বাইর নেই, এর থেকে আরম্ভ করে "তাঁকে প্রাকৃতের মতো বন্ধন করলেন মা" এইসব বাক্যে উপমান্-উপমেয় দ্বারা অর্থান্তর নিরসন হওয়ার যোগ্য—স্বাভীষ্ট লীলাক্রমই প্রকটনকারী কৃষ্ণের সর্বদা সর্বশক্তি নিধানতা দ্বারা সেই সেই উপাসকের অভীষ্ট লীলা দর্শন করাবার জন্য যুগপদ্ যোগ্যতা থাকায় সকল কিছুই তাঁতে স্বভাবসিদ্ধ, এরূপ ভাব। গর্গও বলেছেন—"তোমার পুত্রের বহু বহু রূপ নাম আছে।"—শ্রীভা০ ১০।৮।১৫॥ জী০ ৪৬॥

৪৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ আত্মমায়য়া "আত্মমায়া তদিচ্ছস্যাদ্গুণমায়া জড়াত্মিকেতি" মহাসংহিতাবচনাদাত্মেচ্ছয়া, প্রাকৃতঃ প্রকৃতিশ্চ স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চেতি পর্য্যায়াৎ" "প্রকৃতি সিদ্ধমিদং হি মহাত্মনামিতি" শিষ্টপ্রয়োগাচ্চ স্বভাবসিদ্ধ ইত্যেবার্থঃ। অর্থান্তরস্য ন চান্ত র্ন বহির্যস্যেত্যারভ্য ববন্ধ প্রাকৃতং যথেত্যগ্রিমে বাক্যে দার্ষ্টান্তিক দৃষ্টান্তাভ্যাং নিরসনীয়ত্বাৎ॥ বি০ ৪৬॥

৪৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আত্মমায়য়া—মহাসংহিতা বচন প্রমাণে 'আত্মমায়য়া' শব্দের অর্থ হল স্বেচ্ছায়। **বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ**—অর্থাৎ 'প্রাকৃত' শিশু হলেন—এখানে এই 'প্রাকৃত' শব্দটির অর্থ হল 'স্বভাবসিদ্ধ'—কারণ প্রাকৃত, প্রকৃতি, স্বরূপ এবং স্বভাব, এই শব্দগুলি একই অর্থ বাচক। আরও 'মহাত্মাদিগের ইহাই প্রকৃতিসিদ্ধ', এইরূপে শিষ্টপ্রয়োগ থেকেও 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ 'স্বভাব' আসছে। যেহেতু প্রাকৃত শব্দের অর্থ 'প্রকৃতি' ধরে প্রকৃতিজাত রূপ যে অর্থান্তর আসে, তা নিম্ন শাস্ত্র বাক্যানুসারে নিরসন হয়ে যায় তাই অর্থান্তর চলবে না; শাস্ত্র বাক্য—"যার অন্তর নেই, বাইর নেই, পূর্বাপর নেই। যিনি জগতের বাইর অন্তর পূর্বাপর সব কিছু, সেই অব্যক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর পরমেশ্বরকে 'প্রাকৃত বালকের' মতো মা যশোদা বন্ধন করলেন।" এই বাক্যে স্পষ্টই প্রমাণিত হল মা যশোদা যাকে বন্ধন করলেন, তিনি প্রাকৃত বালকের **মতো**—কিন্তু প্রাকৃত বালক না—তিনি অপ্রাকৃত বালক। কাজেই 'প্রাকৃতশিশু হলেন' বাক্যের অর্থ হল—দ্বিভুজ নরাকৃতি মুগ্ধ শিশু রূপে দেখা দিলেন।

৪৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ভগবতা প্রচোদিত ইত্যত্র ব্যক্তোক্তিরেব তস্য শ্রীহরিবংশে—'বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং সংহরদচ্যুতঃ। অনুজ্ঞাপ্য পিতৃত্বেন নন্দগোপগৃহং নয়॥' ইতি। অস্যার্থঃ—সংহরৎ সমহরৎ, কিং কৃত্বা ? নন্দগোপগৃহং নয়েতি পিতৃত্বেন পিতৃস্নেহেনানুজ্ঞায়েত্যর্থঃ। সম্যগাদায়, কোমলবস্ত্রস্তৃত-পেটিকায়াং সুখং নিধায়, তাং শিরস্যাধায়, কিংবা সাবধানং শনৈঃ শনৈঃ করাভ্যামুত্থাপ্য নিজাঙ্কে নিধায় বাহুভ্যামাশ্লিষ্যন্নিব গৃহীত্বা, সঃ অনির্ব্বচনীয়-ভাগ্যবান্। ততশ্চ পাদনিগড়ঃ স্বয়মেব ভ্রষ্ট ইতি জ্ঞেয়ম্ তর্হীত্যত্র বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে—'নবম্যামেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ॥' ইতি॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ভগবৎ প্রচোদিত**—শ্রীভগবানের দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রেরিত হলেন শ্রীবসুদেব—এ বিষয়ে শ্রীভগবানের স্পষ্ট উক্তিই হয়েছিল, যথা হরিবংশে—"শিশু কৃষ্ণ পিতৃস্নেহে মধুর কণ্ঠে আদেশ করল, আমাকে নন্দগোপ গৃহে নিয়ে যাও।" **সমাদায়**—সম্যক্‌ভাবে নিয়ে—কোমল বস্ত্রের আস্তর দেওয়া পেটিকায় কৃষ্ণকে সুখে স্থাপন করে মাথায় তুলে নিয়ে। অথবা, সাবধানে ধীরে ধীরে করযুগলে উঠিয়ে নিজ কোলে বাহুযুগলে যেন জড়িয়ে ধরে। **সঃ**- অনির্বচনী ভাগ্য-বান্ বসুদেব। সূতিকাগৃহ থেকে বের হয়ে চললেন—এতে বুঝা যাচ্ছে পায়ের শৃঙ্খল আপনিই খুলে গেল। শ্রীহরিবংশে একটু বিশেষ কথা আছে, যথা "কৃষ্ণ পক্ষের নবমী তিথিতেই যোগমায়া জাত হয়েছিল যশোদা থেকে" ॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভগবতা প্রচোদিতঃ—"যদি বিভেষি তর্হি মাং গোকুলং নয় যশোদা-য়াশ্চ তাং কন্যাং মন্মায়ামানয়ে" ত্যাদিষ্টঃ স বসুদেবঃ স্বপাদ নিগড়ং স্বয়মেব স্রস্তং বীক্ষ্য যদা গন্তুমৈচ্ছৎ তদা সা নন্দজায়য়া নিমিত্তভূতয়া অজনি জাতা। কিঞ্চ "গর্ভকালে ত্বসংপূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদেতি" হরিবংশবাক্যে সমং সহ সমকালমেব সুষুবাত ইতি তত্রার্থবগমাদত্র তু দেবকীপ্রসবোত্তরকাল এব যশোদাপ্রসবদর্শনাদুভয়োরেব শাস্ত্রবাক্যয়োরতিপ্রামাণ্যাদেবমবসীয়তে। যদৈব দেবকী কৃষ্ণং সুষুবে তদৈব যশোদাপি কৃষ্ণং সুষুবে তদনন্তর সময়ে যোগমায়াঞ্চ সুষুবে ইতি কালভেদেন তস্যাঃ দ্বিঃ প্রসব এবেত্যত এব "অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্ট মহাভুজেতি" বক্ষ্যতে। কিঞ্চ যশোদা প্রসূতস্য কৃষ্ণস্য চতুর্ভুজত্বাদ্যনুক্তের্নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজত্বমেব বুদ্ধ্যেত ইতি॥ বি০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ভগবতা প্রচোদিতঃ**—শ্রীভগবানের স্পষ্ট উক্তি—'যদি ভয় পেয়ে থাক,তবে আমাকে গোকুলে নিয়ে যাও এব যশোদার সেই কন্যা আমার মায়াকে নিয়ে এস এখানে।' এইরূপ আদিষ্ট হওয়ার পর বসুদেব দেখলেন, তাঁর পায়ের শৃঙ্খল আপনিই খুলে গিয়েছে। এই দেখে যখন তিনি গোকুলে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন সেই সময় মায়া নন্দজায়াকে নিমিত্ত করে জন্ম নিলেন। আরও, "গর্ভকাল অসম্পূর্ণ থাকাতেই অষ্টমমাসে সেই দুইটি স্ত্রী দেবকী যশোদা 'সমং' সমকালেই প্রসব করলেন" হরিবংশের এই বাক্যে 'সমকালে প্রসব' জানানো হেতু এবং শ্রীভাগবতের এই প্রস্তুতশ্লোকে দেবকীর প্রস-বের পরবর্তী কালেই যশোদার প্রসব প্রদর্শন হেতু এবং উভয় শাস্ত্রের অতি প্রামাণ্যতা হেতু এই দুই বিরুদ্ধ কথার মিমাংসা এইরূপ ভাবে করতে হবে, যথা—যখনই দেবকী কৃষ্ণকে প্রসব করলেন ঠিক সেই সময়ে

৪৮। তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ব্ববৃত্তিষু দ্বাঃস্থেষু পৌরেষ্বপি শায়িতেষ্বথ।
দ্বারশ্চ সর্ব্বাঃ পিহিতা দুরত্যয়া বৃহৎকপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ॥
৪৯। তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত যথা তমো রবেঃ।
ববর্ষ পর্জন্য উপাংশুগর্জ্জিতঃ শেষোঽন্বগাদ্বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ॥

৪৮-৪৯। অন্বয় ঃ তয়া (যোগমায়য়া) দ্বাঃস্থেষু হৃতপ্রত্যয় সর্ব্ববৃত্তিষু (দ্বাররক্ষকেষু অপহৃত সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তিষু) অথ পৌরেষু (পুরবাসিষু) শায়িতেষু বৃহৎ কপাটায়স কীল শৃঙ্খলৈঃ (বৃহৎ কপাটেষু লোহ কীলকযুক্ত শৃঙ্খলৈঃ) দুরত্যয়া (দুষ্পারাঃ) তাঃ সর্ব্বাঃ দ্বারশ্চ কৃষ্ণবাহে (কৃষ্ণং ক্রোড়ে আদায়) বসুদেবে আগতে রবেঃ তমঃ যথা স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত (উদ্ঘাটিতাঃ বভূবুঃ)। উপাংশু গর্জ্জিতঃ (মন্দং মন্দং গর্জ্জন্) পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) ববর্ষ বারি শেষঃ (অনন্তঃ) ফণৈঃ নিবারয়ন্ (ধারাপাতং বারয়ন্) অন্বগাৎ।

৪৮-৪৯। মূলানুবাদ ঃ অনন্তর যোগমায়ার অংশভূতা মায়া দ্বারা হৃতসর্বজ্ঞানবৃত্তি দ্বারপাল এবং পুরবাসিগণ নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়বার পর যখন বসুদেব কৃষ্ণকে বক্ষে নিয়ে বাইরে যেতে উদ্যত হলেন, তখন দৃঢ়বদ্ধদ্বারসকল বৃহৎবৃহৎ কপাট-সংলগ্ন লৌহখিল ও শৃঙ্খলের দ্বারা দুরতিক্রম্য হলেও আপনিই খুলে গেল, যেমন নাকি সূর্যোদয়ে অন্ধকাররাশি আপনিই চলে যায়। মেঘপুঞ্জ মন্দমন্দ গর্জনপূর্বক বারি-বর্ষণ করতে লাগল। অনন্তদেব স্বীয় ফণারূপ ছত্রে জল নিবারণ করতে করতে পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন।

যশোদাও কৃষ্ণকে প্রসব করলেন এবং ঠিক তার পরপরই যোগমায়াকেও প্রসব করলেন, এইরূপে কালভেদে যশোদাদেবীর দ্বিপ্রসব স্বীকৃত—তাই শ্রীভাগবতের ১০।৪।৯ "অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ" শ্লোকে কংসের হাত থেকে ছুটে যাওয়া অষ্টভুজা দেবীকে কৃষ্ণের 'অনুজা' অর্থাৎ ছোট বোন বলা হল। আরও, যশোদার প্রসবিত কৃষ্ণ সম্বন্ধে চতুর্ভুজ বিশেষণ না দিয়ে শুধু 'কৃষ্ণং সুষুবে' এরূপ বলা হল—এতে যশোদাতনয় কৃষ্ণ যে দ্বিভুজ, তা বুঝা যাচ্ছে॥ বি০ ৪৭॥

৪৮-৪৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তয়েতি যুগ্মকম্। প্রত্যয়ো জ্ঞানং, দ্বাঃস্থাঃ দ্বারস্থিতা রক্ষিণো দ্বারপালাশ্চ তেষু, তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'মোহিতাশ্চাভবংস্তত্র রক্ষিণো যোগনিদ্রয়া। মথুরাদ্বার-পালাশ্চ ব্রজত্যানকদুন্দুভৌ॥' ইতি মোহনাদিকঞ্চ মায়য়া এব যোগ্যমিতি তথা তদুক্তম্; প্রকাশনন্তু শ্রীভগ-বত এবেতি তথৈব তদাহ—দ্বারশ্চেতি। অথানন্তরং সদ্য এবেত্যর্থঃ। যাঃ পিহিতা মুদ্রিতাস্তা দ্বারোঽপি দ্বাঃস্থাদীনাং হৃতপ্রত্যয়াদিত্বং লক্ষণীকৃত্য শ্রীবসুদেব আগতে সতি স্বয়মেব বিবৃতা ইত্যর্থঃ। তাশ্চ কথম-প্যুদ্ঘাটয়িতুং ন শক্যন্ত ইত্যাহ—বৃহৎকবাটাদিভির্দুরত্যয়াঃ।

কৃষ্ণঃ—'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥' ইত্যনুসারেণ সর্ব্বাকর্ষক-পরমানন্দঘনমূর্ত্তিস্তস্য বাহে বাহক ইতি বহনাদিশ্রমো নিরস্তঃ, প্রত্যুত পরমানন্দ এব ব্যঞ্জিতঃ। তথা সংসারবন্ধমপি কর্ষতি হরতীতি কৃষ্ণস্তদাহ ইতি স্বয়ং দ্বার্বিবৃতৌ চ হেতুঃ। ব্যবর্য্যন্তেতি—কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ, কর্ত্তা চার্থাৎ শ্রীবাসুদেব এব তমো যথোদ্ঘাটিতং স্যাদিতি দৃষ্টান্তেন তদাগমনাৎ পূর্ব্বমেব

ক্রমেণ সম্যগ্বিবৃতির্ব্বর্দ্ধিতা, পর্জ্জন্যো গর্জন্মেঘঃ উপাংশু মন্দং মন্দং গর্জিতং যস্য সঃ; শেষ ইতি সময়ে নিজ-সেবা-সিদ্ধয়ে পার্ষদপ্রবরঃ শ্রীমানন্ত এব। 'শয্যাসন-পরীধানপাদুকাচ্ছত্র-চামরৈঃ। কিং নাভূস্তস্য কৃষ্ণস্য মূর্ত্তিভেদৈশ্চ মূর্ত্তিষু॥' ইতি ব্রহ্মাণ্ডবচনাৎ। অন্বগাৎ, শ্রীবসুদেবস্য পশ্চাদগচ্ছৎ। তথা চ বিষ্ণুপুরাণে—'বর্ষতাং জলদানাঞ্চ তোয়মত্যুল্বণং নিশি। সংছাদ্যানুযযৌ শেষঃ ফণৈরানকদুন্দুভিম্॥' ইতি। তচ্চ তেন স্বশিরসি মহাবৃষ্টিনিবারণং যৎ কিঞ্চিল্লক্ষিতমেব জ্ঞেয়ং, চিন্তয়া বর্দ্ধমানে বৈয়গ্র্যে সদ্যঃ সুখদচমৎকারহেতুত্বেন যোগ্যত্বাৎ॥ জী০ ৪৮–৪৯॥

৪৮–৪৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রত্যয়ো—জ্ঞান। **দ্বাস্থেষু ইত্যাদি**—কারাগার-দ্বারের নিকটস্থ নগররক্ষী এবং কারাগারের দারোয়ান, সকলে মোহিত হয়ে পড়ে গেলে—শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের বাক্যানুসারে মোহনাদি কার্যে মায়ারই যোগ্যতা। আর প্রকাশন অর্থাৎ মায়ামুক্ত করত চিৎজ্ঞানের আলো ফুটিয়ে উঠানো শ্রীভগবানেরই কার্য—এই আশয়েই এখানে বলা হচ্ছে—দ্বারশ্চ সর্বাঃ ইতি। দ্বারপালগণকে যোগনিদ্রাগত দেখে শ্রীবসুদেব এগিয়ে যেতেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই বন্ধ কপাট নিজে নিজেই খুলে গেল—মায়াবদ্ধ হৃদয় দ্বার যেমন খুলে যায়—তথায় শ্রীভগবানের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। সেই কপাট কোনও প্রকারেই খুলবার মত ছিল না এই আশয়ে বলা হচ্ছে, বৃহৎ কপাটের দ্বারা দুরতিক্রম্য।

কৃষ্ণঃ—'কৃষির্ভূবাচক ইত্যাদি', এই অনুসারে 'কৃষ্ণ' পদের ধ্বনি সর্বাকর্ষক-পরমানন্দঘনমূর্তি, তৎকালে এরই বাহক হলেন শ্রীবসুদেব, কাজেই বহন করবার শ্রম তাঁর কিছুমাত্র হলো না, প্রত্যুত পরমা-নন্দে ভরে গিয়েছিল তার দেহ মন। আরও, ধ্বনি—তথা সংসার বন্ধনও 'কর্ষতি' অর্থাৎ হরণ করেন যিনি, সেই কৃষ্ণের বাহক হলেন বসুদেব; কাজেই কৃষ্ণকে মাথায় নিয়ে বসুদেব যেই এলেন, দ্বার-বন্ধন নিজে নিজেই অমনি খুলে গেল—'সূর্যের উদয়ে অন্ধকার যেরূপ নাশ হয় ঠিক সেইরূপ। সূর্যের দৃষ্টান্তে বুঝা যাচ্ছে, সেখানে গমনের পূর্বেই ক্রমে ক্রমে সম্যক্ প্রকারে খুললো। **শেষো ইত্যাদি**—সময়ে নিজ সেবা সিদ্ধির জন্য পার্ষদপ্রবর শ্রীমান্অনন্ত বসুদেবের পিছে পিছে ফণারূপ ছত্র ধরে যেতে লাগলেন। স্বরূপানন্দ হতে সেবানন্দে শ্রীভগবানের সুখচমৎকারিতা অধিক। তাই তিনি অনন্তরূপে নিজের সেবা নিজেই করেন। চিন্তায় বর্ধমান ব্যাকুলতায় শ্রীবসুদেব যখন চলেছেন, তখন সেবা সুযোগ বুঝে শ্রীকৃষ্ণ অনন্তরূপে নিজেই নিজের মাথায় মহাবৃষ্টি নিবারণ করে চললেন—এতে তার সেবাটা কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপেই দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়ল, কারণ চিন্তোচ্ছল ব্যগ্রতাতে সদ্য সুখদচমৎকার-হেতুস্বরূপে ইহা যোগ্যই॥জী৪৮-৪৯॥

৪৮–৪৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তয়া যোগমায়য়া হৃতাঃ প্রত্যস্ত জ্ঞানস্য সর্ব্ববৃত্তয়ো যেষাং তেষু দ্বাঃস্থেষু দ্বারপালেষু শায়িতেষু সৎস্বিতি জ্ঞানহরণং যোগমায়াংশ ভূতায়াঃ মায়ায়াঃ কার্য্যম্। যা দ্বারঃ পিহি-তাস্তাব্যবর্য্যন্ত ব্যব্রিয়ন্ত বিবৃতা ইত্যর্থঃ। বৃহৎ কপাটগতৈরায়সকীল শৃঙ্খলৈর্দুরত্যয়াঃ দুরতিক্রমাঃ। রবে র্নিমিত্তাৎ। উপাংশু মন্দ মন্দং গর্জ্জিতং যস্য সঃ। ফণৈশ্ছত্রীকৃতৈরিত্যর্থঃ। শয্যাসন পরীধান পাদুকা ছত্র চামরৈঃ। কিং নাভূস্তস্য কৃষ্ণস্য মূর্ত্তিভেদৈশ্চ মূর্ত্তিষ্বিতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ॥ বি০ ৪৮-৪৯॥

৫০। মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্‌যমানুজা গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্ম্মিফেনিলা।
ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা নদী মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ॥

৫০। অন্বয় ঃ মঘোনি (ইন্দ্রে) অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) বর্ষতি গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্ম্মি ফেনিলা (গম্ভীরঃ যঃ তোয়ৌঘঃ জলরাশিঃ তস্য জবেন বেগেন যে ঊর্ম্ময়ঃ তরঙ্গাঃ তৈঃ ফেনিলা ফেনব্যাপ্ত্যা) ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা যমানুজা (যমুনা) নদী শ্রিয়ঃ পতেঃ (সীতাপতেঃ রামস্য) সিন্ধুঃ ইব মার্গং দদৌ।

৫০। মূলানুবাদ ঃ দেবরাজ ইন্দ্র অঝোরে বর্ষণ করায় যমুনা নদী গম্ভীর জল প্রবাহের বেগে তরঙ্গায়িত, ফেনিল ও ভয়ানক শতশত আবর্ত-ব্যপ্ত হয়েও শ্রীবসুদেবকে পথ করে দিলেন, যেমন নাকি সাগর সীতাপতিকে পথ দিয়েছিলেন।

৪৮–৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তয়া হৃতপ্রত্যয় ইত্যাদি**–যোগমায়াদ্বারা যাদের জ্ঞানের সর্ববৃত্তি হৃত হয়েছে, সেই দ্বারপালগণ নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল—জ্ঞানহরণ যোগমায়ার অংশভূতা মায়ার কার্য। যে দ্বার কপাটের দ্বারা দৃঢ়বন্ধ ছিল এবং **দুরত্যয়া ইত্যাদি**—বৃহৎ কপাট-সংলগ্ন লৌহ খিল ও শৃঙ্খলের দ্বারা দুরতিক্রম্য ছিল, **ব্যবর্যন্ত**—তা খুলে গেল—**যথা তমো রবেঃ**–যেমন সূর্য উঠলে অন্ধকার পালিয়ে যায়। **উপাংশু গর্জিতং** মন্দমন্দ গর্জন পূর্বক মেঘ ডাকতে লাগল। **ফণৈঃ**–ছত্রাকার ফণের দ্বারা ইত্যাদি।—"শয্যাসন ছত্র ইত্যাদি"—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ॥ বি০ ৪৮–৪৯॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** মঘোনি শক্রে স্বয়মেব বর্ষতীতি সত্যপি মায়ামোহিতজনত্বে তদজ্ঞানাদসৌ শ্রীবসুদেবাদর্শনাদ্যর্থমেব বৃষ্টিমকরোৎ। যা খলু জলভূম্যোরেকতাপাদনেন তস্য সহসা যমুনাবগাহেঽপি হেতুরভূৎ। তত্রাসকৃত্ত্বঞ্চ তৎক্লেশশঙ্কয়া মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদনাৎ; স চ বিচ্ছেদো নির্জনদেশ ইতি জ্ঞেয়ম্। যমানুজেতি তদাদীং পরমভীষণত্বাদ্যভিপ্রায়েণ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—গম্ভীরেত্যাদি-বিশেষণাভ্যাম্; অতএব নদীতি মহাশব্দযুক্তত্বঞ্চ শ্লেষেণোক্তম্। তথাপি যথা সীতাপতেঃ সমুদ্রস্তথা সা শ্রীবসুদেবস্য মার্গং দদৌ। পরাবৃত্তাবপি তস্যৈব তদ্দানাৎ, অতএব তৈরপি সীতাপতেরিত্যেব ব্যাখ্যাতম্। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—যমুনাঞ্চাতিগম্ভীরাং নানাবর্ত্তশতাকুলাম্। বসুদেবো বহন্ জানুমাত্রবহাং যযৌ॥' ইতি॥ জী০ ৫০॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্**—ইন্দ্রদেব ঘন ঘন বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন—পুরবাসিগণ মায়া মোহিত হয়ে থাকলেও, সে কথা অজানা থাকায় ইন্দ্র প্রবলভাবে বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন, যাতে লোকজন কেউ-ই বাইরে বেরতে না পারে আর যাতে সূচিভেদ্য অন্ধকার সৃজিত হয়, শ্রীবসুদেবকে দেখাই না যায়। এই প্রবল বর্ষণ সহসাই শ্রীবসুদেবের যমুনাস্নানের কারণ হয়ে গেল জল আর ভূমির একাকারতায়। এই বর্ষণ আবার মাঝে মাঝে থেমে থেমে হতে লাগল। শ্রীবসুদেবের ক্লেশ হবে, এই আশঙ্কায় মাঝে মাঝে থামা—আর সেই থামাটা হল নির্জন প্রদেশেই। **যমানুজ ইতি**–সেই সময়ে যমুনা পরম ভীষণ আকার ধারণ করেছিলেন, সেইটা বুঝাবার জন্য 'যমের ছোট ভগ্নী' পদ এখানে ব্যবহার করা হল। এই ভীষণতা প্রকাশ করা হল গম্ভীর ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা।

৫১। নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্ গোপান্ সুষুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া।
সুতং যশোদাশয়নে নিধায় তৎসুতামুপাদায় পুনর্গৃহানগাৎ॥

৫১। অন্বয় ঃ শৌরিঃ (বসুদেবঃ) নন্দব্রজং উপেত্য (গোকুলং গত্বা) তত্র তান্ (গোপান্) সুষুপ্তান্ উপলভ্য (জ্ঞাত্বা) সুতং যশোদাশয়নে নিধায় (সংস্থাপ্য) তৎ সুতাং (তস্যাঃ পুত্রীং) উপাদায় (গৃহীত্বা) পুনঃ গৃহান্ অগাৎ (আগতঃ)।

৫১। মূলানুবাদ ঃ শ্রীবসুদেব মহাশয় নন্দভবনে পৌঁছে সেখানকার গোপসকলকে নিদ্রাভিভূত দেখে নিজ শিশুকে শ্রীযশোদার শয্যায় অতি যত্নে শুইয়ে দিয়ে তাঁর কন্যাকে কংস বঞ্চনের শ্রেষ্ঠ উপায়ন রূপে কোলে তুলে নিয়ে পুনরায় নিজগৃহে ফিরে এলেন।

অতএব নদী—মহাশব্দ যুক্তও হল। তথাপি যেরূপ সমুদ্র সীতাপতি রামকে পথ দিয়েছিলেন, সেই শ্রীবসুদেবকে যমুনা পথ দিলেন,এখানে কৃষ্ণকে পথ দিলেন এ না-বলে বসুদেবকে পথ দিলেন এরূপ ব্যাখ্যা করবার কারণফিরবার পথেও বসুদেবকে যমুনা পথ দিয়েছিলেন॥ জী০ ৫০॥

৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তোয়ৌঘ স্তোয়সমূহঃ শ্রিয়ঃপতেঃ সীতাপতেঃ॥ বি০ ৫০॥

৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তোয়ৌঘঃ—জলরাশি। **শ্রিয়পতেঃ**—সীতাপতি॥বি৫০॥

৫১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ উপেত্য সমীপে গত্বাপি বর্ত্মাদিকমজানতোঽপি তস্য দৈবসাহায্যং সূচিতং, দ্বারবন্ধাদিবিমোকস্তু পূর্ব্ববৎ। তদানীং শ্রীযশোদাসমীপে সমভিব্যক্তশৈশবমাধুর্য্যেণ শ্রীবসুদেবস্য স্বস্য চাকৃষ্টচিত্তত্বাচ্ছিশুমিত্যুক্তম্। সুতমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ; নিধায় নিধিমিব গূঢ়ং ন্যস্য, তস্যাঃ সুতামুপাদায় মায়াত্বেন কন্যাত্বেন চ কংসবঞ্চনার্থমুপাদেয়ত্বেন চ গৃহীত্বা; এষ চ শ্রীভগবতি স্নেহভর এব। যদর্থং মায়াত্বেন জ্ঞাতায়া অপি স্বীকারঃ, তথা মিত্রপুত্রীত্বেন প্রতীয়মানায়া অপি কংসকার্য্যবধদোষানপেক্ষণম্; গৃহানিতি চিন্তাব্যাকুলস্য শ্রীদেবকীলক্ষণস্য নিজগৃহস্য, ততো মুহুঃ স্ফুরিতত্বেন বহুত্বনির্দ্দেশঃ। জী০ ৫১॥

৫১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পথঘাট না জানা থাকলেও শ্রীবসুদেব যে যশোদার নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন, এতে দৈবসাহায্য সূচিত হচ্ছে। ঘরের দ্বার বন্ধ-খোলাদি ঐ কংসকারাগারের রীতিতেই হয়েছে, বুঝতে হবে। বাৎসল্যরসসাগর যশোদার সমীপে উচ্ছলিত হয়ে উঠা শৈশব মাধুর্যের দ্বারা শ্রীবসুদেবের এবং শুকদেবের চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়াতে 'শিশু' শব্দের প্রয়োগ এখানে, কোনও কোনও পাঠে সুত শব্দও আছে।

নিধায় - নিধির মতো গূঢ়ভাবে স্থাপন করে। **তৎসুতামুপাদায়**—মায়ারূপা ও কন্যারূপা হলেও কংসবঞ্চনার্থে উপাদেয় রূপে গ্রহণ করে—এও শ্রীভগবানের প্রতি স্নেহভরেই করেছেন। শ্রীভগবানের জন্যই কন্যাটিকে মায়া বলে জেনেও তাকে অঙ্গীকার। তথা মিত্রের কন্যা বলে প্রতীয়মানা হলেও কংসকৃত বধ-দোষের অপেক্ষা করলেন না। **গৃহান্ ইতি**—অতঃপর শ্রীদেবকী রয়েছে বলে নিজ গৃহের মুহুর্মুহু স্ফুরণে বহু বচনের প্রয়োগ॥ জী০ ৫১॥

৫২। দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য বসুদেবোঽথ দারিকাম্।
প্রতিমুচ্য পদোর্লোঽহমাস্তে পূর্ব্ববদাবৃতঃ॥
৫৩। যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত।
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণজন্মনি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

৫২। অন্বয় ঃ বসুদেবঃ দারিকাং (বালিকাং) দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য (স্থাপয়িত্বা) অথ (অনন্তরং) পদোঃ (পাদয়োঃ) লোহং (নিগড়ং) প্রতিমুচ্য (বদ্ধা) আবৃতঃ (আচ্ছাদিত কপাটঃ) পূর্ব্ববৎ আস্তে।

৫২। মূলানুবাদ ঃ কংস কারাগারে ফিরে এসে শ্রীবসুদেব ঐ বালিকাকে দেবকীর শয্যায় শুইয়ে দিলেন। পায়ে লোহার বেড়ী লেগে গেল। তিনি পূর্ব্ববৎ কারাগারে আটক হয়ে রইলেন।

৫৩। অন্বয় ঃ নন্দপত্নী যশোদা চ পরং (কেবলং) জাতং অবুধ্যত (জ্ঞাতবতী) পরিশ্রান্তা (প্রসবেন ক্লান্তা) নিদ্রয়া (যোগমায়য়া) অপগতস্মৃতিঃ (অপহৃত স্মৃতি) তল্লিঙ্গং (তস্য জাতস্য "স্ত্রীপুমান্" ইতি চিহ্নং) ন অবুধ্যত (ন জ্ঞাতবতী)।

৫৩। মূলানুবাদ ঃ নন্দপত্নী যশোদা যোগনিদ্রায় অপগত-স্মৃতি এবং প্রসব যন্ত্রনায় পরিশ্রান্তা হওয়ায় সন্তান জন্মেছে, কেবল এই টুকুই জানলেন কিন্তু পুত্র কি কন্যা, তা বুঝতে পারলেন না।

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তৎসুতামুপাদায়েতি কংসাৎ স্বপুত্রস্য রক্ষণং মিত্রপুত্র্যা বধং জানতোঽপি পরমধার্ম্মিকস্যাপি বসুদেবস্যায়মন্যায়ো ন দূষণং প্রত্যুত ভূষণমেব পুত্রীভূতে ভগবতি বর্দ্ধিষ্ণুস্নেহেনৈব তাদৃশ বিবেকাপহারাৎ॥ বি০ ৫১॥

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তৎসুতামুপাদায় ইতি— যশোদার কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে নিজ ঘরে পুনরায় ফিরে চললেন—এইরূপে কংস থেকে স্বপুত্রের রক্ষণ আর বন্ধুকন্যার বধ যে বসুদেব স্বীকার করলেন জেনে শুনেও ও পরম ধার্মিক হয়েও, তা সাধারণ দৃষ্টিতে অন্যায় হলেও এ ক্ষেত্রে দোষের হয় নি, পরন্তু ভূষণই হয়েছে। কারণ পুত্ররূপে আগত ভগবানে তাঁর যে উচ্ছলিত বাৎসল্য প্রেম, তার দ্বারাই তাদের বিবেক হরণ॥ বি০ ৫১॥

৫২। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ দারিকাং বালিকাং শয়নে ন্যস্যেতি তস্যা উদর্কশোকবৃদ্ধিশঙ্কয়াদরেণৈব শয়ন এব ন্যস্য, ন পুনরঙ্ক ইত্যর্থঃ। পূর্ব্ববদাবৃতঃ কবাটাদিভির্নিরুদ্ধঃ॥ জী০ ৫২॥

৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টিকানুবাদ ঃ বালিকাকে শয্যায় স্থাপন করলেন—ভবিষ্যতে শোকবৃদ্ধির আশঙ্কায় শয্যাতেই ন্যস্ত করলেন—দেবকীর কোলে স্থাপন করলেন না—পূর্ববৎ কপাটাদি দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকলেন॥ জী০ ৫২॥

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ প্রতিমুচ্য বদ্ধা পদয়ো র্লোহং নিগড়ং আবৃতঃ আস্তে স্ম॥ বি৫২॥

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রতিমুচ্য—নিজপদযুগলে লৌহশৃঙ্খল পড়ে কারাগারে আবদ্ধ হয়ে থাকলেন ॥ বি॰ ৫২ ॥

৫৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ যশোদেতি তাদৃশপুত্রোৎপত্ত্যা শ্রীনন্দস্য ব্রজস্য চ কীর্ত্তিবিস্তারণাভিপ্রায়েণ, তথা নন্দয়তি পুত্রোৎপত্ত্যা জগদিতি নন্দত্বাত্তস্যাপি তদানন্দতা সূচিতা। তস্য পত্নীতি তস্যা অপি জগদানন্দকত্বং, তথা তৎপতিত্বেন তস্যাপি যশোবিস্তারণং সূচিতং, পরিশ্রান্তা প্রসব-স্বভাবেন জাতাত্যন্তশ্রমা, নিদ্রয়া যোগনিদ্রয়া, অতঃ সুতরাং তৎপরিজনানামপি তাদৃশত্বমূহ্যম্। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'তস্মিন্ কালে যশোদাঽপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া। তামেব কন্যাং মৈত্রেয় প্রসূত্রা মোহিতে জনে ॥' ইতি। পশ্চাৎ পুত্রদর্শনেন পরমহৃষ্টাঽভূদিতি চ জ্ঞেয়ম্। তথা চ তত্রৈব—'দদৃশে চ প্রবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজম্। নীলোৎপলদলশ্যামং ততোঽত্যর্থং মুদং যযৌ ॥' ইতি ॥ জী॰ ৫৩ ॥

৫৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যশোদা ইতি—তাদৃশ পুত্র জন্ম দিয়ে শ্রীনন্দের এবং ব্রজের কীর্তি বিস্তার করেছেন যশোদা, এই অভিপ্রায়ে যশোদা নামের উল্লেখ। **নন্দপত্নী চ**—তথা নন্দ মহারাজ সমস্ত জগৎ আনন্দিত করে উঠিয়েছেন পুত্র উৎপত্তি দ্বারা—এর থেকে সূচিত হচ্ছে, তিনি আনন্দস্বরূপ—তার নিজেরও সেই আনন্দোৎফুল্ল ভাব রয়েছে। তাঁর পত্নী, এই বাক্যে যশোদারও জগতকে আনন্দ দেওয়ার গুণ রয়েছে। তথা যশোদার পতি বলে নন্দেরও যশোবিস্তার করা গুণ সূচিত হচ্ছে। প্রসব-স্বভাবে অতিশ্রম। যোগনিদ্রার প্রভাব, তাই পরিজনদেরও স্মৃতি ভ্রংশ ॥ জী॰ ৫৩ ॥

৫৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পরং কেবলং জাতমবুধ্যত ন তু পুত্রঃ কন্যাবেতি। তস্য জাতস্য চিহ্নম্। তত্র হেতুঃ পরিশ্রান্তা অতিসৌকুমার্য্যাৎ প্রসবোত্থ শ্রমযুতা প্রসবান্তে চানন্দেন শ্রমোপশান্ত্যা চ নিদ্রয়েতি। কিঞ্চাত্র চকার উক্ত সমুচ্চয়ে। যথা বসুদেবপত্নী তথা নন্দপত্নী চ জাতং স্বগর্ভাদুৎপন্নমপত্যং পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং অবুধ্যত তন্মাধুর্য্যাস্বাদ শক্ত্যৈব তদ্দত্তয়া তদীয় স্বরূপভূতানন্দমনুভবগোচরী চকারেত্যর্থঃ। কিন্তু তস্য লিঙ্গং পরমেশ্বরোঽয়মেব ইতি লিঙ্গং বিশেষং ন অবুদ্ধ্যতেতি ভেদঃ। নন্বু তস্যা গর্ভজঃ কৃষ্ণ ইতি ন প্রসিদ্ধং তত্রাহ যশোদা তদ্যশো দদাতি দেবক্যৈ সখীভাবাৎ "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরী জায়য়েত্যাদি" পুরাণবচনাবগতাদিত্যর্থঃ। ব্যাখ্যানমিদং ভাগবতামৃত বৈষ্ণব-তোষণ্যানন্দবৃন্দাবনাদি সংমত্যৈবেতি নোপেক্ষণীয়ম্॥ বি॰ ৫৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ো দশমে স্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৫৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ 'পরং'=কেবলম্—সন্তান জন্মেছে কেবল এইটুকুই জান-লেন। সেই নব প্রসূতের চিহ্ন—পুত্র কি কন্যা, তা জানতে পারলেন না। তার কারণ **পরিশ্রান্ত্যা নিদ্রয়া ইতি**—অতি সুকুমারী, তাই প্রসবোত্থ শ্রমযুতা হেতু এবং প্রসবের পরম আনন্দে শ্রম উপশান্তিতে নিদ্রা হেতু অপগত স্মৃতি। আরও এখানে 'চ' কারটি সর্বত্রই লাগবে, যথা—বসুদেবপত্নী তথা নন্দপত্নী

উভয়েই **জাতং**—নিজের গর্ভ থেকে জাত সন্তানটিকে 'পরং'=সর্বোৎকৃষ্ট বলে জানলেন—তন্মাধুর্যাস্বাদন-শক্তিদ্বারাই তাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানলেন—অর্থাৎ তার দেওয়া শক্তিদ্বারাই তদীয় স্বরূপভূতানন্দ অনুভব-গোচরী করলেন বটে। কিন্তু এটি যে পরমেশ্বর, এরূপ চিহ্ন বিশেষ জানলেন না, এইরূপ ভেদ। আচ্ছা যশোদার গর্ভ থেকেই যে কৃষ্ণের জন্ম, এরূপ প্রসিদ্ধি নেই তো—এরই উত্তরে, সখী বলে যশোদা তাঁর এই যশ দেবকীকে দিয়ে দিয়েছেন। পুরানবচন থেকে পাওয়া যায়, "নন্দভার্যার দুটি নাম ছিল, যশোদা এবং দেবকী, এইরূপ। অতএব যশোদার সখ্যতা হয়েছিল বসুদেবপত্নী দেবকীর সঙ্গে।" এই ব্যাখ্যা ভাগ-বতামৃত, বৈষ্ণবতোষণী এবং আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ সম্মত, কাজেই উপেক্ষা করা যাবে না॥ বি০ ৫৩॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।